সেনসেক্স : ৭৫,৫০২.৮৫ (+৯৩৮.৯৩)
নিফটি : ২৩,৪০৮.৮০ (+২৫৭.৭০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অনায়াসে দুই-তিনটি দল হয়ে যাবে আত্মবিশ্বাসী স্কাই ১১

হরমুজে অনড় ট্রাম্প, পাশে নেই বন্ধুরা ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৭°	৩০°	১৭°	২৯°	১৭°	২৬°	১৫°

রাষ্ট্রপতির প্রাতরাশে সৌগত ৭

শিলিগুড়ি ২ চৈত্র ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 17 March 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 296

সব বদলে দিন, তবুও সরকার বদলাবে না। -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্যাসের সংকট নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতায়।

অ্যাকশনে কমিশন

অপসারণের বেনজির ধাক্কা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মার্চ : মাঝরাতের পর আবার সকাল হতে না হতে বাংলায় ধেয়ে এল নির্বাচন কমিশনের 'মিসাইল।' নির্বাচন ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে তছনছ হয়ে গেল প্রশাসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাজানো বাগান। প্রশাসন ও পুলিশের শীর্ষ স্তরের কর্তাদের একের পর এক অপসারণ করল কমিশন। অন্য একদল প্রবীণ অফিসারকে রাতারাতি দায়িত্ব দেওয়া হল প্রশাসন ও পুলিশ পরিচালনায়।

প্রথম রদবদলটি নির্বাচন কমিশন করেছিল রবিবার গভীর রাতে। ওই নির্দেশে একসঙ্গে সরিয়ে দেওয়া হয় রাজ্য প্রশাসনের দুই শীর্ষ পদাধিকারী মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী ও স্বরাষ্ট্রসচিব জগদীশপ্রসাদ মিনাকে। তাঁদের বদলে দুষ্যন্ত নারিয়ালা ও সংঘমিত্রা ঘোষকে সোমবার বিকেল ৩টের মধ্যে যথাক্রমে মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্ব নিতে বলা হয়। রাতেই অবশ্য কমিশন ইঙ্গিত দিয়েছিল, পিকচার অভি বাকি হ্যায়।

পুলিশের শীর্ষ স্তরে রদবদলের ইঙ্গিত গভীর রাতেও মিলেছিল। সোমবার দুপুরের আগেই ধেয়ে এল সেই দ্বিতীয় 'মিসাইল।' নির্বাচন কমিশনের আদেশে পুলিশের ডিজি'র পদ খোয়ালেন পীযূষ পান্ডে। গত ৩১ জানুয়ারি রাজীব কুমার অবসরগ্রহণের পর যাঁকে ডিজি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকেও সরিয়ে দেওয়া হয়। দুজনই মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন বলে পরিচিত ছিলেন।

DESUN HOSPITAL SILIGURI
যে কোনও বিপদে ভরসা থাক ডিসানে
• হার্ট অ্যাটাক • স্ট্রোক
• বার্ন • অ্যাক্সিডেন্ট
24x7 Emergency
90 5171 5171

ডিজি পদে কমিশন নিযুক্ত করে প্রবীণ পুলিশ অফিসার সিদ্ধিনাথ গুপ্তাকে। দুঁদে পুলিশকর্তা হিসেবে কেএলও ও মাওবাদী দমনে তিনি পারদর্শিতা দেখিয়েছিলেন একসময়। অন্যদিকে, অজয়কুমার নন্দাকে কলকাতার পুলিশ কমিশনার করেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পুলিশ ও প্রশাসনের শীর্ষ স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাছাই করা অফিসাররা কার্যত কেউ রইলেন না।

এই রদবদল শুধু মুখ্যমন্ত্রী নন, তৃণমূল দলের ওপরই বড় আঘাত বলে মনে করা হচ্ছে। মমতা অবশ্য নীরবে হজম করেননি নির্বাচন কমিশনের এই ধাক্কা। কলকাতায় সোমবার রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল থেকে আক্রমণ শানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনকে। চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছেন, 'সব চেঞ্জ করে দিন। তারপরেও বাংলার সরকার বদলাবে না। লিখে নিন।'

রাতেই মমতা চিঠি দেন জ্ঞানেশ কুমারকে। সেখানে তিনি অনুরোধ করেছেন, রাজ্য সরকারকে না জানিয়ে এমন প্রশাসনিক রদবদল যেন আর না করা হয়।

এরপর দশের পাতায়

বঙ্গের ভোটরঙ্গ

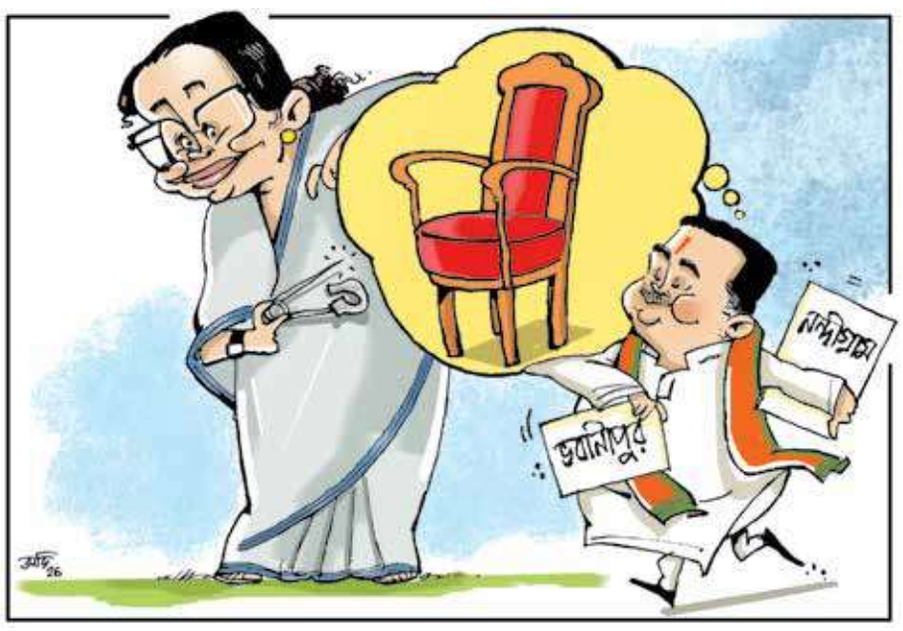

আবারও কি মমতা বনাম শুভেন্দু!

প্রার্থীতালিকা প্রকাশ বাম ও বিজেপির

অরূপ দত্ত ও রিমি শীল

কলকাতা, ১৬ মার্চ : নন্দীগ্রামের পর ভবানীপুরে মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ফলে কৌতূহল জেগেছে, একুশের নির্বাচনে নন্দীগ্রামের সেই রুদ্ধশ্বাস হাই ভোল্টেজ লড়াইয়ের কি ছাব্বিশের মহারণে পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে ভবানীপুরে! এই জল্পনার কারণ, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর- উভয় কেন্দ্রে শুভেন্দুকে প্রার্থী করেছে।

ভবানীপুর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘদিনের খাসতালুক। নন্দীগ্রামের পর সেখানেও আঘাত হানতে এগিয়ে দেওয়া হল বিরোধী দলনেতাকে। বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পরেরদিনই প্রথমে বামফ্রন্ট ও পরে বিজেপি প্রথম প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে। সেই তালিকায় আপাতত ১৪৪টি আসনের প্রার্থীর নাম প্রকাশ করেছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ভোট হবে প্রথম দফায় আগামী ২৩ এপ্রিল।

ভোট উৎসব

- ভোট ঘোষণার পরদিনই ১৯২ আসনে প্রথম প্রার্থীতালিকা বামেদের
- খানিক বাদে ১৪৪ আসনে প্রথম দফার প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির
- তৃণমূল মঙ্গলবার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারে বলে খবর

বামফ্রন্ট আরও এক ধাপ এগিয়ে ১৯২টি আসনে প্রার্থীদের নাম প্রকাশ করেছে। ওই কেন্দ্রগুলির কয়েকটিতে প্রথম দফায়, বাকিগুলিতে দ্বিতীয় দফায় ভোট নির্ধারিত আছে। ভবানীপুরে শুভেন্দু যদি হয় বিজেপির বড় চমক, তাহলে বামফ্রন্টের নজরকাড়া প্রার্থী হল নদিয়ার কালীগঞ্জে। যেখানে গত উপনির্বাচনে নিহত কিশোরী তামান্নার মা সাবিনা ইয়াসমিনকে প্রার্থী করল সিপিএম।

বামফ্রন্টের প্রার্থীতালিকায় বয়সে সবাই নবীন না হলেও ভোটের লড়াইয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ এই প্রথম। উত্তরবঙ্গে তো বটেই। মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, দীপ্সিতা ধর, কলতান দাশগুপ্ত প্রমুখ পরিচিত মুখের বাইরে অনেক নতুন তরুণকে প্রার্থী করেছে বামফ্রন্ট। উত্তরবঙ্গে উল্লেখযোগ্য নাম কোচবিহার উত্তর কেন্দ্রে এসএফআই-এর রাজ্য সভাপতি প্রণয় কার্জি।

শেষপর্যন্ত প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে বিধানসভায় প্রার্থী করেছে বিজেপি। তিনি লড়বেন খড়্গপুর সদর কেন্দ্র থেকে। প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তকে প্রার্থী করা হয়েছে কলকাতার রাসবিহারী কেন্দ্রে। বরাহনগরের সজল ঘোষের মতো দাপুটে নেতা।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

'দোশো পার' ধ্বনি নেই, এবার ছিল শুধু হুমকি

আশিস ঘোষ

রাষ্ট্রপতির শাসন না ভোট? এসআইআর চলার মধ্যেই ভোটপর্ব নাকি গোটা লিস্টের কাজ সেরে ফেলার পর? তাহলে বাকি ৬০ লাখের কী হবে? তাঁরা ভোট দিতে পারবেন না বাতিল হয়ে যাবেন? এতসব প্রশ্নের মধ্যে ভোটের দিনক্ষণ জানা গেল। হাতে সময় খুব অল্প। তারপর আসবে নতুন সরকার। পরিবর্তন বনাম প্রত্যাবর্তনের মরিয়া লড়াই।

তার আগে একেবারে ভোট ঘোষণার আগের দিন নরেন্দ্র মোদি ব্রিগেডে বক্তৃতা করে গেলেন। পদ্ম শিবিরের কর্মীবাহিনী হাঁ করে অপেক্ষা করছিলেন, মোদিজি কী বলেন, শোনার জন্য। সেকথার ভিত্তিতে বিরোধীদের জবাব দেবেন বিজেপির কার্যকর্তারা- ভাবনা ছিল তেমনই। কিন্তু রাজ্যজোড়া পরিবর্তন যাত্রার শেষে ব্রিগেডে মোদির ভাষণে মন ভরল কি তাঁদের?

বাস্তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর বকেয়া রেখে দিল্লিতে ফিরে গিয়েছেন মোদি। এরপর নিশ্চিত আরও কয়েকবার আসবেন তিনি। আরও নানা কথা বলবেন। তবে ব্রিগেডের থেকে বড় আর কোনও জমায়েত পাবেন না। দেখা যাক, ব্রিগেডে কী কী বললেন তিনি। যদি আগের চার-পাঁচটা জনসভার বক্তৃতা পাশাপাশি রাখা যায়, দেখবেন ফারাক বিশেষ নেই।

সেই অনুপ্রবেশের ফলে জনবিন্যাস পালটে হিন্দুদের সংখ্যালঘু করে দেওয়ার চক্রান্তের চর্বিতচর্বণ। সেই 'ঘুসপেটিয়া'র বিপদের কথা। বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'সোনার বাংলা' বানানোর আশ্বাস। কীভাবে কেন্দ্রের নানা প্রকল্প রাজ্য আটকে রেখেছে- তার ফিরিস্তি। সেইসঙ্গে তৃণমূলের সরকারি টাকা লুট করার অভিযোগ।

বাড়তি এবার তিনি বারবার অপরাধীদের জেলে পাঠানোর কথা বলেছেন।

এরপর দশের পাতায়

কলসেন্টার যোগে তিন জায়গায় ইডি'র হানা

শমিদীপ দত্ত ও শুভদীপ শর্মা

শিলিগুড়ি ও ময়নাগুড়ি, ১৬ মার্চ : অবৈধ কল সেন্টার খুলে আর্থিক প্রতারণা মামলায় সকাল থেকে গোটা রাজ্যের পাশাপাশি শিলিগুড়ি শহর ও ময়নাগুড়ির এক রিসর্টে অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এদিন ভোর থেকেই শহরে তিনজনের একাধিক বাড়ি ও রিসর্টে অভিযান চালায় ইডি। এই তিনজনের মধ্যে রয়েছেন স্বপন ঘোষ নামের দুধ মোড় এলাকায় থাকা এক স্বর্ণ ব্যবসায়ী। এছাড়া হাকিমপাড়ার রাসবিহারী সরণির অরিন্দম শিকদারের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অরিন্দম ২০২১ সাল পর্যন্ত পুরনিগমে অস্থায়ী কর্মী হিসেবে কাজ করেছেন। থানা মোড় সংলগ্ন একটি অ্যাপার্টমেন্টে দীবাঙ্কর ধাড়া নামের এক ব্যবসায়ীর দুটি ফ্ল্যাটেও অভিযান চালানো হয়। রামশাইয়ে তাঁর পারিবারিক রিসর্টেও হানা দেয় ইডি।

দীবাঙ্কর মাস ছয়েক আগে মারা যাওয়ার পর তাঁর মা মাঝেমধ্যে এসে এই দুই ফ্ল্যাটে থাকেন। তবে গত চারদিন ধরে ওই ফ্ল্যাট বন্ধই ছিল। তাঁর স্ত্রীর নামে থাকা রামশাইয়ের রিসর্টেও প্রায় আট ঘণ্টা ধরে অভিযান চালায় ইডি।

শিলিগুড়িতে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার রাত থেকেই ওই বাড়িগুলোর দিকে নজর রাখা হচ্ছিল। দুধ মোড় এলাকার এক বাসিন্দার কথায়, 'এদিন ভোর ৪টে নাগাদ দেখি, স্বপনের বাড়ির সামনের রাস্তার একপাশ থেকে দুজন ইশারা করলেন। এরপরই তিনটি গাড়ি চলে আসে। গাড়ি থেকে একটি টিম সোজা ওই বাড়িতে ঢুকে যায়।' অভিযানের মধ্যেই স্বপনকে গাড়িতে বসিয়ে ইসকন রোডে তাঁর ছোট ছেলের বাড়িতেও অভিযান চালায় ইডি। সেখান থেকে ছোট ছেলে সহ স্বপনকে নিয়ে ফের দুধ মোড়ের বাড়িতে আসে তদন্তকারী অফিসারদের টিম। সন্ধ্যা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বপনের ছোট ছেলে কলকাতায় ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা শুরু করেছিলেন। অরিন্দমের ক্ষেত্রেও কলকাতা-যোগ পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে পুরনিগমের অস্থায়ী কর্মীর কাজ ছাড়ার পর

এরপর দশের পাতায়

জল্পনা উড়িয়ে শেষ হাসি শিখা, জয়দের

শিলিগুড়ি ব্যুরো

১৬ মার্চ : শহর শিলিগুড়ি ও লাগোয়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার হাওয়ায় কত নাম যে ঘুরে বেড়িয়েছে এতদিন, তার হিসেব নেই! সমীকরণ বদলেছে মুহূর্তে মুহূর্তে। শিলিগুড়িতে প্রথম থেকে শংকর ঘোষের পাল্লা ভারী হলেও ভোট ঘোষণার দিনকয়েক আগে আচমকা প্রাক্তন কাউন্সিলার নান্টু পালের নাম হাওয়ায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সিপিএমের অন্দরেও দুই শিক্ষক নেতাকে নিয়ে চর্চা চলছিল। অন্যদিকে, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে বয়সের গণ্ডিতে আটকে যাওয়া হোক কিংবা দলের জেলা নেতৃত্বের একাংশের পছন্দের তালিকায় না থাকার তত্ত্বে শিখা চট্টোপাধ্যায়ের টিকিটপ্রাপ্তি নিয়ে তাঁর সমর্থকদের মনেই সন্দেহ দানা বাঁধছিল। শচীন প্রসাদের পাশাপাশি শিলিগুড়ির এক চিকিৎসকও দৌড়ে ছিলেন বলে শোনা যায়। কিন্তু সমস্ত সম্ভাবনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে অভিজ্ঞ মুখের ওপর ভরসা রাখল দুই দলের শীর্ষ স্তর।

প্রার্থী হওয়ার পরই মায়ের ইচ্ছা মন্দিরে পুজো শংকর ঘোষের।

বসন্তের বিকেলে হালকা শীতের অনুভূতি দিচ্ছিল প্রকৃতি। তবে, ভোটবাজারে হাই ভোল্টেজ সোমবারে বাম ও বিজেপির প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরই শহর শিলিগুড়িতে রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়তে শুরু করেছে। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেস নিজেদের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করার পর পারদ আরও চড়বে।

দলের তরফে তালিকা প্রকাশিত হতেই কোমর বেঁধে নেমেছেন পদ্ম শিবিরের শংকর আর কাস্তে-হাতুড়ি-তারার শরদিন্দু চক্রবর্তী ওরফে জয়। একসময় হাতে হাত রেখে এই দুই নেতা সিপিএমের হয়ে প্রচার সেরেছেন। পুরনিগমে দায়িত্ব সামলেছেন। আজ ওঁরা একে অপরের প্রতিপক্ষ। শিলিগুড়ি দখলের লড়াইয়ে তৃণমূলও ভরসা রাখতে চলেছে 'পুরোনো চাল'-এর ওপর।

এরপর চারের পাতায়

প্রশান্তর প্রাণভোমরা 'জেসি', 'জেবি'

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : কোন গডফাদারের ক্ষমতাবলে সুপ্রিম কোর্টকে অগ্রাহ্য করে পুলিশের নাকের ডগায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন খুনের আসামি প্রশান্ত বর্মন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ইদানীং অনেকের সঙ্গেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন প্রশান্ত। তাতে বারবার উঠে এসেছে দুটি শব্দ, 'জেসি' এবং 'জেবি'। শব্দ দুটি কোনও ব্যক্তি বা স্থানের নাম, নাকি অন্য কোনও বিশেষ সংকেত তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। তবে ওই দুটি শব্দের মধ্যেই প্রশান্তর প্রাণভোমরা লুকিয়ে আছে বলেই জানিয়েছেন একাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান পুলিশ আধিকারিক। সরকারিভাবে বিবৃতি না দিতে চাইলেও প্রশান্তর বিষয়ে তাঁদের হাত, পা বাঁধা বলেই 'অফ দ্য রেকর্ড' জানিয়েছেন প্রশাসন এবং পুলিশের অনেক কর্তা।

সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী আইনজীবীর প্রত্যক্ষ মদতে এবং পরামর্শেই এখনও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন রাজগঞ্জের প্রাক্তন বিডিও। পাহাড়ে ওই আইনজীবীর একজন জুনিয়ার সহকর্মীর গোপন ডেরাতেই প্রশান্ত এক বান্ধবীকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ছিলেন। সম্প্রতি সেই জুনিয়ার আইনজীবী বেশ কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে দামি ব্র্যান্ডের একটি নতুন চারচাকা গাড়িও কিনেছেন। প্রভাবশালী আইনজীবীর পরামর্শে সম্প্রতি শিলিগুড়ির শিবমন্দির সহ বিভিন্ন জেলায় তাঁর নামে থাকা সম্পত্তি বিক্রির চেষ্টাও শুরু করেছেন প্রশান্ত। শিবমন্দিরের একটি বাড়ির জমি নিয়ে তৃণমূলের শিলিগুড়ির এক নেতার সঙ্গে প্রশান্তর গোপন বোঝাপড়াও হয়েছে। কোনও কারণে তদন্ত শুরু হলে বা

- অনেকের সঙ্গেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলেছেন প্রশান্ত
- বারবার উঠে এসেছে দুটি শব্দ, 'জেসি' এবং 'জেবি'
- উত্তরবঙ্গের এক অত্যন্ত প্রভাবশালী আইনজীবীর প্রত্যক্ষ মদতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন প্রশান্ত
- কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রশান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেছেন

এরপর দশের পাতায়

পার্সেন্টেজ-এর ধাক্কায় ম্লান উন্নয়ন

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। আজ নজরে করণদিঘি

ভোটের অঙ্ক

অরুণ ঝা ও বরুণ মজুমদার

করণদিঘি, ১৬ মার্চ : বেতনা ঢোকার আগে তিস্তা ক্যানালের ধারে ছোট্ট গুমটি। রোদের তেজ থেকে বাঁচতে গুমটিতে আশ্রয় নিয়েছিলেন জনা সাতেক মানুষ। গুমটির পাশে সারি দিয়ে রাখা তিনটি বাইক। দূরে একদল মানুষ তাস পেটাতে ব্যস্ত। গুমটির আড্ডায় গোপাল বিশ্বাস নামে এক তরুণ ভোটের হাওয়ার কথা তুলতে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'যদুবংশ ধ্বংসের কাহিনী জানেন তো? করণদিঘিতে শাসকদলের অন্দরে তেমনই লড়াই এখন।'

টুঙ্গিদিঘি বাজারের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা।

ঘরের শত্রু বিভীষণরাই যে কাঁটা- করণদিঘি বিধানসভা কেন্দ্র ঘুরে বেড়ালেই বোঝা যায়। কয়েকজন তৃণমূল নেতার টাকার বান্ডিল লেনদেনের কয়েকটি ভিডিও ভাইরাল করার পিছনে যে, দলের বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীর হাত রয়েছে- তা এলাকার সাধারণ মানুষও বোঝেন। নাম না করে বর্তমান বিধায়ক গৌতম পালের বিরুদ্ধে পোস্টার পর্যন্ত পড়েছে। ডালখোলা পুরসভার জটিলতা কাটেনি গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের কারণেই।

গৌতমের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্র ও পরিবারতন্ত্র কায়েমের অভিযোগ আছে দলের মধ্যে। গৌতমের স্ত্রী পম্পা উত্তর দিনাজপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি। তবে স্ত্রীর চেয়ারের আড়ালে গৌতমের কলকাঠি নাড়াও এলাকায় ওপেন সিক্রেট। তাছাড়া 'কাটমানি কালচার'-এ দলের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে কলুষিত। এই প্রেক্ষাপটে গেরুয়া শিবিরের চনমনে ভাব করণদিঘিতে তৃণমূলকে কঠিন চাপে ফেলেছে।

৬৭ হাজার নাম এসআইআর-এ বিচারাধীন। ঘরে ও বাইরে ঘাসফুলের চ্যালেঞ্জ যে শক্ত- তা স্পষ্ট এই কেন্দ্রের করণদিঘির ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত- করণদিঘি ১ ও ২, আলতাপুর ১ ও ২, লাহুতারা ১ ও ২, রসাখোয়া ১ ও ২, দোমোহনা, রানিগঞ্জ এবং ডালখোলা ও ডালখোলা শহরে। লড়াই মূলত দ্বিমুখী- তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে।

এরপর দশের পাতায়

উত্তরে বিজেপির প্রার্থী তালিকা

বিধানসভার নাম	প্রার্থীর নাম
কোচবিহার উত্তর (এসসি)	সুকুমার রায়
শীতলকুচি (এসসি)	সাবিত্রী বর্মন
দিনহাটা	অজয় রায়
তুফানগঞ্জ	মালতী রাভা রায়
কুমারগ্রাম (এসটি)	মনোজ কুমার ওরাওঁ
কালচিনি (এসটি)	বিশাল লামা
আলিপুরদুয়ার	পরিতোষ দাস
ফালাকাটা (এসসি)	দীপক বর্মন
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	শিখা চট্টোপাধ্যায়
নাগরাকাটা (এসটি)	পুনা ভেঙ্গরা
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি)	আনন্দময় বর্মন
শিলিগুড়ি	শংকর ঘোষ
ফাঁসিদেওয়া (এসটি)	দুর্গা মুর্মু
গোয়ালপোখর	সুরজিৎ বিশ্বাস
চাকুলিয়া	মনোজ জৈন
করণদিঘি	বিরাজ বিশ্বাস
কালিয়াগঞ্জ (এসসি)	উৎপল মহারাজ
রায়গঞ্জ	কৌশিক চৌধুরী
কুশমণ্ডি (এসসি)	তাপস চন্দ্র রায়
কুমারগঞ্জ	শুভেন্দু সরকার
বালুরঘাট	বিদ্যুৎ রায়
তপন (এসটি)	বুধরাই টুডু
গঙ্গারামপুর (এসসি)	সত্যেন্দ্র নাথ রাই
হরিরামপুর	দেবব্রত মজুমদার
হবিবপুর (এসটি)	জোয়েল মুর্মু
গাজোল (এসসি)	চিন্ময় দেব বর্মন
চাঁচল	রতন দাস
মালতীপুর	আশিস দাস
রতুয়া	অভিষেক সিংহানিয়া
মানিকচক	গৌর চন্দ্র মণ্ডল
মালদা (এসসি)	গোপাল চন্দ্র সাহা
মোথাবাড়ি	নিবারণ ঘোষ
সুজাপুর	অভিরাজ চৌধুরী

উত্তরে বামেদের প্রার্থী তালিকা

বিধানসভার নাম	দল	প্রার্থীর নাম
মেখলিগঞ্জ (এসসি)	ফরওয়ার্ড ব্লক	কমল রায়
মাথাভাঙ্গা (এসসি)	সিপিএম	খগেন বর্মন
কোচবিহার উত্তর (এসসি)	সিপিএম	প্রণয় কার্জি
কোচবিহার দক্ষিণ	ফরওয়ার্ড ব্লক	নাজমুল আলম সরকার
শীতলকুচি (এসসি)	সিপিএম	নমোদীপ্তি অধিকারী
দিনহাটা	ফরওয়ার্ড ব্লক	বিকাশ মণ্ডল
নাটাবাড়ি	সিপিএম	আকিক হাসান
তুফানগঞ্জ	সিপিএম	ধনঞ্জয় রাভা
কুমারগ্রাম (এসটি)	আরএসপি	কিশোর মিঞ্জ
ফালাকাটা (এসসি)	সিপিএম	কমল কিশোর রায়
মাদারিহাট (এসটি)	আরএসপি	সুভাষ লোহার
ধূপগুড়ি (এসসি)	সিপিএম	নিরঞ্জন রায়
ময়নাগুড়ি (এসসি)	আরএসপি	সুদেব রায়
জলপাইগুড়ি (এসসি)	সিপিএম	দেবরাজ বর্মন
রাজগঞ্জ (এসসি)	সিপিএম	খরেন্দ্রনাথ রায়
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	সিপিএম	দিলীপ সিং
মাল (এসটি)	সিপিএম	মনু ওরাওঁ
নাগরাকাটা (এসটি)	সিপিএম	দিলকুমার ওরাওঁ
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি (এসসি)	সিপিএম	ঝরেন রায়
শিলিগুড়ি	সিপিএম	শরদিন্দু চক্রবর্তী
গোয়ালপোখর	ফরওয়ার্ড ব্লক	জুবের আলম
চাকুলিয়া	ফরওয়ার্ড ব্লক	আমজাদ আলি
হেমতাবাদ (এসসি)	সিপিএম	তনুশ্রী দাস
কালিয়াগঞ্জ (এসসি)	সিপিএম	হিরুবালা রায়
রায়গঞ্জ	সিপিএম	জীবানন্দ সিংহ
ইটাহার	সিপিআই	সুদীপ্তা দাস
কুশমণ্ডি (এসসি)	আরএসপি	জ্যোতির্ময় রায়
কুমারগঞ্জ	সিপিএম	মোফাজ্জল হোসেন
বালুরঘাট	আরএসপি	অর্ণব চৌধুরী
তপন (এসটি)	আরএসপি	বাপ্পাই হরো
গঙ্গারামপুর (এসসি)	সিপিএম	বিপ্লব বর্মন
হরিরামপুর	সিপিএম	গৌতম গোস্বামী
গাজোল (এসসি)	সিপিএম	ক্ষিতিশ সরকার
হরিশ্চন্দ্রপুর	সিপিএম	এসকে খলিল
মালতীপুর	সিপিএম	মিনারুল হোসেন
রতুয়া	সিপিএম	জহুর আলম
মানিকচক	সিপিএম	দেবজ্যোতি সিনহা
মালদা (এসসি)	সিপিআই	দীপক বর্মন
ইংরেজবাজার	সিপিএম	অম্বর মিত্র
বৈষ্ণবনগর	আরএসপি	ডুনধুবি সাহা

মেয়ের কাছে ফিরলেন মা

অনুপ সাহা

ছবি : এআই

ডামডিম, ১৬ মার্চ : ঠিক যেন স্বপ্নের মতো। ঘটনাটা যখন ঘটছে তখন ডুয়ার্সের এক চা বাগানে নিজের বাড়িতে ১০ বছরের ছোট মেয়েটা ভাবছিল, সে কী ঘুমিয়ে আছে? স্বপ্ন দেখছে ঘুমের মধ্যে? কিন্তু তা নয়, জেগেই রয়েছে সে। ওই তো ধীরে ধীরে হেঁটে ঘরে ঢুকলেন এক মহিলা। তার মা। মা যে ঠিক কেমন ছিল মনে পড়ে না কিশোরীর। কারণ মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে সাতটা বছর। একটুখানি স্বচ্ছল জীবনের খোঁজ করতে গিয়ে মা হারিয়ে গিয়েছিলেন অতল অন্ধকারে। অবশেষে সোমবার ফিরেছেন কয়েকজনের সহায়তা ও নিজের ভাগ্যের জোরে। মাকে দেখে আর কান্না চাপতে পারেনি কিশোরী। তাঁর কোলে মাথা রেখে চোখের জলে মিশে গেল মেয়েটার এতদিনের কষ্ট আর এখনকার আনন্দ।

সাত বছর আগে ঘটনার সূত্রপাত। ডামডিম গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা ওই কিশোরীর মা এক পাচারকারী এজেন্টের খপ্পরে পড়েছিলেন। বেশি বেতনের কাজের প্রলোভনে পা দিয়ে দুধের শিশুকে ঘরে রেখেই পাড়ি দিয়েছিলেন গুজরাটে। সেখানে পৌঁছাতেই ভুল ভাঙে তাঁর। রঙিন দুনিয়ার আড়ালে যে এক অন্ধকার খাঁচায় তিনি বন্দি হয়েছেন বুঝতে দেরি হয়নি মহিলার। তারপর অত্যাচারের শুরু। নিয়মিত মানসিক ও শারীরিক যন্ত্রণা পেতে পেতে একসময় তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। পাচারকারীদের কাছে 'অকেজো' হয়ে যাওয়ায় তাঁকে ফেলে দিয়ে আসা হয়েছিল আহমেদাবাদের রাস্তায়। তারপরের সময়টুকু ম্যাজিক। শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'অল ট্যুইস্ট' তাঁকে উদ্ধার করে। সংগঠনের কর্ণধার চিরাগ চৌধুরী মহিলার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন মানসিক হাসপাতালে।

> **ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা নেই। তারা না থাকলে ঘরের মেয়ে কোনওদিন ফিরতে পারত না।**
>
> **স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য**

দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চলার পরে ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন তিনি। স্মৃতি ফিরে এলে মনে পড়ে যায় বাড়ির ঠিকানা, বাবা-দাদার নাম। চিরাগ মাল থানার মাধ্যমে মহিলা যে এলাকার বাসিন্দা সেখানকার এক পঞ্চায়েত সদস্যের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। মহিলার পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর, সোমবার নিজে উদ্যোগী হয়ে মহিলাকে তাঁর পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয় সাত বছর পর। ডুয়ার্সের বিভিন্ন চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা থেকে এভাবে মেয়েদের হঠাৎ হারিয়ে যাওয়া নতুন কিছুই নয়। প্রলোভনে পড়ে পাচার হয়ে যায় একের পর এক দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা। অনেকে আর ফিরে আসতে পারেন না কোনওদিন। এদিন ডামডিমের সেই জীর্ণ ঘরের সামনে উপচে পড়া ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সাত বছর আগে যাঁকে ফিরে পাওয়ার সব আশা ছেড়ে দিয়েছিল পরিবার, তাঁকে হঠাৎ সামনে দেখে গলা বুজে আসছিল বাড়ির সকলের। আর ছোট মেয়েটার কাছে, এত বছর মা কোথায় ছিলেন, কেন বাড়িতে ছিলেন না-সেই সব প্রশ্ন এখন তুচ্ছ।

এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বললেন, 'আহমেদাবাদের ওই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে ধন্যবাদ জানানোর ভাষা আমাদের নেই। তারা না থাকলে ঘরের মেয়ে কোনওদিন ফিরতে পারত না।' অন্যদিকে ডুয়ার্সে না ফিরে আসা মেয়েদের মধ্যে এই প্রত্যাবর্তন যেন একটু ভরসা বয়ে আনল। মানবিকতা জিতে যাওয়ারও এক দৃষ্টান্ত হয়ে থেকে গেল দিনটা।

ইদের কেনাকাটায় ভিড়। কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

ত্রিস্রোতা মহাপীঠে বার্ষিক উৎসব

মানিকগঞ্জ, ১৬ মার্চ : বুধবার নবনির্মিত রাধাগোবিন্দ মন্দিরের উদ্বোধনের মধ্যে দিয়ে শুরু হবে সাতকুড়া ত্রিস্রোতা মহাপীঠের বার্ষিক উৎসব। ওইদিন নবনির্মিত মন্দিরে পূজার্চনা ও ভাগবত পাঠ হবে। এছাড়া সকালে মহিলাদের কলসযাত্রা ও নামসংকীর্তন হবে।

দক্ষিণ বেরুবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকুড়া বাজার থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় দেড় কিমি দূরে রয়েছে গর্তেশ্বরী ও গর্ভেশ্বরী মন্দির। প্রচলিত লোককথা অনুযায়ী ভারতের প্রসিদ্ধ ৫১ শক্তিপীঠের অন্যতম ত্রিস্রোতা মহাপীঠ। ৫১ শক্তিপীঠে সতীর প্রতিটি রূপের মাটির মূর্তির পরিবর্তে পাথরের মূর্তি বসানো হবে। এছাড়াও বৃহস্পতিবার চণ্ডী মহাযজ্ঞ শুরু হবে। মহাযজ্ঞের উদ্বোধন করবেন মেখলিগঞ্জে রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী গৌরাঙ্গানন্দ। মহাযজ্ঞের পরিচালনা করবেন উত্তরপ্রদেশ থেকে আগত পণ্ডিত ইষ্টদেব শুক্লা।

রবিবার মিলনমেলার উদ্বোধন হবে। ত্রিস্রোতা মহাপীঠের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা সভা বসবে। উৎসব কমিটির তরফে সারদাপ্রসাদ দাস জানিয়েছেন, শুক্রবার চণ্ডী মহাযজ্ঞ শেষ হবে। রবিবার ত্রিবেণি সংগমে যজ্ঞ ভস্ম বিসর্জনের মাধ্যমে মিলনমেলার সমাপ্তি হবে। উৎসব কমিটির তরফে হরিশচন্দ্র রায় জানান, বার্ষিক উৎসবে দূরদূরান্ত থেকে বহু পুণ্যার্থী এখানে আসেন। উৎসব কমিটির তরফে সুব্রতকুমার ঘোষ জানান, ভোটের আবহে উৎসব পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনও সমস্যা হবে না।

সচিবের বদলির নির্দেশ

কোচবিহার, ১৬ মার্চ : বদলির নির্দেশ এসেছে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্রা লামার। রবিবার তাঁকে শিলিগুড়িতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হিসেবে বদলি করা হয়। পরিবর্তে বোর্ডের সচিবের দায়িত্ব কাকে দেওয়া হবে তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। হঠাৎ করে সচিবের বদলির নির্দেশ আসায় যথেষ্ট চিন্তায় রয়েছেন বোর্ডের কর্মীরা। তবে ওই বদলির নির্দেশে কত তারিখের মধ্যে নতুন জায়গায় যেতে হবে সেরকম কিছু না থাকায় এবং নির্বাচনি আচরণবিধি শুরু হওয়ার কারণে আদৌ কী হবে তা নিয়ে এখন জল্পনা চলছে।

জেলাশাসক এবং জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের করণ কোচবিহার

নং ঃ ০১ | তারিখ ঃ ১৬/০৩/২০২৬

বিধানসভা-২০২৬

জনসাধারণের প্রতি আবেদন

ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৭০ ধারা (Sec.170 of BNS, 2023) অনুসারে, নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীন কোন ব্যক্তিকে অবৈধভাবে ভোটদানে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি যদি অর্থ বা পারিতোষিক প্রদান করেন অথবা নিজে ওই অর্থ বা পারিতোষিক গ্রহণ করেন তবে তার এই আচরণ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এই কারণে ওই ব্যক্তির এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়ই হতে পারে। উপরন্তু ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৭১ ধারা (Sec.171 of BNS, 2023) অনুসারে, কোন ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন এমন প্রার্থীকে অথবা ভোটারকে যদি ভীতি প্রদর্শন করেন অথবা কোনরকম ক্ষতিসাধনের ভয় দেখান, সেক্ষেত্রে ওই ব্যক্তিকে এক বৎসর পর্যন্ত শাস্তি অথবা জরিমানা অথবা উভয়েরই সম্মুখীন হতে হবে। উৎকোচ প্রদান করেছেন অথবা গ্রহণ করেছেন অথবা ভোটারদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন এমন সকল ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে ফ্লাইং স্কোয়ার্ড গঠন করা হয়েছে যার মাধ্যমে এই সকল অপরাধীর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হবে। সকল নাগরিকের প্রতি আবেদন আপনারা কোনপ্রকার উৎকোচ গ্রহণ করা থেকে নিজেদের বিরত রাখুন। উৎকোচ দেওয়ার অথবা ভীতি প্রদর্শনের কোন ঘটনা যদি আপনার নজরে আসে তবে তৎক্ষণাৎ জেলার অভিযোগ গ্রহণ কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা টোল ফ্রি ১৯৫০ নম্বরে ফোন করতে পারেন।

জনস্বার্থে প্রচারিত।

স্বাঃ
(রাজু মিশ্র)
জেলাশাসক ও জেলা নির্বাচন আধিকারিক, কোচবিহার

Corrigendum Notice of DDP/GE-WBLA'26(Elec.)-1(Infra)/2025-26)

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/GE-WBLA'26(Elec.)-1(Infra)/2025-26 Closing date extended upto 20/03/2026 at 12.00 Hours** and submission of credential has also been reduced from 60% to 40%. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
District Magistrate
Dakshin Dinajpur
&
District Election Officer
Dakshin Dinajpur
&
Executive Officer
Dakshin Dinajpur
Zilla Parishad

কাটিহারে সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল/২৯/১৪_২০২৬/কে/১৮০০ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. ১৪_২০২৬। কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে সম্পর্কিত সাধারণ বৈদ্যুতিক কাজঃ বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ সহিত আরপিএফ ব্যারাকের বাউণ্ডারি ওয়াল এবং নর্দমার উন্নয়ন। টেন্ডার রাশিঃ ৯০,১৪,৫৭১.৬২/-টাকা। বায়না রাশিঃ ১,৮০,৩০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/জি এণ্ড সিএইচডি, কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে ওএইচই নবীকরণ কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-৩২-২৫-২৬ তারিখঃ ১১-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ টেন্ডার সংখ্যা. এপি-ইএল-টিআরডি-৩২-২৫-২৬। কাজের নামঃ "ডি" শ্রেণী থেকে "বি" শ্রেণী পর্যন্ত বুবড়ি স্টেশনের উন্নীতকরণের সঙ্গে সম্পর্কিত ওএইচই নবীকরণ কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৫৬,১৭,৭৬১.৫৭/-টাকা। বায়না রাশিঃ ২,২৮,১০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০১-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপি এণ্ড জিএস,
আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পিট লাইনের নির্মাণ এবং সহযোগী কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/জিএসইউ/০২ অফ ২০২৬ তারিখঃ ১০-০৩-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেঃ আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ রাধিকাপুরে দুটি কোচ পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের সিক লাইন এবং সেবা ভবন ও পিট লাইনের নির্মাণ সহিত সহযোগী কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ৩৪,১২,৩৩,৫৭৮.৬৩/- টাকা। বায়না রাশিঃ ১৮,৫৬,২০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ০৬-০৪-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিপিএম/জিএস/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং.ঃ ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২০, তারিখ ঃ ১৩.০৩.২০২৬। সিনি. ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার(জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, অফিস বিল্ডিং, পি.ও. ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন-৭৩২১০২ (প.ব.) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য একক ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪২০;কাজের নাম ঃ মালদা ডিভিশনের আওতাধীন আরআরআই/পিআই/ইআই কেবিন এবং এলসি গেটসহ অন্যান্য স্থানে কালার লাইট সিগন্যালিং ব্যবস্থার জন্য অটো চেঞ্জ-ওভার কন্ট্রোল ও ডিস্ট্রিবিউশন প্যানেল বোর্ডের ৩ বছর মেয়াদী বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি। টেন্ডারের মূল্য ঃ ₹ ৫১,৪৭,৯৫৪.২৮; বায়না অর্থ ঃ ₹ ১,০৩,০০০.০০ টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য; ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার তারিখ ও সময়ঃ ২৩.০৩.২০২৬ থেকে ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত; ওয়েবসাইটের বিবরণ ও নোটিশ বোর্ড ঃ ওয়েবসাইট ঃ www.ireps.gov.in নোটিশ বোর্ডঃ সিনি.ডিইই(জি)/পূর্ব রেলওয়ে/কার্যালয়/ মালদা টাউন; টেন্ডারদাতাদের ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথিপত্র পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও পরিস্থিতিতেই কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। MLD-372/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
Eastern Railway Headquarter

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০১৬।

অনুষ্ঠান ক্যাটালগ সংখ্যা. পে-এন-ইউজ-১০

এসাইনিকৃত সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
৪৪/১	পিএনইউ-কেআইআর-এইউবি-টিওআই-২১৮-২৬-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কেবল তিন বৎসরের জন্য আলুয়াবাড়ি রোড রেলওয়ে স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান।
৪৪/২	পিএনইউ-কেআইআর-বিওই-টিওআই-২১১-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	কেবল তিন বৎসরের জন্য বারসোই জংশনের কিশানগঞ্জ প্রান্তে প্ল্যাটফর্ম নং ০২-এ পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেট ঠিকা প্রদান।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-০৪-২০২৬ তারিখে ১০.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১০.৪০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারবেন।
টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিভিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৫৬৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮৬৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৯৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৯৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

কর্মখালি

North Estern English Academy (CBSE), বুনিয়াদপুর -এর জন্য প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, কম্পিউটার, ইংরেজি, বিজ্ঞান এবং শারীর শিক্ষা বিভাগের শিক্ষক প্রয়োজন। Ph : 9775929069. (C121118)

●

টোল প্লাজায় কাজের জন্য ম্যানেজার দরকার। যোগ্যতা :- বেসিক কম্পিউটার জানতে হবে। বেতন 15K/12 ঘণ্টা-সিকিউরিটি গার্ড দরকার। বেতন 11K/12 ঘণ্টা। যোগাযোগ রয়্যাল সিকিউরিটি অফিস শক্তিগড়। Ph. No-9091512583. (C/121119)

Vacancy for Teachers

Applications are invited for the following contractual posts at Caesar School, Mal, Jalpaiguri : Assistant teacher for Computer Sc., Psychology, Maths (B.Ed.), Art & Craft. Salary : Negotiable. Interested candidates may apply within 7 days to : The Principal, Caesar School, Mal, Jalpaiguri-735221 Email : caesar1_school@rediffmail.com (C/121119)

উৎসব/অনুষ্ঠান

আমাদের বাৎসরিক কালীপুজোর ৭০ বছর পূর্তি উদযাপন উপলক্ষ্যে আগামী ১৮ই মার্চ ২০২৬ তারিখে আপনাদের উপস্থিতি আন্তরিকভাবে কাম্য। শুভেচ্ছান্তে, চন্দ পরিবার, চন্দ পার্ক, শিলিগুড়ি। (C/121119)

বিক্রয়

জলপাইগুড়ি মোহন্তপাড়া (ওয়ার্ড নং-১৮) ৩ তলা বাড়ি বিক্রয় হবে। ফোন - 8617387735. (C/120847)

NOTICE INVITING QUOTATIONS

Tender Ref. No.: Ref. No.: F69. V3/REG/0301-26 (2nd call), Dated : 13.03.2026 E-tender quotations are invited from persons interested in Purchase Laptop from Overhead fund of ANRF Fund for official use.
Last Date of quotation submission : 20.03.2026
Please visit https://cbpbu.ac.in/tender-notice.php for further details.

Sd/-
Registrar (Addl. Charge)
Cooch Behar Panchanan Barma University

কিডনি চাই

আমি উত্তম ভদ্র ব্লাড গ্রুপ B+ আমার B+ কিডনি চাই। উক্ত ব্লাড গ্রুপের কিডনি দাতা ইচ্ছুক হলে অভিভাবক ও যথাযথ প্রমাণপত্র সহ দ্রুত যোগাযোগ করুন। 7908297545. (C/121086)

●

কিডনি চাই O+ বয়স 30-40 পুরুষ বা মহিলা Document ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M : 9679967639. (C/121084)

কর্মখালি

Urgent requirement-respond immediately, walk-in interview, qualified and enthusiastic teachers required for St. Paul's School, Begusarai (ICSE and ISC curriculum) Church of North India, Patna Diocese. Teaching vacancies for all subjects and classes on a First-Come, First-Served basis. Interested candidates may appear promptly in a walk-in interview with their original certificates and documents. Venue : Hotel Sinclairs, Siliguri. Date : 22nd March 2026 (Sunday), Time : 10:00 am to 3:00 pm, Email address : stpaulsschoolbegusarai@gmail.com, Mobile Number : 7667698192, 9709911257. (C/121082)

অ্যাফিডেভিট

I, Suparswa Chakraborty vide an affidavit dated 13/03/26 before the Executive Magistrate, Siliguri declared that my minor daughter's name changed from Sumeda Chakraborty to Sumedha Chakraborty for correction in her Aadhaar Card of the same. (C/113730)

Humaipur Prakash Foundation Lucky Coupon Draw 2026

Date :- 15.03.2026 Time : 9.00 p.m. | Place : Kadamtala More, Jalpaiguri

Result Sheet

1st Prize	1	5	2	9	2
2nd Prize	1	8	0	2	9
3rd Prize	1	8	2	3	8
4th Prize	2	0	4	4	3
5th Prize	1	8	0	1	5
6th Prize	2	0	2	4	9
7th Prize	2	3	3	6	9
8th Prize	2	2	1	3	6
9th Prize	1	7	0	6	6
10th Prize	2	4	0	5	1
Cons. Prize (Last 3 Digit)			4	5	8
			6	6	0

আজ টিভিতে

সিঁথির সিঁদুর না রক্তের সম্পর্ক, কার পক্ষ নেবে পার্বতী?
দাদামণি রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ রেমো, দুপুর ১.০০ লাভেরিয়া, বিকেল ৪.০০ সেন্টিমেন্টাল, সন্ধে ৬.৪৫ পাগলু, রাত ১০.০০ বেশ করেছি প্রেম করেছি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ ক্রিমিনাল, দুপুর ১.০০ তুলকালাম, বিকেল ৩.৪৫ প্রতিবাদ, সন্ধে ৭.০০ মানিক, রাত ১০.৩০ লভ ম্যারেজ
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ ভালোবাসা, বেলা ১১.০০ গুরুদক্ষিণা, দুপুর ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.০০ রূপবান, রাত ৮.০০ জোয়ার ভাঁটা, ১০.৩০ আগমন
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ গড় নসিমপুর
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ জামাই রাজা
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ধর্ম অধর্ম
জি সিনেমা : বেলা ১১.০৪ হিম্মতওয়ার, দুপুর ১.৫৮ গদর-টু, বিকেল ৫.২৭ হিরো : দ্য বুলেট, সন্ধে ৭.৫৫ বজরঙ্গী ভাইজান, রাত ১১.০৯ রাজা সাহেব কা কমরা
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৭ কুগল কুটাপ্পা, দুপুর ১.৪৭ শিবম, বিকেল ৪.৩০ প্লেয়ার্স, সন্ধে ৭.৩০ সূর্যবংশী, রাত ১০.১৮ খুঁখার

মাসাইমারা : আফ্রিকান ওয়াইল্ডলাইফ স্টোরিজ বিকেল ৩.২৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

মানিক সন্ধে ৭.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ভালোবাসার রংরুট সন্ধে ৬.৩০ সান বাংলা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রেখে চলার চেষ্টা করুন। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আলাপ আলোচনায় সমস্যা মিটবে। বৃষ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর চেষ্টা করুন। তাতে মানসিক চাপ কমবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। মিথুন : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কাটবে। একাধিক উপায়ে আয়ের রাস্তা খুললেও খরচের বহর বাড়বে। সঞ্চয়ের চেষ্টা করুন। কর্কট : সেবামূলক কাজে অংশ নিয়ে শান্তি পাবেন। বাড়ি বা জমি বিক্রি করার আগে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলোচনা করুন। সিংহ : অচেনা কোনও ব্যক্তিকে টাকা ধার দিয়ে অনুশোচনা করতে হতে পারে। প্রেমে সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা হতে পারে। কন্যা : কর্মপ্রার্থীরা নিজের উদাসীনতার কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণে খরচ বাড়বে। তুলা : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য ব্যাংক ঋণ মঞ্জুর হতে পারে। বাজারের খাবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। বৃশ্চিক : বেহিসেবী জীবনযাত্রায় প্রচুর অর্থব্যয়, পরে মানসিক চিন্তা। বিদ্যুৎ, আগুন ব্যবহারে সাবধান। প্রেমে দোলাচল থাকবে। ধনু : মানসিক শান্তির জন্য আধ্যাত্মিক কাজে মন দিতে পারেন। ব্যবসায় বাড়তি নজর দিন। বাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মকর : নিকট কোনও আত্মীয়ের কারণে সংসারে সমস্যা হতে পারে। রাজনৈতিক ব্যক্তিদের প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়বে। কুম্ভ : কাউকে কটু কথা বলে অনুশোচনা হতে পারে। রাস্তাঘাটে খুব সাবধানে চলাফেরা করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগতে পারে। মীন : মাথা ঠান্ডা রেখে আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো সেরে ফেলুন। সংসারে আর্থিক অনটন দূর হবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ চৈত্র ১৪৩২, ভাঃ ২৬ ফাল্গুন, ১৭ মার্চ ২০২৬, ২ চ'ত, সংবৎ ১৩ চৈত্র বদি, ২৭ রমজান। সূঃ উঃ ৫।৫০ অঃ ৫।৪৩। মঙ্গলবার, ত্রয়োদশী দিবা ৮।৯। শতভিষানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৪৪। সিদ্ধযোগ দিবা ৭।৩৫। বণিজকরণ দিবা ৮।৯ গতে বিষ্টিকরণ রাত্রি ৭।৫৯ গতে শকুনিকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ, রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে - একপাদোদষ, শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ৮।৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।১৯ গতে ৮।৪৮ মধ্যে ও ১।১৫ গতে ২।৪৪ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৪ গতে ৮।৪৪ মধ্যে। যাত্রা - মধ্যম পূর্ব্বে উত্তর ও দক্ষিণে নিষেধ, দিবা ৭।১৯ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মধুকৃষ্ণা ত্রয়োদশী। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫৪ গতে ১০।২৩ মধ্যে ও ১২।৫৩ গতে ২।৩২ মধ্যে ও ৩।২২ গতে ৫।১ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৮।৫৬ গতে ১১।১৫ মধ্যে ও ১।৩৩ গতে ৩।৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

আনন্দময় এবং দুর্গাকে আবার টিকিট

প্রার্থীদের পাশে কারা, প্রশ্ন দলেই

ভোট উৎসব

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : গতবারের জয়ী বিধায়ক দুজনেই। তার উপর রাজ্যের শাসকদলের মধ্যে তীব্র গোষ্ঠীকোন্দলে তাঁদের কার্যত ওয়াক ওভার পাওয়ার কথা। কিন্তু গোষ্ঠীকোন্দলের কাঁটা তাঁদেরও বিঁধছে। সোমবার বিজেপির প্রার্থী ঘোষণার পরে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি এবং ফাঁসিদেওয়া-খড়িবাড়ি বিধানসভা এলাকায় গেরুয়া শিবিরে কৌতূহলের শেষ নেই। ওই দুই আসনে গতবারের জয়ী বিধায়ক আনন্দময় বর্মন এবং দুর্গা মুর্মুকে আবার প্রার্থী করেছে বিজেপি। তারপর থেকে নতুন করে দলের সক্রিয়, বিক্ষুব্ধ এবং আদি-নব্যের অঙ্ক কষতে নেমে পড়েছে দলের একাংশ। দলীয় নেতাদের সবাই প্রার্থীর হয়ে লড়াইয়ে নামবেন তো, এই প্রশ্ন এখন দলের সাধারণ কর্মীদের মুখেও।

শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সভাপতি থেকে আনন্দময়কে সরিয়ে সেই পদে বসানো হয়েছিল অরুণ মণ্ডলকে। অভিযোগ, সভাপতির দায়িত্ব পেয়েই অরুণ পুরোনো কমিটির নেতাদের অনেককেই দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। দুর্গাকে জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পুরোনো কমিটির আরেক সাধারণ সম্পাদক মনোরঞ্জন মণ্ডলকেও দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ায় তিনি প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। এরপর বিক্ষুব্ধ নেতারা আলাদাভাবে একাধিক বৈঠক করেছিলেন বাগডোগরায়। যদিও আনন্দময় বা দুর্গাকে বিক্ষুব্ধদের সেই বৈঠকে দেখা যায়নি। কিন্তু তারপরও দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দলীয় বৈঠকে তাঁদের ডাকে না বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক বৈঠকে দুর্গা ডাক পাচ্ছিলেন না বলে অভিযোগ। কয়েকদিন আগে দলের একটি সাংবাদিক বৈঠকে দুই বিধায়কের নাম রাখা হলেও আদতে দলের তরফে তাঁদের সেই খবর জানানোই হয়নি বলে অভিযোগ।

যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা বিজেপির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। তাঁর নামও ওই আসনে প্রার্থীর দৌড়ে ছিল। অরুণের বক্তব্য, ‘কোন্দলের অভিযোগ ভিত্তিহীন। দল যাঁকেই টিকিট দিয়েছে দলের সবাইকে তাঁর হয়েই লড়তে হবে। অন্যথায় দল ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে।’ মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি মানবেন্দ্র সিংহের নামও বিজেপি প্রার্থীর দৌড়ে ছিল। তাঁর বক্তব্য, ‘দল বড়। নানা আলোচনা শোনা গিয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য রাজ্য থেকে তৃণমূলকে সরানো।’

অন্যদিকে ফাঁসিদেওয়া আসনে জেলা বিজেপির তপশিলি উপজাতি (এসটি) মোর্চার সভাপতি কার্লুস লাকড়া, মহকুমা পরিষদের বিরোধী দলনেতা অজয় ওরাওঁ এবং দলের আরেক আদিবাসী নেত্রীর নাম শোনা গিয়েছিল। তাঁদের প্রত্যেকেই ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর নেতা। শেষপর্যন্ত দুর্গার ওপরেই ভরসা রেখেছে দল। অজয়ের বক্তব্য, ‘দল যাঁকে যোগ্য মনে করেছে তাঁকেই টিকিট দিয়েছে। আমরা দলের হয়েই কাজ করে যাব।’ কিন্তু অজয়ের অনুরাগীদের অনেকের ক্ষোভ, পরপর দুটি বিধানসভা নির্বাচনে তাঁদের নেতাকে টিকিট থেকে বঞ্চিত করা হল।

বিজেপির সূত্রে খবর, দলের সক্রিয় গোষ্ঠীর একাংশ চাইছিলেন না আনন্দময় এবং দুর্গা টিকিট পান। তারপরও দলের তরফে তাঁদের ওপর আস্থা কোন অঙ্কে? গত বিধানসভায় জেলায় বিজেপির বিধায়কদের মধ্যে আনন্দময় সবচেয়ে বেশি ৭০ হাজার ভোটে জিতেছিলেন। আরএসএস-এর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আনন্দময়ের নির্বাচনি এলাকায় রাজবংশী ভোট বড় ফ্যাক্টর। সেই রাজবংশীদের মধ্যে অনেকটাই জনপ্রিয় আনন্দময়। তাঁর বক্তব্য, ‘দলীয় নির্দেশের বিপক্ষ আপাতত কাউকে দেখা যায়নি। দলের সবার লড়াইয়ে আমাদের জয় নিশ্চিত।’

দুর্গাকে এলাকায় দেখা না যাওয়ার অভিযোগ ছিল। এলাকার মানুষের উন্নয়ন করতে না পারলেও সুখে-দুঃখে দেখা না পাওয়ার ফলে দলের তরফেই নানা অভিযোগ উঠেছিল। তবে, শেষবেলায় তিনি যেভাবে চা বাগান এলাকায় ছুটেছিলেন তাতে তা অনেকটাই পুষিয়ে গিয়েছিল বলে অনুমান বিধায়কের অনুগামীদের। দুর্গার বক্তব্য, ‘বড় দল। ক্ষোভ থাকতেই পারে। প্রার্থী হওয়ার ইচ্ছাও অনেকের থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু একটি আসনে দলকে তো একজনকেই টিকিট দিতে হবে।’

শিখা চট্টোপাধ্যায়ের দু’পাশে আনন্দময় বর্মন ও দুর্গা মুর্মু। -ফাইল চিত্র

পাহাড়কে ছুঁল না বাম-বিজেপি

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটে রাজ্যজুড়ে প্রার্থীতালিকা ঘোষণা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে পাহাড় নেই। বিজেপি হোক বা বামফ্রন্ট, কোনও দলই পাহাড়ের তিনটি আসন নিয়ে সোমবার কোনও ঘোষণা করেনি। যা নিয়ে সেখানকার রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

সূত্রের খবর, বিজেপি ও সিপিএম- দু’পক্ষ এখনও অঙ্ক কষছে। পাহাড়ের তিনটি আসনে বিজেপি এবং তৃণমূল থেকে সমদূরত্ব বজায় রেখে তৃতীয় ফ্রন্ট গড়ে প্রার্থী দেওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে সিপিএমের অন্দরে। অন্যদিকে, বিজেপি দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দেবে নাকি জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলকে সমর্থন করবে, সেটাই নির্ধারিত হয়নি। বিজেপির পার্বত্য শাখার সভাপতি সঞ্জীব লামা যদিও বললেন, ‘দু-তিনদিনের মধ্যে পাহাড়ের প্রার্থী ঘোষণা হয়ে যাবে।’

ভোট ঘোষণা হওয়ার পরপরই রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) কালিম্পং, দার্জিলিং এবং কার্সিয়াং-পাহাড়ের এই তিনটি আসনে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। বিজেপি এবং বামফ্রন্ট সোমবার বিকেলে বিভিন্ন আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করা হয়। সেখানে অবশ্য পাহাড়ের তিনটি আসন ঠাঁই পায়নি।

জিএনএলএফ, গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা, সিপিআরএমের মতো বিজেপির জোটসঙ্গী আঞ্চলিক দলগুলি প্রার্থীপদের দাবিদার। অতীতে আঞ্চলিক দলগুলি বারবার বিজেপিকে বিভিন্ন নির্বাচনে সমর্থন করায় তাদের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই জিএনএলএফের স্বীকৃতি নির্বাচন কমিশন বাতিল করে দিয়েছে। তাই এবারের নির্বাচনে লড়াই করতে চায় আঞ্চলিক পার্টিগুলো।

অন্যদিকে, অজয় এডওয়ার্ডের পার্টি ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) সঙ্গেও বিজেপি আলোচনা চালাচ্ছে। আসন রফা চূড়ান্ত না হওয়ায় বিজেপির প্রথম তালিকায় পাহাড়ের তিনটি আসন বাদ রাখা হয়েছে। একটি সূত্রের খবর, বিজেপি কার্সিয়াং থেকে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী দিয়ে বাকি দুটি আসন আঞ্চলিক দলকে ছাড়তে পারে। আবার দার্জিলিং থেকে বিজেপির টিকিটে সৎপাল মহারাজ প্রার্থী হতে পারেন এমন জল্পনাও রয়েছে।

সিপিএমের এদিনের ঘোষিত তালিকায় পাহাড়ের তিনটি আসনের উল্লেখ নেই। দলীয় সূত্রের খবর, বিজেপি এবং তৃণমূল এই দুটি দল থেকে দূরত্ব রেখে তৃতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আঞ্চলিক দলগুলিকে নিয়ে প্রার্থী দিতে চায় সিপিএম। এইজন্য অজয় এডওয়ার্ডের আইজিজেএফ, জিএনএলএফ (সুভাষবাদী) সহ অন্যান্য আঞ্চলিক দলের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছে। সিপিএমের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কেবি ওয়াত্তার বলেছেন, ‘প্রার্থী নিয়ে আলোচনা চলছে। শীঘ্রই ঘোষণা হয়ে যাবে।’

রুদেনের পদত্যাগ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : লেপচা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে রুদেন সাদা লেপচা সোমবার ইস্তফা দিলেন। কালিম্পং বিধানসভা আসন থেকে ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম) নিজেদের প্রার্থী হিসাবে ফের রুদেন সাদা লেপচার নাম ঘোষণা করেছে। তবে নিয়ম অনুযায়ী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সরকারি কোনও লাভজনক পদে থাকা যায় না। সেই কারণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগে ওই বিজিপিএম প্রার্থী লেপচা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদ থেকে ইস্তফা দিলেন। প্রসঙ্গত, দুই বছর আগে রুদেন সাদা লেপচাকে লেপচা উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছিল।

রুটমার্চ কেন্দ্রীয় বাহিনীর। জওয়ানদের স্যালুট কিশোরীর। সোমবার শিলিগুড়িতে। ছবি : সূত্রধর

প্রথম তালিকায় নেই ইসলামপুর, চোপড়া

উত্তরের ভোট-আয়না

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৬ মার্চ : ইসলামপুর ও চোপড়া কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা না করায় দলের অন্দরে জল্পনা ছড়িয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি দলীয় কাজিয়া সামাল দিতে না পেরেই শীর্ষ নেতৃত্ব ওই দুই আসনে ধীরে চলো নীতি নিয়েছে? সম্প্রতি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন জনসভায় ইসলামপুরকে ‘ঈশ্বরপুর’ বানিয়ে ছাড়বেন বলে এমন হুংকার ছেড়েছিলেন। স্বভাবতই, ইসলামপুরে প্রার্থী ঘোষণা না হওয়ায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে গুঞ্জন তুঙ্গে।

চোপড়ায় প্রার্থী হওয়া নিয়ে দলের অন্দরে ঠান্ডা লড়াই চলছে। যদিও বিজেপির জেলা নেতৃত্ব কাজিয়ার কথা অস্বীকার করেছে। জেলা নেতৃত্বের দাবি, প্রার্থী ঘোষণা না করা দলীয় স্ট্র্যাটেজি। উল্লেখ্য, উত্তর দিনাজপুরে মোট ৯টি বিধানসভা আসন। যার মধ্যে সোমবার পাঁচটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি। ইটাহার, হেমতাবাদ, চোপড়া ও ইসলামপুরে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়নি। যদিও বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সুরজিৎ সেন বলেন, ‘সবটাই দলের স্ট্র্যাটেজি। কাজিয়া নেই। দাবিদার একাধিক থাকতেই পারে। সময় মতো চোপড়া ও ইসলামপুর আসনে প্রার্থী ঘোষণা করা হবে।’

ইসলামপুর আসনকে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব যে পাখির চোখ করেছে তা নীতিন নবীনের সভার আয়োজনেই পরিষ্কার। বিগত একাধিক বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনে ইসলামপুর আসনে বিজেপির প্রাপ্ত ভোট নজরকাড়া। সংগঠন দুর্বল থাকলেও ইসলামপুর আসনে শহর থেকে বিগত একাধিক ভোটে বিজেপির লিডের ব্যবধান ১২ থেকে ১৫ হাজার ভোট। গত বিধানসভা ভোটে এই আসনে বিজেপি পেয়েছিল প্রায় ৬৪ হাজার ভোট। তৃণমূল প্রায় ৩৮ হাজার ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিল। দ্বিমুখী লড়াইয়ে দ্বিতীয় দল হিসেবে উঠে এসেছিল বিজেপি। এবার টিকিট নিয়ে তৃণমূলের কাজিয়া প্রকট হলে বিজেপি সেই সুযোগে জয়ের স্বপ্ন দেখছে। ফলে রাজ্য এবং জেলার একের পর এক আসনে প্রার্থী ঘোষণা হলেও ইসলামপুর নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের ‘ব্যাকফুটে’ থাকা নিয়ে দলের কর্মীদের একাংশও হতাশ। যদিও তাঁরা বলছেন, ‘শীর্ষ নেতৃত্ব নিশ্চয় কিছু ভেবেই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।’

চোপড়া আসনে সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংকে বড়সড়ো ভাগাভাগি হলে বিজেপির কপাল খুলতে পারে তা রাজনৈতিক মহলের অজানা নয়। কিন্তু সেই চোপড়া নিয়েও শীর্ষ নেতৃত্ব নীরব থাকায় জল্পনা তুঙ্গে। ‘চোপড়ায় দলের জন্য শাসকদলের সন্ত্রাসের কবলে পড়া নেতাদের মধ্যে কাউকে প্রার্থী না করে উড়ে এসে জুড়ে বসা দলবদলুদের প্রার্থী করলে ফল ভালো হবে না’ বলে জানিয়েছেন স্থানীয় নেতারা। গত বিধানসভা ভোটে চোপড়ায় বিজেপি দ্বিতীয় স্থানে ছিল। তৃণমূলের হামিদুল রহমান প্রায় ৭০ হাজার ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া আসনে বিজেপি প্রার্থী ঘোষণা করেছে। কিন্তু পার্শ্ববর্তী দুটি আসন নিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বের নীরব থাকায় ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

বিজেপির কার্যালয়। ইসলামপুরে।

দার্জিলিং জেলায় মহিলা ভোটার বেশি

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : দার্জিলিং জেলায় পাঁচটি বিধানসভায় এবার মোট ভোটার সংখ্যা ১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ২০৯ জন। জেলায় পুরুষ ভোটারের চেয়ে মহিলা ভোটারের সংখ্যা বেশি। মোট ভোটারের মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৫,৭৫,৭৪৩ জন এবং পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৫,৭২,৪৩৭ জন। পাঁচটি বিধানসভা মিলিয়ে মোট বুথের সংখ্যা ১৫১৭টি।

এর মধ্যে মূল বুথের সংখ্যা ১৪৬৫টি এবং ৫২টি অতিরিক্ত বুথ রয়েছে। সোমবার দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক সুনীল আগরওয়াল সাংবাদিক বৈঠকে এই তথ্য দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, দার্জিলিংয়ে ২১৭১৭০, কার্সিয়াংয়ে ২২১২৩৫, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে ২৭৭০০৪, শিলিগুড়িতে ২০৩৪০৫ এবং ফাঁসিদেওয়ায় ২২৯৩৯৫ জন ভোটার রয়েছেন। তৃতীয় লিঙ্গের মোট ভোটার সংখ্যা ২৯। তবে, জেলায় প্রায় ৮০ হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন রয়েছে। বহু বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। বিচারাধীন এবং নতুন আবেদনের ভিত্তিতে ভোটার সংখ্যা আরও বাড়বে বলে জেলা প্রশাসন জানিয়েছে।

জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর অনুযায়ী, প্রতিটি বুথে সশস্ত্র কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করেই ভোট হবে। তবে, নির্বাচন কমিশন ১০০ শতাংশ বুথে লাইভ ওয়েব কাস্টিং অর্থাৎ সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে সরাসরি নজরদারির নির্দেশ দিলেও পাহাড়ে সেটার বাস্তবায়ন সম্ভব কি না সেই প্রশ্ন উঠছে। কেননা পাহাড়ের এমন প্রচুর এলাকা রয়েছে, যেখানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থাই এখনও স্বাভাবিক নয়।

ঘোড়ার পিঠে চেপে ভোটকর্মীদের কেন্দ্রে পৌঁছাতে হয়। ওই এলাকাগুলিতে ইন্টারনেট ব্যবস্থাও পুরোপুরি তৈরি হয়নি। কিছু এলাকায় বিএসএনএল মোবাইল টাওয়ার বসিয়েছে ঠিকই, কিন্তু সেখানেও নেটওয়ার্কের সমস্যা রয়েছে। নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই বিধিনিষেধ কার্যকর হয়ে গিয়েছে বলে জেলা শাসক জানিয়েছেন। ২৪ ঘণ্টার জন্য হেল্পলাইন, অভিযোগের বিষয়ে নজরদারি চালু হয়েছে। জেলাজুড়ে নাকা চেকিংও শুরু হয়েছে।

প্রচারে ঝরেন

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : প্রার্থী ঘোষণা হতেই প্রচারে নামল সিপিএম। নকশালবাড়ি-মাটিগাড়ার সিপিএমের প্রার্থী ঝরেন রায়ের নাম প্রকাশের পর সোমবার রাতে মিছিল করেন সিপিএমের কর্মী-সমর্থকরা। নকশালবাড়ি হাতিঘিসার বাসিন্দা ঝরেন রায় শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতিও ছিলেন। এদিন ঝরেনকে নিয়ে প্রচারে নামেন সিপিএমের হাতিঘিসা এরিয়া কমিটির সম্পাদক তুফান মল্লিক, প্রণব ভট্টাচার্য সহ অন্যরা।

প্রার্থী ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : সোমবার এসইউসিআই-এর প্রার্থী ঘোষণা হয়েছে। শিলিগুড়িতে চিকিৎসক শাহরিয়ার আলমকে প্রার্থী করেছে দল। মাটিগাড়া নকশালবাড়ি আসনে লক্ষ্মী দাস, ফাঁসিদেওয়া আসনে প্রকাশ পাল এবং ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি আসনে রেণুকা রায়কে প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে। সংগঠনের তরফে রাজ্যে ২৩০টি আসনে এদিন প্রার্থী ঘোষণা করা হয়েছে।

বারবার বাড়ি যাবে তৃণমূল, কটাক্ষ পদ্মের

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : জয়ের লক্ষ্যে প্রতিটি বাড়িতে তীক্ষ্ণ নজর। নিজেদের জয় নিশ্চিত করতে দার্জিলিং জেলা (সমতল) তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই কোমর বেঁধে ময়দানে নেমেছে। দলের তরফে এবার ‘বাড়ি বাড়ি যাও, বারে বারে যাও’ নামক একটি বিশেষ প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বুথ স্তর থেকে শুরু করে দলের প্রত্যেক নেতা ও কর্মীকে এই নতুন কর্মসূচিতে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মানুষকে সরকারের কাজের কথা বোঝাতে প্রয়োজনে একই বাড়িতে কর্মীদের বারবার যেতে হবে বলে নেতারা জানিয়েছেন। তবে শুধু নিজেদের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরলেই চলবে না, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের থেকে তাঁরা এতদিন কী কী সুযোগসুবিধা পেয়েছেন তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে বলেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় নেতা-কর্মীদের সরাসরি এ বিষয়ে প্রশ্ন করতেও বলা হয়েছে। ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশের পরই রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলার চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল একটি বিশেষ বৈঠকে বসেন। ওই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকেই নয়া এই কর্মসূচির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হয়। দলীয় সূত্রে খবর, দলের প্রতিটি শাখা সংগঠনের নেতা-কর্মীদের এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা বলা হয়েছে। এই কর্মসূচিকে সামনে রেখে ইতিমধ্যেই খোদ সঞ্জয়ও পথে নেমে পড়েছেন। সোমবার তিনি শিলিগুড়ি শহরের ৮ এবং ৯ নম্বর ওয়ার্ড সহ মাটিগাড়া এবং বাগডোগরা এলাকার একাধিক বাড়িতে যান। সেখানে তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা চেয়ারম্যানের কথায়, ‘আমাদের লক্ষ্য মানুষের পাশে থাকা। সেই লক্ষ্যেই আমরা আগে থেকেই সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করেছিলাম। নতুন করে আবার আমরা ঝাঁপাতে শুরু করেছি। এক্ষেত্রে সর্বস্তরের নেতা-কর্মীদের একই বাড়িতে বারবার যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

অন্যদিকে, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরুণ মণ্ডলের কটাক্ষ, ‘তৃণমূল কংগ্রেসকে প্রতিটি সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি যেতেই হবে। কারণ তারা গত ১৫ বছরে যে কাজ করেছে তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছায়নি। ফলে সাধারণ মানুষের বাড়িতে বারবার গিয়েও কোনও লাভ হবে না। এবারের ভোট পরিবর্তনের ভোট।’ পরিবর্তন কেউ ঠেকাতে পারবে না বলে তাঁর দাবি।

উনুন মেরামত, শ্রমিকদের খোঁজে...

লোকদেখানো, পরস্পরকে কটাক্ষ রোমা ও দুর্গার

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : বাড়ির ভেঙে পড়া মাটির উনুনটি মাটি লেপে তিনি নতুন করে মেরামত করেছেন। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী রোমা রেশমি এক্কার দাবি, রান্নার গ্যাসের দাম অনেক বেড়েছে এবং দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়েও অনেকে গ্যাস পাচ্ছেন না। আর তাই তাঁর ভেঙে পড়া উনুন ঠিক করতে নিজেই মাঠে নেমেছেন। সমস্যার দায় কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের ঘাড়ে চাপিয়ে রোমা বলেন, ‘রান্নার গ্যাসের অভাবে মাটির উনুনেই ভরসা রাখতে হচ্ছে। সেজন্য পুরোনো উনুনটিকে নতুন করে তৈরি করতে হল। বিজেপি সরকার মানুষকে আর কত লাইনে দাঁড় করাবে জানা নেই।’

বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খারুভাঙ্গি গ্রামের বাড়িতে উনুন সংস্কারের ভিডিও রোমা রবিবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে আপলোড করেন। তারপর থেকে এনিয়ে বেশ চর্চা চলছে। ফাঁসিদেওয়া আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী-দৌড়ে একাধিক নাম শোনা যাচ্ছে। অভিযোগ উঠেছে, রোমা এগিয়ে থাকলেও দলের একাংশ তাঁকে চাইছে না। ফলে দলের প্রতি আনুগত্য দেখাতে তাঁকে এভাবেই মাঠে নামতে হয়েছে। অন্যদিকে, এই আসনে প্রার্থী হিসেবে বিজেপি বর্তমান বিধায়ক দুর্গা মুর্মুর নামই ফের ঘোষণা করেছে। দুর্গা বলেন, ‘রান্নার গ্যাসের সমস্যা মিটেছে। হরমুজ প্রণালী দিয়ে জ্বালানির জাহাজ ভারতে ঢুকছে। সেই খবর রোমাদের কাছে না থাকা স্বাভাবিক। তাঁরা তো রাজনীতি করতেই ব্যস্ত। ভোটের আগে এ সব লোকদেখানো।’ রোমার অবশ্য বক্তব্য, ‘এই দাবি মোটেও ঠিক নয়। অতীতে কোদাল হাতে মাঠে ধান বুনেছি। এসআইআর প্রক্রিয়ায় হ্যান্ডমাইক নিয়ে আদিবাসীদের সচেতন করেছি। উনুন নিয়ে যা করেছি সবটাই নিজের সমস্যার কারণেই। এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই।’

দুর্গাকেও এদিন চা বাগান এলাকায় জনসংযোগ করতে দেখা যায়। তিনি শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলেন। বিধায়ককে এতদিন এলাকায় দেখাই যেত না, ভোটের কারণেই তিনি এবারে ময়দানে নেমেছেন বলে তৃণমূলের দাবি। রোমা বলেন, ‘বিধায়ক নিজের এলাকাকেই চেনেন না। তিনি তো শিবমন্দিরে ভাড়াবাড়িতে থাকেন। প্রার্থী হয়ে আবার প্রকাশ্যে এলেন। কী হচ্ছে তা মানুষের বোঝার বাকি নেই।’ এবিষয়ে দুর্গা বললেন, ‘চা শ্রমিকদের সঙ্গে আমার আত্মার যোগ। নিজেও এক সময় চা পাতা তুলতাম. নতুন করে যে চা বাগানে যাচ্ছি তা কিন্তু মোটেও নয়।’ মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির সিপিএম প্রার্থী ঝরেন রায়, বিজেপি প্রার্থী আনন্দময় বর্মন সহ অনেকেই এদিন প্রচারে নামেন। রবিবার আনন্দময়কে বিশেষভাবে সক্ষমদের সামগ্রী বিলি করতে দেখা গিয়েছিল। বিরোধীরা খোঁটা দেওয়ায় আনন্দময় বলেন, ‘আমরা সাধ্যমতো মানুষের কাজ করার চেষ্টা করেছি।’

উনুন মেরামত রোমা রেশমি এক্কার।

ধৃত সৎবাবা

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : দশ বছরের শিশু নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় 'সৎবাবা'-কে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি কাওয়াখালির বিধানপল্লির। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত সৎবাবা উত্তম বর্মনের বাড়ি শীতলকুচিতে। ওই শিশুর মা সাবিত্রী বর্মনের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার রাতে মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ সেখান থেকেই ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করে।

ঘটনার সূত্রপাত বুধবার থেকে। ওই শিশুর মা সাবিত্রী বর্মনের অভিযোগ, 'গত সোমবার উত্তম বাড়িতে এসেছিল। উত্তম আমার ছেলেকে একদম পছন্দ করত না, ছেলেকে কিছু খেতে দিলেই রেগে যেত। মঙ্গলবার সকালেও উত্তমের সঙ্গে একটু দরকারে বেরিয়ে ফেরার সময় আমি ছেলের জন্য মাংস কিনেছিলাম। সেজন্যও ও রেগে গিয়েছিল। বুধবার রাতে হঠাৎ করেই দেখি সেই উত্তমই ছেলেকে চিপস কিনে দিচ্ছে। তখনই আমার সন্দেহ হয়। এরপর বৃহস্পতিবার সকালে আমাকে নিয়ে উত্তম বের হয়। কিছুদূর এগোনোর পর চার্জার নিতে ভুলে যাওয়ার নামে আমাকে দাঁড় করিয়ে বাড়ি আসে। বেশ কিছুক্ষণ পরে এসে আমাকে ফুলবাড়িতে কাজের জায়গায় নামিয়ে দেয়। এরপর ও শীতলকুচি চলে যায়।' বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পরেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে সাবিত্রীর। তিনি বলেন, 'মেয়ে জানায়, সকালে চার্জার নিতে এসে ছেলেকে নিয়ে বেরিয়ে যায় উত্তম।' শনিবার মেডিকেল ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন সাবিত্রী। এরপর রবিবার রাতে উত্তমকে গ্রেপ্তার করা হয়। উত্তমের আইনজীবী সিন্টু ঘোষের বক্তব্য, 'মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ হেপাজতে চেয়েছিল। তবে আমাদের দাবি ছিল, সঠিক তথ্যপ্রমাণ ছাড়া কোনওভাবেই উত্তমকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া যাবে না। সওয়ালজবাবের পর বিচারক একদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। মঙ্গলবার উত্তমকে আদালতে তোলা হবে।'

বিক্ষোভ

চোপড়া, ১৬ মার্চ : বাংলার যুবসাথী প্রকল্পে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সোমবার চোপড়ার বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখালেন আবেদনকারীদের একাংশ। অভিযোগ, নিয়ম মেনে দিনভর লাইনে দাঁড়িয়ে যুবসাথী প্রকল্পে আবেদন করার পরও অনেকেই এখনও পর্যন্ত টাকা পাননি। পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বিডিও সৌরভ মাজি বলেন, 'আবেদনকারীদের একাংশ মৌখিকভাবে অভিযোগ জানিয়েছেন। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

খেলার ছলে। সোমবার পানিয়ালগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন আয়ুষ্মান চক্রবর্তী।

দলে ফিরেই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক স্বপনের

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৬ মার্চ : দলে ফেরার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মাঠে নেমে পড়লেন স্বপন সাহা। তবে, প্রথম দিন থেকেই বিতর্ক যে তাঁর পিছু ছাড়ছে না, তা পরিষ্কার। কোন অঙ্কে স্বপনকে ভোটের আগে তড়িঘড়ি দলে ফেরাতে হল, তা নিয়ে দিনভর মশগুল ছিল তৃণমূলের নীচুতলা থেকে মাল শহর।

দলের একটি সূত্রে খবর, মাল বিধানসভা আসনে এবার মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে জেতার জন্য অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। দলের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর থেকে কতটা সাহায্য পাবেন, তা নিয়ে নিজেও দোলাচলে রয়েছেন মন্ত্রী। শেষ অস্ত্র হিসাবেই স্বপনকে তড়িঘড়ি দলে ফেরানোর জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন।

এই জল্পনার আগুনে ঘি পড়ে সোমবার। মন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে প্রায় আধঘণ্টা ধরে বৈঠক করেন স্বপন। মন্ত্রীর ওয়ার রুমে সেই বৈঠকে হাজির ছিলেন স্বপনের দুঃসময়ের সঙ্গী জেলা তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অমিত দে, কাউন্সিলার সুরজিৎ দেবনাথ, টাউনের এসসি-ওবিসি সেলের সভাপতি সিরাজুল ইসলাম, রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান তথা মন্ত্রীর ছেলে অশোক চিকবড়াইক সহ বাছাই করা কয়েকজন। বৈঠক থেকে বেরিয়ে কেউই প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি।

২০২১ সালে বুলুর নির্বাচনি এজেন্ট ছিলেন স্বপন। দলের একাংশই বলছেন, মাল বিধানসভাকে হাতের তালুর মতো চেনেন স্বপন। ভোট মেশিনারিকে কোথায়, কীভাবে কাজ করাতে হবে, সেই অঙ্ক তাঁর জানা। তাই এবার বুলু প্রার্থী হলে রণকৌশল কী হবে, কোথায়, কীভাবে প্রচার হবে, শক্ত ও দুর্বল জায়গাগুলো কী, এসব নিয়ে এদিন মন্ত্রী ওয়ার রুমে প্রাথমিক আলোচনা হয়।

এদিন বিকেলে ঘড়ি মোড়ে, সত্যনারায়ণ মোড়ে, স্বপনকে মিষ্টিমুখ করান তাঁর অনুগামীরা। স্বপন বলেন, 'কর্মীদের আবেগ দেখে আমার মনোবল আরও বেড়ে গেল, সবাই মিলে নির্বাচনের কাজে ঝাঁপিয়ে

মালবাজার

পড়তে হবে।' সোমবার দুপুরে তিনি পুরসভায় যান। গাড়ি থেকে নামতেই পুরসভার বেশকিছু কর্মী তাঁকে ঘিরে শুভেচ্ছা জানান। পুরসভাতেও চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ির সঙ্গে তিনি কথা বলেন। তবে সেখানে কী নিয়ে কথা হয়েছে, তা নিয়ে দুজনের কেউ মুখ খোলেননি।

কিছুদিন ধরেই জেলা রাজনীতিতে গুঞ্জন ছিল, দলে ফিরছেন স্বপন। রবিবার সন্ধ্যায় রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ আসে জেলায়। তারপর জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপ নিজের লেটারহেডে চিঠি দেন স্বপনকে। সেখানে মহুয়া লেখেন, ২০২৪ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর দলের জারি করা সাসপেনশন পুনর্বিবেচনা করে তুলে নেওয়া হল। সোমবার থেকেই দলের সমস্ত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন স্বপন। পাশাপাশি দলের শৃঙ্খলা মেনে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে স্বপনকে।

তৃণমূলের একাংশ অবশ্য মনে করছে, দল থেকে সাসপেন্ড করার পর চাপা ক্ষোভ আছে স্বপনের। কার্যক্ষেত্রে মন্ত্রী স্বপনের কতটা সমর্থন পাবেন সেটাও দেখার বিষয়। অন্যদিকে ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ভোটের মুখে স্বপনকে দলে ফেরানোয় প্রকাশ্যে বিরোধিতা না করলেও তাদের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশও হতে পারে ভোটে।

এদিন সকাল থেকে শহরের চায়ের দোকান থেকে বাজারে সাধারণ মানুষের আলোচনায় ছিল স্বপনের প্রত্যাবর্তন। অনেকেরই প্রশ্ন, পুরসভায় যে পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতি হয়েছে, কয়েক কোটি টাকার মামলা রয়েছে পুরসভার বিরুদ্ধে, যে সব বিষয়ে তদন্ত চলছে, স্বপনের প্রত্যাবর্তনে সে সব কী হবে?

তৃণমূলের টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'কী করলে দল জয়ী হবে আর কী করলে দলের পরাজয় হবে, সেটা দলের নেতৃত্ব জানে। এখন আমাদের লক্ষ্য তৃণমূলের সরকার গঠন।' তবে বিরোধীদের কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে স্বপনকে। সিপিএমের মাল এরিয়া কমিটির সম্পাদক রাজা দত্ত বলেন, 'তৃণমূল তাদের রত্নকে চেনে। তাই দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত স্বপনকে আবার দলে নিয়েছে তৃণমূল।' কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নাসিম আহমেদ মনে করছেন, 'দুর্নীতি করলেই যে ভালো ছেলে, সেটা প্রমাণ করল তৃণমূল কংগ্রেস।'

জার্সিতে দলীয় প্রতীক নয়

ইসলামপুর, ১৬ মার্চ : নির্বাচন ঘোষণা হতেই রাজ্যে আদর্শ আচরণবিধি জারি হয়ে গিয়েছে। ফলে তৃণমূলের দলীয় প্রতীকযুক্ত জার্সি গায়ে আর ইন্টার ওয়ার্ড ক্রিকেট টুর্নামেন্ট খেলতে পারবেন না কেউ। মহকুমা প্রশাসনের তরফে এমন নির্দেশই জারি হয়েছে।

প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ৮ তারিখ থেকে ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে শহর ও তৃণমূল যুব কংগ্রেসের উদ্যোগে শুরু হয়েছে এই ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। সেই উপলক্ষ্যে মাঠজুড়ে লাগানো হয়েছিল তৃণমূলের দলীয় পতাকা সহ বিভিন্ন ব্যানার। সোমবার মহকুমা প্রশাসনের তরফে কোর্ট ময়দানের সব রাজনৈতিক দলের ব্যানার, পতাকা খুলে দেওয়া হয়। এছাড়া পরবর্তী খেলাগুলিতে দলীয় প্রতীকযুক্ত জার্সি ব্যবহার না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইসলামপুর শহর তৃণমূল সভাপতি বাপি পাল চৌধুরী বলছেন, 'আচরণবিধি মেনেই আমরা টুর্নামেন্ট সম্পন্ন করব। প্রশাসনকে এই বিষয়ে আমরা আশ্বস্ত করেছি।'

পুড়ল কারখানা

চোপড়া, ১৬ মার্চ : চোপড়া থানার ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের লালবাজার এলাকায় রবিবার রাতে অগ্নিকাণ্ডে একটি আইসক্রিম কারখানা পুড়ে গিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাত সাড়ে ১২টা থেকে ১টার মধ্যে কারখানার ভেতর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। কারখানার সঙ্গে রয়েছে ওই কারখানার মালিকের বাড়ি।

কারখানার মালিক বিশ্বজিৎ বিশ্বাস বলেন, 'তখন তাঁরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। পাশের বাড়ি থেকে তাঁর বাবা প্রথম আগুন দেখতে পেয়ে তাঁদের ডাকেন। ঘুম থেকে উঠে দেখেন কারখানার এক পাশে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে।' ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

বাড়িতে চুরি

ইসলামপুর, ১৬ মার্চ : ইসলামপুরের রামগঞ্জের শাস্ত্রীনগরে রবিবার গভীর রাতে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দুষ্কৃতীরা বাড়ির ছাদে উঠে গেট খুলে ঘরে ঢুকে নগদ টাকা ও সোনার গয়না নিয়ে চম্পট দেয় বলে অভিযোগ। বাড়ির মালিক রত্না দাস জানিয়েছেন, রবিবার রাত প্রায় ১০টার সময় তিনি ঘুমিয়ে পড়েন। সোমবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন দরজা খোলা এবং ঘরের ভিতরে আলমারি সহ সব জিনিসপত্র তছনছ হয়ে আছে। ইসলামপুর থানার রামগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে।

কাঠগড়ায় মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগ

ময়নাতদন্তের রিপোর্টের পাহাড়

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগে ময়নাতদন্ত রিপোর্টের পাহাড় জমতে শুরু করেছে। অভিযোগ, শুধুমাত্র শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশেরই বিভিন্ন থানার প্রায় ১৫০০ রিপোর্ট জমে রয়েছে ফরেন্সিক বিভাগে। শহরের কিছু কিছু থানার ২০১৮ সালের রিপোর্টও পেন্ডিং রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগের এমন কার্যকলাপে ক্ষুব্ধ শহরের সব থানার পুলিশকর্মীরাই। এমন একাধিক পুলিশকর্মীর সঙ্গে কথা হয়েছে, যাঁরা সকলেই মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগের এই কার্যকলাপে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার সঞ্জয় মল্লিক বলছেন, 'পুলিশ তো আমাকে কখনও বলেনি যে এত রিপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে। আমাকে জানানো হলে বা চিঠি দেওয়া হলে আমি নিশ্চয়ই দেখতাম।'

তবে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি রাকেশ সিংয়ের বক্তব্য, 'আমাদের যে রিপোর্ট রয়েছে, সেগুলি আমরা যত দ্রুত সম্ভব নিয়ে আসি এবং নিয়ে নেব।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ফরেন্সিক বিভাগ নিয়ে ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগ, সময়মতো ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দেওয়া হয় না। রিপোর্ট চাইতে গেলে বিভাগের ফ্যাকাল্টিদের একাংশ খারাপ ব্যবহার করেন বলেও অভিযোগ। এমনকি পুলিশের তরফে রিকুইজিশন দিয়ে রিসিভিং চাইলে তাও দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ।

- শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের বিভিন্ন থানার প্রায় ১৫০০ রিপোর্ট ফরেন্সিক বিভাগে জমে রয়েছে বলে অভিযোগ
- প্রত্যেক থানাই নিজ নিজ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের তালিকা ফরেন্সিক বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- দ্রুত ওই রিপোর্টগুলি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি করা হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে

আর রিসিভিং না দেওয়ার কারণে কোনও পুলিশকর্মীই ফরেন্সিক বিভাগের চিকিৎসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন না। বেশিরভাগ ময়নাতদন্তেই পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা হয় না বলে অভিযোগ। সব থেকে বেশি অভিযোগ বিভাগীয় প্রধান রাজীব প্রসাদের বিরুদ্ধে। দপ্তরের বাকি চিকিৎসকরা সময়মতো ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দিয়ে দিলেও রাজীব প্রসাদ দেন না বলে অভিযোগ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ফরেন্সিক বিভাগে ময়নাতদন্তের জন্য পালা করে চিকিৎসকদের দায়িত্ব থাকে। বাকি চিকিৎসকরা নিজেদের কাছে আসা ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সময়মতো দিয়ে দেন বলে জানাচ্ছেন খোদ পুলিশকর্মীরাই। যদিও এই প্রসঙ্গে ডাঃ রাজীব প্রসাদ বলছেন, 'প্রচুর ময়নাতদন্তের এবং ভিসেরা রিপোর্ট তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। পুলিশ চাইলে এসে তো নিয়ে যেতে পারে।'

এই মুহূর্তে শিলিগুড়ি পুলিশের বিভিন্ন থানার শয়ে-শয়ে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট জমা রয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, ভক্তিনগর থানার প্রায় ১৫০, মাটিগাড়া থানার ৪৫০-এর বেশি, বাগডোগরা থানার ১২টি, ভোরের আলো থানার শতাধিক, শিলিগুড়ি থানার শতাধিক, এনজেপি থানার শতাধিক, প্রধাননগর থানা এলাকারও শতাধিক ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেন্ডিং রয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে প্রত্যেক থানাই নিজ নিজ ময়নাতদন্তের রিপোর্টের তালিকা তৈরি করে ফরেন্সিক বিভাগে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেইমতো কাজও শুরু হয়েছে। দ্রুত ওই রিপোর্টগুলি দেওয়ার আবেদন জানিয়ে চিঠি করা হবে বলে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে।

নয়ানজুলিতে গাড়ি, আহত ৫

খড়িবাড়ি, ১৬ মার্চ : পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে থাকা গাছে ধাক্কা মারল একটি ছোট চার চাকার গাড়ি। এই দুর্ঘটনায় ৩ মহিলা সহ আহত হয়েছেন ৫ জন। সোমবার বিকেলে খড়িবাড়ি-ভালুকগাড়া রাজ্য সড়কে গুরুদয়ালজোত সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গাড়িটি গুয়াহাটি থেকে উত্তরপ্রদেশের দিকে যাচ্ছিল। গুরুদয়ালজোত এলাকায় দুই পথচারীকে বাঁচাতে গিয়ে গাড়িটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি গাছে ধাক্কা মেরে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। বিকট শব্দ শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। তাঁরাই প্রথমে উদ্ধারকাজে হাত লাগান এবং আহতদের উদ্ধার করে খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। খবর পেয়ে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ ও খড়িবাড়ি ট্রাফিক পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। আহত ৫ জনের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকিরা খড়িবাড়ি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মৃতদেহ উদ্ধার

চোপড়া, ১৬ মার্চ : চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাংরাডাংরি এলাকায় তিস্তা খাল থেকে সোমবার এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা তিস্তাখালের ধারে দেহটি পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দেহটি খালের জলে অন্য কোথাও থেকে ভেসে আসে। তবে এখনও পর্যন্ত মৃতের পরিচয় জানা যায়নি। বয়স আনুমানিক ৩৫ বছর। পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

একাকী উজানে।। গজলডোবায় ছবিটি তুলেছেন ক্ষিতীশচন্দ্র সিংহ।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

শেষ হাসি শিখা, জয়দের

প্রথম পাতার পর

উত্তরের অঘোষিত রাজধানীতে হেভিওয়েট লড়াই দেখতে মুখিয়ে গোটা রাজ্য।

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রবিবার নির্বাচন কমিশন নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর থেকেই উৎসাহ নজরে পড়েছিল স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। বিধানসভার বিভিন্ন এলাকায় দলীয় ঝান্ডা বাঁধছিলেন তাঁরা। এদিন সকালেও সেই ছবি দেখা যায়। তালিকা প্রকাশের পর শিখা সদলবলে জনসংযোগে বেরিয়ে পড়েন। সন্ধ্যায় ফুলবাড়িতে দলের নির্বাচনি কার্যালয়ও উদ্বোধনে করেন তিনি। একদা তৃণমূলের দাপুটে নেত্রী ছিলেন। ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিয়েই প্রার্থী হন। তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেবকে বিরাট ব্যবধানে হারিয়ে নজর কাড়েন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও এই আসনে বিজেপি প্রচুর ভোটে লিড পেয়েছিল। যদিও বিরোধীদের অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে উন্নয়নমূলক কাজকর্মের উল্লেখযোগ্য নজির নেই শিখার খাতায়।

প্রার্থী বদল হলে দলে ভাঙন, ক্ষোভ-বিক্ষোভের আঁচ পড়তে পারে, সেই আশঙ্কা থেকেই বিজেপি শেষ অবধি ফের শিখাকে প্রার্থী করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। এদিকে, তাঁর নাম ঘোষণা হতেই সমাজমাধ্যমে অলোক সেনের নামে পোস্টার ঘুরতে শুরু করে। নির্দল প্রার্থী হিসাবে তাঁকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানানো হয়। ২০২১ সালেও অলোকের নাম নিয়ে প্রথমে চর্চা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত শিখার ভাগ্যেই শিকল ছিঁড়েছিল।

ডাবগ্রামে যখন পদ্ম শিবিরে সক্রিয়তা, তখন কার্যত ঝিমিয়ে

প্রার্থী হয়েই খুদেকে মিষ্টিমুখ করাচ্ছেন শরদিন্দু চক্রবর্তী ওরফে জয়।

জোড়াফুল। একাধিক সংযোজিত ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রার্থীপদের দৌড়ে ছিলেন প্রথম থেকে। কিন্তু তাঁদের আশায় জল ঢেলে কলকাতায় গৌতম দেবকে পাশে নিয়ে তৃণমূলের পতাকা হাতে তুলে নেন স্বপ্না বর্মন। ট্রেন থেকে নেমে তিনি পার্টি অফিসে আসেন। পাশে বসিয়ে গৌতম বলেই দেন, সোনাজয়ী অ্যাথলিট ৭৫ হাজারে জিতবেন। অথচ তারপর আর এক থেকে দু'বার স্বপ্না পা রেখেছেন এই বিধানসভা এলাকায়। এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে তিনি অন্য আসনের জন্য দরবার করছেন। স্বপ্নার 'আপত্তি'র ব্যাপারে জানতে পেরে সংযোজিত ওয়ার্ডের এক কাউন্সিলার ফের পুরোদমে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছেন। তাঁর সঙ্গে শিখার সুসম্পর্ক বরাবরের।

যদিও শাসকদলের এক পঞ্চায়েত প্রধানের আক্ষেপ, 'ভোট ঘোষণার পরেই দলের প্রচার শুরু হয়ে যেত। কিন্তু এবার কারও ভ্রূক্ষেপ নেই। ব্লক বা অঞ্চল সভাপতির তরফে কোনও নির্দেশ আসেনি।' একই সুর শোনা গেল কয়েকজন নেতা-কর্মী-সমর্থকের গলায়। এদিন দুপুরে একটি বৈঠক হয়েছে। ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের দাবি, 'বৈঠকের পর থেকে আমরা পুরোদস্তুর প্রচারে নেমে পড়েছি।' প্রার্থী কি স্বপ্নাই? দিলীপের কৌশলী জবাব, 'দল যাকে টিকিট দেবে, তাঁকে জেতাতে আমরা ঝাঁপাব।'

এই আসনে সিপিএমের বাজি তিনবারের পরাজিত দিলীপ সিং। দলের সিদ্ধান্তে নীচুতলায় হতাশার ছবি ফুটে উঠেছে। ২০১১ সালে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা তৈরি হওয়ার সময় থেকেই প্রবীণ সিপিএম নেতা, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলার দিলীপকে প্রার্থী করা হচ্ছে এখানে। দিলীপ নাকি এবার নিজেই সরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু নতুন মুখ না এনে তাঁকে নামানো হল কেন- সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন 'কমরেড'রা।

দলের অবশ্য যুক্তি, এই বিধানসভায় মিশ্র ভাষাভাষীর মানুষ রয়েছেন। শহর ও গ্রাম মিলিয়ে এই বিধানসভা। দিলীপ বাংলা, নেপালি, হিন্দিতে সাবলীলভাবে কথা বলতে পারেন। তাঁর পক্ষে প্রতিটি মানুষের দরজায় গিয়ে কথা বলাটা সহজ। তাই দল বিকল্প ভাবেনি।

শিলিগুড়িতে নাম ঘোষণা হতেই মিষ্টিমুখ করানোর পর শরদিন্দু নিজের ওয়ার্ডে দেশবন্ধুপাড়ায় প্রচারে বেরিয়ে পড়েন। সেখান থেকে দলের জেলা কার্যালয়ে পৌঁছান তিনি। এরপর হিলকার্ট রোডে মিছিল হয়। তাতে পা মেলান অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকার, সৌরভ সরকার, সাগর শর্মা ও সৌরভ দাসরা। শরদিন্দু দীর্ঘদিনের জনপ্রতিনিধি হলেও শহরের সংস্কৃতি, শিক্ষা থেকে ক্রীড়া জগতের সঙ্গে তাঁর তেমন মেলামেশা নেই বলেই চর্চা রয়েছে। নিজের ওয়ার্ড ও আশপাশের বাইরে জনপ্রিয়তাও নেই সেভাবে। তাই, লড়াইয়ে বেগ পেতে হবে যথেষ্ট।

শিলিগুড়িতে বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আস্থাভাজন গৌতম দেবের লড়াই কার্যত নিশ্চিত। সোমবার সকাল থেকে শংকরের নেতৃত্বে দেওয়াল লিখন শুরু হয়। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ায় কর্মসূচিতে অংশ নেন তিনি। বিকেলে যখন প্রার্থীতালিকা বিজেপির ওয়েবসাইটে দেওয়া হয়, সেসময় বর্তমান বিধায়ক হিলকার্ট রোডে জনসংযোগে ব্যস্ত। মোবাইলে তালিকা দেখেই চলে যান কাছারি রোডে মায়ের ইচ্ছা কালীবাড়িতে। পুজো দিয়ে বেরিয়ে শংকর দলের জেলা কার্যালয়ে বৈঠকের উদ্দেশ্যে বের হন। তাঁর বক্তব্য, 'ব্যক্তি নয়, পদ্মফুল চিহ্নে ভোট হবে।'

টিকিট 'কনফার্মড' হতেই দিলীপ, জয় থেকে শিখার কথা, 'দল আস্থা রাখল। জিতে তার মর্যাদা রাখব।'

আন্দোলনে আদিবাসীরা

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : উত্তরবঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুকে অসম্মান করার অভিযোগ তুলে সোমবার পথে নেমে প্রতিবাদ জানাল ইউনাইটেড ফোরাম অফ অল আদিবাসী অর্গানাইজেশন। ফোরামের উদ্যোগে এবং ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের সহযোগিতায় মিছিলে শামিল হন কয়েকশো আদিবাসী।

এদিন দুপুরে ফাঁসিদেওয়ার গোয়ালটুলি মোড় থেকে মিছিল শুরু হয়। তিরধনুক হাতে মিছিলে শামিল হন আদিবাসীরা। মিছিলটি গোয়ালটুলি থেকে শুরু হয়ে গ্রামীণ হাসপাতাল, থানা মোড় এবং স্থানীয় বাজার পরিক্রমা করে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও অফিসে পৌঁছায়। সেখানে ঘটনার বিচার চেয়ে বিডিও বনানী মজুমদারের হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দেয় সংগঠনের নেতৃত্ব।

গত ৭ মার্চ উত্তরবঙ্গ সফরে রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান করা হয় বলে অভিযোগ। এদিন মিছিলে তার কড়া প্রতিবাদ জানানো হয়। ভারত জাকাত মাঝি পরগনা মহলের দার্জিলিং জেলা জগ পরগনা পরেশ হেমব্রম বলছেন, 'রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু উত্তরবঙ্গ সফরে এলে তাঁকে প্রোটোকল অনুযায়ী সম্মান করা হয়নি। দোষীদের উচিত শাস্তির দাবি করছি। এই অবমাননা আমরা মানব না।' ইন্টারন্যাশনাল সাঁওতাল কাউন্সিলের নবম সম্মেলনে ৭০০ টাকার 'ডেলিগেট পাস'-এর বিষয়টি সামনে আসার পর এ নিয়েও নানা পক্ষ ভিন্ন মত প্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে পরেশের সংযোজন, 'কনফারেন্স আয়োজকদের তো অবশ্যই ভুল আছে। কেন্দ্র এবং রাজ্যেরও ভুল আছে। কারণ রাষ্ট্রপতিকে আগেও একাধিকবার সম্মান দেওয়া হয়নি।' জেলা জগ পরগনার পরেশের কথায়, 'আমি মনে করি, এই ঘটনার জন্য রাজ্য এবং কেন্দ্র উভয়ই দোষী।' বিডিও বনানী মজুমদার স্মারকলিপি গ্রহণ করে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানোর আশ্বাস দিয়েছেন।

রাষ্ট্রপতিকে অসম্মানের অভিযোগে ফাঁসিদেওয়ায় মিছিল। সোমবার।

ভাঙার সাত বছর পরেও হয়নি তাইপু নদীর সেতু

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ১৬ মার্চ : বছর সাতেক আগে তাইপু নদীর সেতু ভেঙে গিয়েছিল। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই সেতু আর তৈরি হয়নি। স্থানীয়দের বক্তব্য, ভোটের পর ভোট আসে। কিন্তু সেতু আর তৈরি হয় না। ফলে ভোট দিতে হলেও ঝুঁকি নিয়ে নদী পেরিয়ে বুথে পৌঁছাতে হয় এলাকাবাসীকে। এতেই ক্ষোভে ফুঁসছেন গঙ্গারাম চা বাগানের বাসিন্দারা।

দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট কয়েক বছর আগে এলাকায় দলীয় কর্মসূচিতে গেলে চা বাগানের শ্রমিক এবং স্থানীয়রা তাঁর কাছে নতুন সেতু তৈরির দাবি জানিয়েছিলেন। পাহাড়ে ব্যাপক বৃষ্টির জেরে ২০১৯ সালের ১২ জুলাই সকালে চা বাগানের মধ্যে দিয়ে বয়ে চলা পাহাড়ি নদী তাইপুর জলের তোড়ে ৯০ মিটার দীর্ঘ হিউমপাইপের সেতু ভেসে গিয়েছিল। তারপর অনেকেই ভাঙা সেতু পরিদর্শন করে গিয়েছেন। কিন্তু আজও সমস্যার কোনও সমাধান হয়নি। এখনও ভগ্ন অবস্থায় পড়ে রয়েছে সেতুটি।

বর্ষার সময়ে অনেকেই ঘোষপুকুর হয়ে কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করেন। অনেকে আবার জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ভরা তাইপু নদী পেরিয়ে যাতায়াত করেন। বিটো নামে গঙ্গারামের এক বাসিন্দা গত বছর অগাস্ট মাসে নদী পেরোতে গিয়ে মারা যান বলে স্থানীয় কামরান মোড়ের মিনা লোহার দাবি করেছেন।

এই পাহাড়ি নদীর দু'ধারে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহিঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের একাধিক গ্রাম রয়েছে। সেতু না থাকায় এই গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গঙ্গারাম ১ এবং ২ সংসদে প্রায় ২৪০০ ভোটার রয়েছেন।

ভাঙা সেতুর পাশ দিয়েই নদী পেরোচ্ছে দুই খুদে।

পাহাড়গুমিয়া, তারাবাড়ি, ছাপ্পুড়িয়া, ঘড়িয়াডাঙ্গি, ছোটনবস্তি, গঙ্গারাম, খুঁটিপাড়া, ডেমলঝাট, ভুবনগুড়ি সহ একাধিক গ্রামের বাসিন্দা মিলিয়ে প্রায় ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ সমস্যায় পড়েছেন। চা বাগানের শ্রমিকরাও এক ডিভিশন থেকে অন্য ডিভিশনে যেতে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা রাজু দানোয়ারের কথায়, 'চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে জল বাড়লে নদী পেরোনোর সময় একজন ডুবে যাচ্ছিলেন। সেসময়ে আমি বাঁচিয়েছিলাম। র‍্যাশন নেওয়া থেকে শুরু করে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়া, সবক্ষেত্রেই প্রবল সমস্যা হচ্ছে।'

আরেক বাসিন্দার কথায়, 'সেতু না থাকায় অনেকেই বাগডোগরা, কেষ্টপুর হয়ে কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে যাতায়াত করছেন। এত মানুষের সমস্যা সত্ত্বেও প্রশাসন সেতু তৈরি করেনি।'

স্থানীয় রেশমি টিগ্গার কথায়, 'এর আগে বিধায়কও সেতুর বেহাল দশা দেখে গিয়েছেন। কিন্তু নতুন সেতু নির্মাণ করে দেননি কেউই।' ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলছেন, 'আমি বিষয়টি জানি। কিন্তু, বিজেপি বিধায়কদের তো কাজই করতে দেওয়া হয়নি।'

এনিয়ে ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রিনা এক্কা ওই এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমাদের ফান্ড দিয়ে ওই সেতুটি করা সম্ভব নয়। সে কারণে মহকুমা পরিষদকে জানানো হয়েছে। তারা ডব্লিউবিএসআরডিএ-কে (ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি) জানিয়েছে। সেতুটি সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

ইডি'র তল্লাশি

অনলাইন প্রতারণা মামলায় রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চালাল ইডি। কলকাতার বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালান তদন্তকারী আধিকারিকরা। বেআইনি কল সেন্টার খুলে প্রতারণার অভিযোগ।

চাষি আত্মঘাতী

আলুর পর্যাপ্ত দাম না পেয়ে আত্মঘাতী গোঘাটের আরেক চাষি। পরিবারের দাবি, ৫০ থেকে ৬০ গাড়ি আলু ঋণ নিয়ে হিমঘরে রেখেছিলেন। বিপুল ক্ষতি হয়েছে তাঁর। তাই এই সিদ্ধান্ত।

বৃষ্টির সতর্কতা

কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গে আগামী রবিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলতে পারে। সোম ও মঙ্গলবার সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। কমবে তাপমাত্রা।

গতির বলি ৩

বেপরোয়া গতির বলি ৩ তরুণ-তরুণী। হুগলির তারকেশ্বর রোডে চারচাকা গাড়িটি চুঁচুড়ার দিকে যাচ্ছিল। ওই সময় একটি পথকুকুরকে ধাক্কা দিয়ে গাছে ধাক্কা মারে গাড়িটি। ঘটনাস্থলেই ৩ জনের মৃত্যু হয়।

অবশেষে ডিএ বিজ্ঞপ্তি অর্থ দপ্তরের, কাটল সংশয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৬ মার্চ : মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেও বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) পাওয়া নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল কর্মচারীদের মনে। কেন না অর্থ দপ্তরের ওয়েবসাইটে সোমবার বিকেল পর্যন্ত ডিএ সংক্রান্ত কোনও বিজ্ঞপ্তি ছিল না। এতে হতাশা ও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয় সরকারি কর্মচারী ও শিক্ষক মহলে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সেই সংশয় কাটে অর্থ দপ্তরের বিজ্ঞপ্তি সামনে আসায়।

দপ্তরের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ২০০৮-এর এপ্রিল থেকে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ডিএ-র বকেয়া মেটাবে রাজ্য সরকার। রোপা-২০০৯ আওতাভুক্ত কর্মচারীরা এই ডিএ পাবেন দুই ধাপে।

প্রথম কিস্তির টাকা মার্চেই দেওয়া হবে। দ্বিতীয় কিস্তি চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে মিটিয়ে দেবে রাজ্য সরকার। গ্রুপ-এ, গ্রুপ-বি ও গ্রুপ-সি কর্মীদের জিপিএফ অ্যাকাউন্টে ওই টাকা পাঠানো হবে। গ্রুপ-ডি কর্মচারি ও পেনশনারদের ওই টাকা দেওয়া হবে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে।

যদিও সুপ্রিম কোর্ট গঠিত মনিটরিং কমিটির চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের ওপর ভিত্তি করে পাওনার পরিমাণ পরে অ্যাডজাস্ট করা হতে পারে।

সোমবার অবশ্য সকাল থেকে নির্বাচন কমিশনের আচরণবিধি চালু হওয়াকে ঢাল করে অর্থ দপ্তরের আধিকারিকরা ডিএ সংক্রান্ত প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছেন। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও ডিএ নিয়ে একটি শব্দও খরচ করেননি। ফলে ১০ লক্ষাধিক কর্মচারীর মনে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল।

যৌথ সংগ্রামী মঞ্চের মতো সংগঠনগুলো অবশ্য দাবি করছিল, যেহেতু মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তাই সরকারকে এই টাকা দিতেই হবে।

কেন্দ্রের কড়া সমালোচনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। সোমবার ধর্মতলায়।

নবান্নেই দেখা হবে, চ্যালেঞ্জ মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৬ মার্চ : এ তো নিছক রাজনৈতিক রণদামামা নয়, যেন বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রণংদেহি মেজাজে রাজপথে নেমে এলেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার মহিলা ব্রিগেডকে সামনের সারিতে রেখে কলেজ স্কোয়ার থেকে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রার মাধ্যমে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, লড়াইয়ের ময়দানে তিনি এক চুলও জমি ছাড়তে রাজি নন।

মিছিল শেষে জনসভা থেকে কেন্দ্র ও বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ শানান তৃণমূল সুপ্রিমো। তাঁর আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল নির্বাচন কমিশন ও বিজেপির যোগসাজশে হওয়া প্রশাসনিক রদবদল। মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী, কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার এবং ডিজি পীযূষ পান্ডেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে তিনি 'গুপ্ত তাণ্ডব' বলে কটাক্ষ করেন। তিনি ক্ষোভের সঙ্গে প্রশ্ন তোলেন, 'চিফ সেক্রেটারি একজন বাঙালি মহিলা, আপনারা কি অ্যান্টি-উইমেন?'

তবে এই রদবদল যে তাঁর জয় আটকাতে পারবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়ে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন, 'সব চেঞ্জ করে দিন, তারপরেও বাংলার সরকার বদলাবে না, লিখে নিন।' তাঁর স্পষ্ট বার্তা, 'আবার দেখা হবে, নবান্নেই দেখা হবে।'

প্রতিবাদ কলকাতায়

এদিনের আন্দোলনের অন্যতম প্রধান ইস্যু ছিল রান্নার গ্যাসের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি এবং তা নিয়ে কৃত্রিম আকাল তৈরির অপচেষ্টা। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কেন্দ্র কৃত্রিমভাবে দেশে গ্যাসের সংকট তৈরি করেছে। তাঁর দাবি, গ্যাস কোম্পানিগুলির সঙ্গে কথা বলে তিনি জেনেছেন দেশে কোনও ঘাটতি নেই, বরং সাভার বন্ধ রেখে মানুষের মধ্যে হাহাকার সৃষ্টি করা হচ্ছে। তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'প্রচারের খরচ কমিয়ে মানুষের গ্যাসের ভরতুকি নিশ্চিত করা উচিত।'

ভোটার তালিকা সংক্রান্ত বিষয়েও নেত্রীর গলায় ছিল চরম হুঁশিয়ারি। এসআইআর বা প্রশাসনিক পর্যবেক্ষণের আড়ালে বেছে বেছে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, সেই প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করেন। তিনি জানান, যাঁদের নাম অন্যায়ভাবে কাটা যাবে, তাঁদের জন্য ট্রাইবিউনালে লড়াই করবেন দলীয় বিএলএ এবং আইনজীবীরা। বিজেপিকে আক্রমণ করে তিনি বলেন, 'বিহার বা হরিয়ানা থেকে লোক এনে যেন ভোট করতে না পারে, সেদিকে কর্মীদের নজর রাখতে হবে।'

বিরোধী দলনেতাকে 'ডাকাতদের সর্দার' বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আবারও 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে চাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন দলীয় কর্মীদের। তাঁর দাবি, 'বিজেপিকে ছক্কা মেরে অক্কা করে' মানুষ আবারও তৃণমূলকেই ক্ষমতায় ফেরাবে। সব মিলিয়ে, ভোট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মমতার এই রাজপথ দখলের কর্মসূচি রাজ্যের রাজনৈতিক পারদকে এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিয়েছে।

আরও ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্যের দ্রুত নিষ্পত্তি

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ১৯৯৬ সালের পর দীর্ঘ পঁচিশ বছর বাদে ফের মাত্র দু'দফায় বিধানসভা নির্বাচন হতে চলেছে পশ্চিমবঙ্গে। আর এই নির্বাচনকে সবাঙ্গীণভাবে ত্রুটিমুক্ত ও শান্তিপূর্ণ করতে প্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে চলেছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজ আগরওয়াল সাংবাদিক বৈঠকে জানান, রাজ্যে বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষ ভোটারের নামের মধ্যে সোমবারের মধ্যেই আরও ২০ লক্ষ ভোটারের তথ্যের নিষ্পত্তি হয়ে যাবে। এই কাজের জন্য রাজ্যজুড়ে ৭০৫ জন বিচারপতি নিরলস কাজ করছেন।

ভোটদান প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ করতে এবার একগুচ্ছ নতুন নিয়ম এনেছে কমিশন। আগে রাজনৈতিক দলগুলি ভোটার স্লিপ বিলি করত, যা নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠত। এবার থেকে বিএলও-রা বাধ্যতামূলকভাবে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কিউআর কোড যুক্ত 'ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ' দিয়ে আসবেন। নজরদারিতেও থাকছে কড়া ব্যবস্থা। বুথের ভিতরে ৩৬০ ডিগ্রি ওয়েব কাস্টিং হবে, যা তিনটি আলাদা জায়গা থেকে পর্যবেক্ষণ করা হবে। বুথের ভিতরে কোনও অনিয়ম চোখে পড়লেই কেন্দ্রীয় বাহিনী সরাসরি সেক্টর অফিসে জানাবে। প্রয়োজনে ব্যবহার করা হবে ড্রোন। কোনও বুথে দীর্ঘক্ষণ সমস্যা চললে পুনরায় ভোটগ্রহণের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ নাগরিকদের সুবিধার্থে ৮৫ বছরের বেশি বয়সি ভোটাররা বাড়িতে বসেই ১২ডি ফর্ম পূরণ করে ভোট দিতে পারবেন। ইতিমধ্যেই রাজ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত তল্লাশিতে ১১২ কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের জন্য নিশ্ছিদ্র পাহারায় ২৯৪ জন জেনারেল অবজার্ভার নিয়োগ করছে কমিশন। মহকুমাশাসক স্তরের নীচে কোনও গণনা হবে না বলেও এদিন স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

প্রতি দফায় আসবে ২৫০০ কোম্পানি

সন্ত্রাসমুক্ত ভোটের নিশ্চয়তা দিচ্ছে কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা : ভোট মানেই কি রক্তপাত? ভোট মানেই কি বুথ দখল? বাংলার এই পুরনো 'তকমা' মুছতে এবার কোমর বেঁধে নামছে নির্বাচন কমিশন। সোমবার সর্বদলীয় বৈঠকে রাজনৈতিক দলগুলোকে আশ্বস্ত করে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল সাফ জানিয়েছেন, রাজ্যে শান্তি ফেরাতে প্রতি দফায় মোতায়েন থাকবে ২৫০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশনের স্পষ্ট বার্তা, কেন্দ্রীয় বাহিনী কেবল এ রাজ্যে 'খাবে-দাবে আর ঘুরে বেড়াবে', তা আর হবে না। কাজে গাফিলতি হলে জওয়ান থেকে অফিসার, কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

অতীতের অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। গত পঞ্চায়েত বা বিধানসভা ভোটে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়ে ভুরি ভুরি অভিযোগ তুলেছিল বিরোধীরা। কখনও অভিযোগ উঠেছে বাহিনীর নিষ্ক্রিয়তার, কখনও আবার শাসকদলের সঙ্গে 'সেটিং'-এর। এবার সেই ছিদ্র বন্ধ করতে কড়া দাওয়াই দিচ্ছে কমিশন। বুথের নিরাপত্তার দায়িত্ব পুরোপুরি বাহিনীর হাতে। ভোটের তিনদিন আগেই তাঁদের বুথে পৌঁছে যেতে হবে। শুধু তাই নয়, প্রিসাইডিং অফিসারের সঙ্গে যৌথ উপস্থিতির প্রমাণ দিতে হবে কমিশনকে। কোনও সিএপিএফ আধিকারিক যদি কোনওভাবে প্রভাবিত হন বা উপহার নেন, তবে সংবিধানের ৩১১ ধারা অনুযায়ী বিভাগীয় তদন্ত ছাড়াই তাঁকে সরাসরি শাস্তির মুখে পড়তে হবে।

ভোটের আগে মৃত বা ভুয়া ভোটার নিয়ে অশান্তি এড়াতে তৎপর কমিশন। সিইও জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০ লক্ষ বিচারাধীন নামের নিষ্পত্তি করা হয়েছে। ৭০০ জন জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট দিনরাত এক করে কাজ করছেন। প্রতিদিন গড়ে দেড় লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হচ্ছে। লক্ষ্য একটাই— মনোনয়নের আগেই ভোটার তালিকাকে সম্পূর্ণ 'ক্লিন' রাখা।

এদিন ফের রাজ্যের নির্বাচনি আধিকারিককে ফোন করেন জ্ঞানেশ।

> **কমিশন হিংসামুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে চায়। তার জন্য কোনও না কোনও আধিকারিককে তার দায়িত্ব নিতে হবে এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।**
>
> **-মনোজ আগরওয়াল**

এ প্রসঙ্গে এদিন সিইও বলেন, 'কমিশন হিংসামুক্ত ভোট নিশ্চিত করতে চায়। তার জন্য কোনও না কোনও আধিকারিককে তার দায়িত্ব নিতে হবে। এবং দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে তাঁর বিরুদ্ধে কমিশন কঠোর ব্যবস্থা নেবে।' সিইওর দাবি, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী হোক বা পর্যবেক্ষক, প্রত্যেককেই আমরা বলছি এই কাজে কমিশন কোনও কিছুর অভাব রাখবে না। আপনি গাড়ি, সাজসরঞ্জাম, বাহিনী যা চাইবেন তাই দেওয়া হবে। কিন্তু বিনিময়ে হিংসামুক্ত ভোট আপনাকে নিশ্চিত করতে হবে।'

এবার কোনও বুথই আড়ালে থাকবে না। ১০০ শতাংশ বুথে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ওয়েবকাস্টিং। যদি কোনও বুথে ক্যামেরা বন্ধ হয় বা স্ট্রিমিংয়ে সমস্যা দেখা দেয়, তবে তৎক্ষণাৎ ভোট বন্ধ এমনকি পুনর্নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। এছাড়া ২৯৪টি বিধানসভার জন্য থাকছেন ২৯৪ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক এবং ২০ জন বিশেষ পর্যবেক্ষক। আইএএস ও আইপিএস পদমর্যাদার এই অফিসারদের ওপর নজর রাখতে আবার খোলা হচ্ছে 'ডেডিকেটেড কমপ্লেন সেল'। অর্থাৎ, রক্ষক যদি ভক্ষক হয়, তবে অভিযোগ জানানোর জায়গাও থাকছে অবারিত।

সোমবারের বড় পদক্ষেপ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়েছেন, ২০২১-এর ভোট পরবর্তী হিংসায় অভিযুক্ত পুলিশ অফিসারদের তালিকা সোমবারের মধ্যেই জমা দিতে হবে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের ২৮টি পুলিশ জেলা ও ৬টি কমিশনারেটকে ১৯ মার্চের মধ্যে 'অপরাধমুক্ত' রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকেই পর্যবেক্ষকরা বিধানসভা ভিত্তিক পরিদর্শনে নামছেন।

'গাড়ি নিন, সাজসরঞ্জাম নিন, যত খুশি বাহিনী নিন— কিন্তু বিনিময়ে আমাদের সন্ত্রাসমুক্ত ভোট দিন।' এই একরোখা মেজাজেই এবার বাংলার ভোট বৈতরণী পার করতে চাইছে কমিশন। এখন দেখার, এই কড়াকড়িতে উত্তরের সমতল থেকে পাহাড়ের বুথগুলোতে ভোট কতটা অবাধ ও শান্তিপূর্ণ হয়।

গ্যাসের সংকট, তাই চাহিদা বেড়েছে কয়লার। সোমবার নদিয়ায়।

একনজরে বিজেপির প্রার্থীতালিকা

- ভবানীপুর কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, নন্দীগ্রামেও প্রার্থী তিনি
- খড়গপুর সদরে প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, শিলিগুড়িতে শংকর ঘোষ
- সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার থেকে নৈহাটিতে প্রার্থী সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়
- প্রার্থীতালিকায় ৪১ জন বর্তমান ও ৩ জন প্রাক্তন বিধায়ক এবং ২ জন প্রাক্তন সাংসদ

তামান্নার মাকে প্রার্থী করে বামেদের চমক

কলকাতা, ১৬ মার্চ : শাসকদল তৃণমূল বা প্রধান বিরোধী দল বিজেপি যখন প্রার্থী বাছাইয়ের অঙ্ক কষতে ব্যস্ত, তখন ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে চমক দিল বামফ্রন্ট।

সোমবার ১৯২টি আসনের প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু। এই তালিকায় একদিকে যেমন রয়েছেন একঝাঁক তরুণ মুখ, তেমনই রয়েছে এমন কিছু নাম যা রাজ্য রাজনীতিতে গভীর আবেগের সৃষ্টি করেছে।

সবচেয়ে বড় চমকটি এসেছে মুর্শিদাবাদের কালীগঞ্জ থেকে। গত উপনির্বাচনে তৃণমূলের জয়লাভের পর বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমায় মৃত্যু হয়েছিল চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী তামান্না খাতুনের। মেয়ের মৃত্যুর পর ক্ষতিপূরণের টাকা ফিরিয়ে দিয়ে বিচারের আশায় দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছেন তাঁর মা সাবিনা ইয়াসমিন। প্রার্থী হয়ে তিনি বলেন, 'কখনই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিনি। কিন্তু দল সুযোগ দিল। জয়ী হলে শিক্ষার উন্নয়ন করতে চাই।' এবার সেই সাবিনাকেই কালীগঞ্জ থেকে প্রার্থী করল সিপিএম। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগকে বামেরা যে সরাসরি ব্যালট বাক্সে নিয়ে যেতে চাইছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তালিকায় তারুণ্যের জয়জয়কার স্পষ্ট। উত্তরপাড়ায় দাঁড়াচ্ছেন মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, মহেশতলায় আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তর দমদমে দীপ্সিতা ধর এবং পানিহাটিতে কলতান দাশগুপ্ত। পাশাপাশি যাদবপুরে অভিজ্ঞ বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং উত্তরবঙ্গের রাজগঞ্জে হরেন্দ্র রায়, শিলিগুড়িতে শরদিন্দু চক্রবর্তী ও ইংরেজবাজারে অন্বর মিত্রের মতো মুখদের ওপর ভরসা রেখেছে আলিমুদ্দিন।

> **কখনই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিনি। কিন্তু দল সুযোগ দিল। জয়ী হলে শিক্ষার উন্নয়ন করতে চাই।**
>
> **-সাবিনা ইয়াসমিন**

এই তড়িঘড়ি তালিকা প্রকাশকে অবশ্য আমল দিতে নারাজ তৃণমূল। দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের কটাক্ষ, 'নেতারা যাতে অন্য দলে চলে না যান, সেজন্য আগেভাগে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে। এতে লাভ হবে না।'

তৃণমূল ও বিজেপি উভয়েই প্রতিপক্ষ, মত দীপ্সিতা, কলতানদের

কলকাতা, ১৬ মার্চ : প্রতিপক্ষ নিধারিত রয়েছে। এখন সময় মাঠে নামার। বামেদের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধেই আসল লড়াই বলে দাবি করলেন তরুণ মুখেরা। এবারের নির্বাচনে দীপ্সিতা ধর থেকে কলতান দাশগুপ্ত, মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, সপ্তর্ষি দেব, সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ময়ূখ বিশ্বাসরা প্রার্থী হয়েছেন।

নন্দীগ্রামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রার্থী হয়ে একপ্রকার নজরে এসেছিলেন মীনাক্ষী। আনকোরা মুখ থেকে সিপিএমের 'ক্যাপটেন' হয়ে উঠেছিলেন। এদিন প্রার্থী হয়েই নিজের কেন্দ্রকে উন্নয়নের উত্তরসূরি হিসেবে দাবি করেছেন তিনি। তাঁর হুংকার, 'উত্তরপাড়াই পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবে।'

এসএফআইয়ের সর্বভারতীয় নেত্রী উত্তর দমদমের প্রার্থী দীপ্সিতা ধর বলেন, 'এই লড়াই তৃণমূলকে তাড়ানোর, বিজেপিকে হারানোর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অপশাসনকে দূর করতে হবে।'

আরজি করের ঘটনার সময় ভাইরাল অডিও কাণ্ডে নাম জড়ায় কলতান দাশগুপ্তের। পানিহাটির প্রার্থী হতেই রাজ্য ও কেন্দ্রের শাসকদলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাঁর বক্তব্য, 'পশ্চিমবঙ্গের মানুষ তৃণমূলের শাসন দেখেছেন। গত ১০ বছরে বিজেপির শাসন দেখেছেন। কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। বামপন্থীরা ভোটের ময়দানে মানুষের সমস্যা নিয়েই কথা বলবেন।'

তরুণ আইনজীবী তথা বামেদের মহেশতলার প্রার্থীর কথায়, 'তৃণমূল ও বিজেপি বাইনারি তৈরি করেছে। তার বিরুদ্ধে লড়াই আমাদের।'

এদিকে খেলা ভাঙার খেলা হবে বলে দাবি করেছেন দমদমের প্রার্থী ময়ূখ বিশ্বাস। তাঁর কথায়, 'শিক্ষার, চাকরির, রুটিরুজির লড়াই আমরা যেভাবেই হোক লড়ে যাব।'

এদিকে ২৩০ আসনে প্রার্থী দিয়েছে এসইউসিআই। উল্লেখ্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর গাড়িতে ছাত্রকে চাপা দেওয়ার ঘটনায় প্রতিবাদ করেছিলেন চার এআইডিএসও নেত্রী। ওই সময় সুশ্রিতা সোরেনের নাম উঠে আসে। তাঁকে মেদিনীপুর থেকে প্রার্থী করা হয়েছে।

> **এই লড়াই তৃণমূলকে তাড়ানোর, বিজেপিকে হারানোর। পশ্চিমবঙ্গ থেকে অপশাসনকে দূর করতে হবে।**
>
> **-দীপ্সিতা ধর**

> **বামপন্থীরা ভোটের ময়দানে মানুষের সমস্যা নিয়েই কথা বলবে।**
>
> **-কলতান দাশগুপ্ত**

এপ্রিলে পরীক্ষা, বই পায়নি পড়ুয়ারা

কলকাতা, ১৬ মার্চ : ক্যালেন্ডারে মার্চের অর্ধেক পার। এপ্রিলে বসতে হবে পরীক্ষায়। হাতে মাত্র তিন সপ্তাহ। তার মধ্যে শেষ করতে হবে তিন মাসের পাঠ্যক্রম। সরকারি বই হাতে না পেয়ে বিপাকে রাজ্যের উচ্চ প্রাথমিক পড়ুয়ারা। এখনও রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়ার হাতে এখনও পৌঁছায়নি পাঠ্যবই। ঘটা করে 'বই দিবস' পালন আর 'পড়ুয়া সপ্তাহ' নিয়ে ঢাকঢোল পেটালেও, বছরের তিন মাস পর সরকারি স্কুলের এই দশা নিয়ে উঠছে বড়সড় প্রশ্ন। তিন মাসের সিলেবাস মাত্র ১৫ দিনে শিক্ষকেরা কী ভাবে শেষ করবেন আর ছাত্রছাত্রীরাই বা কী আত্মস্থ করবে, সেই চিন্তায় এখন ঘুম উড়েছে তাঁদের।

জলপাইগুড়ি জেলার বিবেকানন্দ হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষিকা আলো সরকার পরিষ্কার জানালেন, "আমরা শঙ্কিত।" তাঁর স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে কেউ ইতিহাস বই পায়নি, ষষ্ঠ শ্রেণিতে একজন পড়ুয়াও ইংরেজি বই হাতে পায়নি।

পঞ্চম শ্রেণিতেও বইয়ের আকাল। দক্ষিণ দিনাজপুরের বড়কইল হাই স্কুলের প্রায় ১৬০ জন পড়ুয়া এখনও বইয়ের মুখ দেখেনি।

একই হাল দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগনার স্কুলগুলিতেও। কোথাও ভূগোল আবার কোথাও বিজ্ঞানের হদিশ নেই।

শিক্ষকেরা বলছেন, নিয়ম অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সপ্তাহ ধরে পাঠ্যক্রম শেষ করার কথা। কিন্তু বই ছাড়া সেই 'বিজ্ঞান' এখন বিশ বাঁও জলে। কোনও কোনও স্কুলে শিক্ষকেরা বইয়ের ফটোকপি বিলি করে পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করছেন ঠিকই, কিন্তু তাতে পড়াশোনার গুণমান তলানিতে ঠেকছে।

তবে দপ্তরের আধিকারিকদের উত্তর, 'বিক্ষিপ্ত সমস্যা', 'দ্রুত পৌঁছে যাবে'। কিন্তু শিক্ষকদের প্রশ্ন, যদি মার্চ মাসের ১৬ তারিখেও বই না পৌঁছায়, তবে ঘটা করে 'বই উৎসব' পালন করার মানে কী? স্কুলশিক্ষা দপ্তরের এই ঢিলেঢালা মানসিকতার মাশুল গুনতে হচ্ছে পড়ুয়াদের।

খাদানে ধস, ৩ শ্রমিকের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ১৬ মার্চ : এক অবৈধ পাথর খাদানে ধস নেমে ৩ শ্রমিকের মৃত্যুর ঘটনা ঘটল বীরভূমের মুরারইয়ে। মৃত শ্রমিকদের নাম যথাক্রমে বাবু সেখ (২৯), রঘুনাথ সাহু (৩৮) ও আমির সেখ (৩০)। মৃত বাবু শেখের এবং আমির শেখের বাড়ি মুরারইয়ের বনরামপুরে এবং রঘুনাথ সাহুর বাড়ি পাকুরড়ের মহেশপুর থানার কার্তিকপুরে।

জানা গিয়েছে, সোমবার সকালে নলহাটি পাহাড়ের পারসিনালা গ্রামের কানুপুরে একটি অবৈধ পাথর খাদানে ড্রিলিং করার সময় ধস নামে। সেই সময় ১৪ জন শ্রমিক কাজ করছিলেন, বলে জানান মাথায় আঘাত প্রাপ্ত মনোমশো টুডু। যাদের মধ্যে তিন জন ধসের মাটিতে চাপা পড়ে দুর্ঘটনাস্থলে মারা যান।

ভাঙড়ে ভাঙন, তৃণমূল ছাড়লেন আরাবুল

ভাঙড়, ১৬ মার্চ : বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হতেই ওলটপালট ভাঙড়ের রাজনীতি। একদিকে 'বিবেচনাধীন' ৬০ লক্ষ ভোটারের অধিকার রক্ষায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি; অন্যদিকে ঘাসফুল শিবিরের সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দিলেন ভাঙড়ের 'তাজা নেতা' আরাবুল ইসলাম।

ভোট ঘোষণার পরদিন সোমবার সকালে ফুরফুরা শরিফ থেকে আরাবুলের এই ঘোষণা ভাঙড়রের রাজনীতিতে নয়া ইঙ্গিত দিচ্ছে।

২০০৬-এর লড়াইয়ে ভাঙড় থেকে জয়ী বিধায়ক আরাবুল সোমবার কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য প্রাণপাত করেছি, পাঁচবার জেল খেটেছি। কিন্তু বিনিময়ে পেয়েছি শুধু অপমান।' তাঁর অভিযোগ, তৃণমূলের এক প্রভাবশালী নেতা তাঁকে তাড়াতে কোটি টাকা খরচ করেছেন।

শওকত মোল্লার সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে কোণঠাসা আরাবুল সাফ জানিয়েছেন, আগামী দু-এক দিনেই তিনি নতুন দলের নাম ঘোষণা করবেন। হাওয়ায় জোর গুঞ্জন, এবার হয়তো নওশাদের আইএসএফ-এই নাম লেখাতে চলেছেন তিনি।

এদিকে, ২৩ ও ২৯ এপ্রিলের দুই দফার ভোটের আগে আইনি লড়াই শুরু করেছেন নওশাদ। তাঁর দাবি, কমিশনের গাফিলতিতে ভোটার তালিকায় ঝুলে থাকা লক্ষ লক্ষ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে হবে। ভোটের মুখে ভাঙড়ের এই জোড়া ধাক্কা-আরাবুলের প্রস্থান আর নওশাদের আইনি প্যাঁচ-ঘাসফুল শিবিরের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৯৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২ চৈত্র ১৪৩২

মরিয়া পদক্ষেপ

চাপ তো বটেই। ভোটের চাপ। তাই একেবারে ১৮০ ডিগ্রি ডিগবাজি। তাই বকেয়া মহার্ঘ ভাতার (ডিএ) ঘোষণা। তাও তড়িঘড়ি। ভোট ঘোষণার মাত্র ৫৫ মিনিট আগে। সদ্য রাজ্যজুড়ে ধর্মঘটে কর্মচারীদের অসন্তোষের আঁচ মেলে। ধর্মঘট পুরো সফল বলা যাবে না। রাজ্য সরকারের কড়া মনোভাবে অনেকে কাজ করেছিলেন। কিন্তু সার্বিকভাবে ডিএ'র দাবিতে কর্মীদের সহমত স্পষ্ট হয়। তাছাড়া সরকারি কর্মীরা বেঁকে বসলে সরকার বেকায়দায় পড়ে। চাপ হয় শাসকদলের।

কেননা, শুধু প্রশাসন নয়, ভোট পরিচালনায় সরকারি কর্মীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁরা অসহযোগিতা করলে সমূহ সমস্যা। ভোটের মুখে এই কর্মীদের অসন্তুষ্ট রাখা তাই ঝুঁকিপূর্ণ। বিজেপির পক্ষে সমর্থন আগের তুলনায় বেড়েছে সন্দেহ নেই। তার ওপর নির্বাচন কমিশনের ভূমিকায় রাজ্য সরকার তটস্থ। সমাজে সরকারি কর্মচারীদের কিছু প্রভাব থাকে। তাঁরা ক্ষুব্ধ হলে ভোটের ফলাফল কিছুটা হলেও প্রভাবিত হতে পারে।

এরকম নানা চাপের মুখে সরকারি কর্মীদের ক্ষোভের মুখে প্রলেপ কার্যত বাধ্যবাধকতা ছিল। বকেয়া মহার্ঘ ভাতা দেওয়া ছাড়া তাই উপায় ছিল না। নাহলে কি আর এমন ডিগবাজি দেয় সরকার! তাও মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে! ক'দিন আগেও সুপ্রিম কোর্টে বকেয়া ডিএ মেটাতে সময় চেয়েছিল রাজ্য। চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় বাড়ানোর আর্জি ছিল। অজুহাত ছিল রাজ্য সরকারের কোষাগারে তীব্র অর্থাভাব। আর্থিক বরাদ্দে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগও ছিল।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে এক সপ্তাহের ব্যবধানে বকেয়া মেটানোর সিদ্ধান্ত তাই নিশ্চিতভাবে চাপের মুখে। সেই চাপের তীব্রতা এতই যে, মার্চ মাসেই বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিতে হল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। তাতে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে শাসকদল তৃণমূলের শেষরক্ষা হবে কি না, সে পরের কথা। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে স্পষ্ট চাপের মুখে কতটা মরিয়া রাজ্যের শাসক শিবির। এতে অন্তত বকেয়া ডিএ নিয়ে বিরোধীদের প্রচারের ধারকে ভোঁতা তো করে দেওয়া গেল।

ডিএ নিয়ে অন্তত নির্বাচনি প্রচারে অস্বস্তিকর প্রশ্ন ঠেকানো গেল। তৃণমূল নেতৃত্বের এই সিদ্ধান্তে দলটির পরামর্শদাতা সংস্থা আইপ্যাক-এর হাত আছে নিশ্চিতভাবে। কিন্তু বকেয়া মেটালেও একটি প্রশ্ন কাঁটার মতো খচখচ করবে। তা হল- কেন এতদিন টালবাহানা করল সরকার! কেনই বা ডিএ-কে কর্মচারীদের অধিকার মানতে রাজি হয়নি এতদিন! এসব প্রশ্নের চটজলদি উত্তর নেই।

তড়িঘড়ি ঘোষণার ব্যাখ্যাও কিছু দেননি মুখ্যমন্ত্রী। ফলে ডিএ-র বকেয়া দিলেও সমস্ত সমালোচনা ঠেকানো কার্যত অসম্ভব। পোড়খাওয়া রাজনীতিবিদ মমতা তা জানেন না তা নয়। কিন্তু ঘাড়ের ওপর বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনের নিঃশ্বাস ঠেকাতে মরিয়া চেষ্টা করা হল এই সিদ্ধান্তে। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ভাতা বাড়ানো হয়েছিল আগেই। যাকে নির্বাচনের আগে মাস্টারস্ট্রোক বলে দাবি করেছিলেন কেউ কেউ। কিন্তু ওই পদক্ষেপ ভোটের সাফল্যের জন্য যে নিশ্ছিদ্র নয়, তা-ও আঁচ করেছেন তৃণমূল নেত্রী।

বকেয়া ডিএ ঘোষণার ২৫ মিনিট আগে মোয়াজ্জিন ও পুরোহিত ভাতা বাড়ানোর পিছনে সেই উদ্বেগ কাজ করেছে। তাছাড়া রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বাংলার সমাজে মেরুকরণ কার্যত প্রাতিষ্ঠানিক চেহারা নিয়ে ফেলেছে। যদিও এতে মমতার ভূমিকাও হেলাফেলার নয়। তাঁর ক্ষমতার কারবারের অন্যতম প্রধান দিক হল তোষণ। যা সংঘ পরিবারকে বিপরীত দিক থেকে নিজের পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।

ধর্মীয়ভাবে কার্যত দ্বিমেরুতে বিভাজিত বাংলায় মোয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত এই প্রেক্ষাপটেই। সংঘের পরিকল্পনামাফিক যে সমাজ তৈরি হয়েছে, তাতে ধর্ম ও ধর্মীয় প্রতিনিধিদের প্রভাব ক্রমশ বাড়ছে। রাজ্য সরকার ধর্মীয় প্রতিনিধিদের ভাতা দেওয়া শুরু করেছিল সেকারণেই। ভোটের মুখে উভয় মেরুতে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টায় একইসঙ্গে মোয়াজ্জিন ও পুরোহিতদের ভাতা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। তবে এই পদক্ষেপও কার্যকর ফল দেবে কি না, বলার সময় আসেনি।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া বনাম মমতার জেদ

পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন ঘোষণা হলেও গোটা দেশের নজর এখন বাংলার দুই দফার ব্লকবাস্টার মহারণের দিকে; যেখানে একদিকে তীব্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া এবং অন্যদিকে 'স্ট্রিট ফাইটার' মমতার ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া লড়াই।

পল্লব বসু

নির্বাচন কমিশন পাঁচ রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে ঠিকই, কিন্তু রবিবার বিকেলে দিল্লির নির্বাচন সদনে সাংবাদিক বৈঠকে জাতীয় মিডিয়ার যাবতীয় আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল কেবলই পশ্চিমবঙ্গ। স্পষ্টতই, এই নির্বাচন অতীতের যে কোনও লড়াইয়ের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা হতে চলেছে। নির্বাচন কমিশন এবং ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-উভয় শিবিরই যে গতবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আটঘাট বেঁধে নেমেছে, তা তাদের প্রাথমিক পদক্ষেপেই পরিষ্কার। বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘ কয়েক দশক পর এবার মাত্র দুই দফায় নির্বাচন হতে চলেছে। শুধু নির্ঘণ্ট ছাঁটাই করাই নয়, আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নজিরবিহীনভাবে রাজ্য প্রশাসনে রদবদল ঘটিয়েছে কমিশন। মুখ্যসচিব এবং স্বরাষ্ট্রসচিবের মতো শীর্ষ আমলাদের এক লহমায় সরিয়ে দিয়ে নির্বাচন সদন কড়া বার্তা দিয়েছে যে, এবার প্রশাসনিক স্তরে কোনও রকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না।

ভোটের নির্ঘণ্টের দিকে একটু গভীরভাবে চোখ রাখলেই কৌশলটি ধরা পড়ে। গোটা রাজ্যকে কার্যত দুটি ব্লকে ভাগ করে নির্বাচনের নকশা তৈরি হয়েছে। প্রথম দফায় ভোট সেই অঞ্চলগুলোতে, যেখানে বিজেপির সংগঠন তুলনামূলক মজবুত বা গেরুয়া শিবিরের জেতার সম্ভাবনা প্রবল। আর দ্বিতীয় দফায় ভোট শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটিগুলোতে। এটি কি নেহাতই সমাপতন? রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হয়তো নয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাই ভোল্টেজ ব্রিগেড সমাবেশের ঠিক পরের দিনই ভোটের এই নির্ঘণ্ট ঘোষণা নিয়েও রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা চলছে। স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচন কমিশনের চূড়ান্ত নিরপেক্ষতা নিয়ে বিরোধীদের প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট রসদ রয়েছে। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে এসব এখন গৌণ বিষয়। আসল কথা হল, গোটা দেশের নজরকাড়া এই ব্লকবাস্টার নির্বাচনের রণডঙ্কা বেজে গেছে এবং দু'পক্ষই তাদের তলোয়ার শানিয়ে ময়দানে নেমে পড়েছে।

শাসকদল তৃণমূল তাদের কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা রাখতে 'সহজ জয়'-এর ভোকাল টনিক দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু বাস্তবের মাটিতে কান পাতলে সুরটা অন্যরকম। ভোটের মুখে তড়িঘড়ি সরকারি কর্মীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা ঘোষণা বা যুবসাথী প্রকল্পের অনুদান এগিয়ে আনার মরিয়া চেষ্টাই বুঝিয়ে দিচ্ছে, নবান্নও ভোটারদের মনের গভীরে জমতে থাকা প্রতিষ্ঠানবিরোধী ক্ষোভের আঁচ পেয়েছে। এমন নয় যে গত কয়েক বছরে বিরোধী হিসেবে বিজেপি বিধায়ক বা সাংসদরা অভাবনীয় কোনও কাজ করে রাজ্যবাসীর মন জয় করে নিয়েছেন। বরং, মানুষের এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভের মূল নিশানায় রয়েছে তৃণমূলের দেড় দশকের পাহাড়প্রমাণ ব্যর্থতা এবং প্রশাসনিক অচলাবস্থা।

এই ক্ষোভের শিকড় অনেক গভীরে। গত এক দশকে লাগামহীন দুর্নীতি, নিয়োগ কেলেঙ্কারি এবং সরকারি কোষাগার শূন্য হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনাগুলি জনমানসে গভীর রেখাপাত করেছে। 'বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট'-এর মতো চোখধাঁধানো মঞ্চ থেকে লাখো কোটি টাকার লগ্নি আসার গালভরা প্রতিশ্রুতির পরও বাস্তবে ভারীশিল্পের চরম আকাল রাজ্যের অর্থনীতিকে কার্যত পঙ্গু করে দিয়েছে। 'ব্রেন ড্রেন' আজ বাংলার এক রূঢ় বাস্তব। রাজ্যের দক্ষ ও শিক্ষিত তরুণ প্রজন্ম কাজের খোঁজে পুনে, হায়দরাবাদ বা বেঙ্গালুরু পাড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছেন। অন্যদিকে, সাধারণ অদক্ষ শ্রমিকরা পরিযায়ী হয়ে ছুটছেন ভিনরাজ্যে। যে ওড়িশাকে একসময় বাংলার মানুষ কিছুটা তাচ্ছিল্যের নজরেই দেখতেন, আজ সেখানকার উন্নত পরিকাঠামো এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের কাছেও বাংলা দৃশ্যত ম্লান। রাজ্যের এই অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা ভোটারদের মনে এক গভীর হতাশার জন্ম দিয়েছে।

অর্থনৈতিক এই চরম হতাশার পাশাপাশি বাংলার বৃহত্তর হিন্দু সমাজের একটি বড় অংশের মধ্যে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছে যে, ভোটব্যাংক সুরক্ষিত রাখতে গিয়ে বর্তমান সরকার সংখ্যালঘু তোষণের রাজনীতিতে মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। দুর্গাপুজোর ভাসান থেকে শুরু করে রামনবমীর মিছিল—বিভিন্ন ধর্মীয় আচরণে প্রশাসনিক কড়াকড়ি এবং নির্দিষ্ট একটি সম্প্রদায়ের প্রতি অতি-নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি সংখ্যাগরিষ্ঠের মনে বঞ্চনা ও ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে। তৃতীয় মেয়াদের মাঝামাঝি সময়ে এসে এই চাপা ক্ষোভ আঁচ করতে পেরেছিলেন পোড়খাওয়া রাজনীতিক মমতা। ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমে দিঘায় পুরীর আদলে জগন্নাথ মন্দির, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণ, পুরোহিত ভাতা চালু বা গঙ্গাসাগরের ব্যাপক উন্নয়নের মতো 'সফট হিন্দুত্ব'-এর পথে হেঁটেছেন তিনি। কিন্তু প্রশ্ন হল, মেরুকরণের এই তীব্র আবহে এই ড্যামেজ কন্ট্রোল কি বড্ড দেরিতে শুরু হল?

অন্যদিকে, সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকও নিজস্ব অস্তিত্ব রক্ষার সমীকরণ কষতে ব্যস্ত। রাজ্যে বিজেপির আগ্রাসী উত্থান এবং মেরুকরণের সুস্পষ্ট পদধ্বনি শুনে সংখ্যালঘুরা এবার অনেক বেশি সতর্ক। তাঁরা নিশ্চিত করতে চাইছেন, কোনওভাবেই যেন অবিজেপি ভোট ভাগ হয়ে গেরুয়া শিবিরের সুবিধা না করে দেয়। তাই বাম-কংগ্রেস নাকি তৃণমূল—কে বিজেপিকে রুখতে সবচেয়ে বেশি সক্ষম, তার ওপর ভিত্তি করেই এবার সংখ্যালঘু ভোটার কৌশলগত ভোটদানের পথে হাঁটবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই আবহে বিরোধী শিবিরের অবস্থাও তথৈবচ। মালদায় মৌসম নুরের প্রত্যাবর্তনে কংগ্রেস কিছুটা আশার আলো দেখলেও, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে তারা জর্জরিত। সিপিএমের সংকট আরও গভীর। লাল ঝান্ডা বহনকারী অনেকেই যে ভোটের দিন ব্যালট বক্সে পদ্ম-প্রতীকে বোতাম টেপেন, তা আজ আর কোনও গোপন বিষয় নয়। বামেদের ভোটব্যাংকের একটি বড় অংশ যে গেরুয়া শিবিরের দিকেই ঢলেছে, তা গত কয়েকটি নির্বাচনেই প্রমাণিত।

এর পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতিগত ভোটব্যাংকের অত্যন্ত জটিল সমীকরণ। দক্ষিণবঙ্গে মতুয়াদের নাগরিকত্ব বা সিএএ ইস্যু নিয়ে দীর্ঘদিনের ক্ষোভ এবং প্রত্যাশা এবার ব্যালট বক্সে নির্ণায়ক ভূমিকা নিতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে রাজবংশী আবেগ একটি বড় ফ্যাক্টর। আলাদা রাজ্যের দাবি, ভাষাগত স্বীকৃতি এবং বঞ্চনার ইতিহাস রাজবংশী সমাজকে বরাবরই বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে, যার সরাসরি ফায়দা গত নির্বাচনগুলিতে পেয়েছে বিজেপি। তৃণমূলও এবার সেই হারানো জমি উদ্ধারে মরিয়া। এর সঙ্গেই রয়েছে আদিবাসী সমাজের সেন্টিমেন্ট। জঙ্গলমহল থেকে শুরু করে উত্তরবঙ্গের চা বলয়ে আদিবাসীদের মন পেতে দুই দলই তৎপর। এর মাঝে দেশের রাষ্ট্রপতিকে নিয়ে শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্বের কিছু বেফাঁস মন্তব্য বিরোধীদের হাতে প্রচারের অস্ত্র তুলে দিয়েছে ঠিকই, তবে শেষ বিচারে এই ইস্যুগুলো ভোটারদের সার্বিক সিদ্ধান্তে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

বিজেপি শিবিরের অন্দরের চিত্রটাও খুব একটা মসৃণ নয়। রাজ্য বিজেপির ডামাডোল, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব এবং স্থানীয় নেতৃত্বের ওপর সাধারণ মানুষের আস্থার অভাব স্পষ্ট। পরিস্থিতি অনুধাবন করে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এবার সরাসরি নির্বাচনের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে। স্থানীয় নেতাদের ব্যাকসিটে পাঠিয়ে অমিত শা সহ শীর্ষ নেতৃত্ব পুরো নির্বাচন প্রক্রিয়াকে সেন্ট্রাল কমান্ডের অধীনে এনেছেন, যা প্রমাণ করে রাজ্য নেতাদের ওপর তাঁদের আস্থার অভাব রয়েছে।

কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের এই সরাসরি রাশ হাতে নেওয়ার পাশাপাশি গেরুয়া শিবিরের আগ্রাসী মেজাজের প্রমাণ মিলেছে সোমবারই। এদিন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছে বিজেপি। আর প্রথম তালিকাতেই সবচেয়ে বড় চমক—মুখ্যমন্ত্রীর হাইপ্রোফাইল খাসতালুক ভবানীপুর থেকে খোদ শুভেন্দু অধিকারীকে প্রার্থী করা। একসময়ের ছায়াসঙ্গী শুভেন্দুকে এবার নন্দীগ্রামের পাশাপাশি ভবানীপুর থেকেও জোড়া টিকিট দিয়েছে বিজেপি। রাজনৈতিক মহলের মতে, খাস কলকাতার বুকে মমতা বনাম শুভেন্দুর এই সরাসরি এবং হাইভোল্টেজ দ্বৈরথের সম্ভাবনা বাংলার এই ব্লকবাস্টার মহারণে আক্ষরিক অর্থেই বারুদ ঠুসে দিয়েছে।

নজিরবিহীন দুই দফার নির্বাচনে এবার বাংলার রাজনৈতিক ভাগ্যনির্ধারণ হতে চলেছে। একদিকে নিয়োগ দুর্নীতি, শিল্পহীনতা ও ব্রেন-ড্রেনে তৈরি হওয়া তীব্র প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া; অন্যদিকে 'স্ট্রিট ফাইটার' মমতার জনমোহিনী প্রকল্পের ম্যাজিক। রাজ্য নেতৃত্বের ওপর ভরসা হারিয়ে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সরাসরি ভোটের রাশ হাতে নিয়েছে। মেরুকরণ এবং মতুয়া-রাজবংশী সমীকরণের মাঝে এই ব্লকবাস্টার মহারণ আসলে বাংলার আত্মসম্মানের চূড়ান্ত লড়াই।

কিন্তু এতসব নেতিবাচক দিক, প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া এবং বিজেপির আগ্রাসী রণকৌশলের পরেও একটা চরম সত্য মাথায় রাখতে হবে- 'স্ট্রিট ফাইটার' মমতাকে কোনওভাবেই খাটো করে দেখা বা হিসেবের বাইরে রাখা চরম বোকামি। খাদের কিনারা থেকে ফিরে আসার অসাধারণ ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। তাঁর তূণে সবসময় কোনও না কোনও ব্রহ্মাস্ত্র মজুত থাকে। কখন, কোথায়, কোন বোতাম টিপলে ভোটারদের সহানুভূতি আদায় করা যাবে, তা তাঁর চেয়ে ভালো এ রাজ্যের রাজনীতিতে কেউ জানেন না। তিনি খুব ভালো করেই জানেন, তাঁর আসল ভোটব্যাংক শহুরে এলিট বা বুদ্ধিজীবীরা নন; তাঁর শক্তির মূল ভিত্তি হল গ্রামীণ বাংলার নিম্নবিত্ত এবং নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ। যাঁদের কাছে সরকারি অনুদান বা প্রকল্পগুলো রোজকার বেঁচে থাকার রসদ। সেই কোর ভোটারদের আবেগ উসকে দিয়ে কীভাবে ভোটের মোড় ঘোরাতে হয়, তা মমতাই সবচেয়ে ভালো জানেন।

সব মিলিয়ে, এবারের নির্বাচন শুধু ক্ষমতার পালাবদল বা প্রত্যাবর্তনের লড়াই নয়; এটি বাংলার মানুষের টিকে থাকার, আত্মসম্মানের এবং রাজনৈতিক সচেতনতার এক চূড়ান্ত পরীক্ষা। একদিকে প্রতিষ্ঠানবিরোধী হাওয়া আর অন্যদিকে জনমোহিনী প্রকল্পের জাদু—এই দুইয়ের সংঘাতে ব্যালট বক্সে যে এক অভূতপূর্ব ঝড় উঠতে চলেছে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। গোটা দেশ এখন রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে আছে বাংলার এই চূড়ান্ত লড়াইয়ের দিকে।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৯৯৬

অভিনেতা অনিল চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন আজকের দিনে।

২০১৯

আজকের দিনে প্রয়াত হন কৌতুক অভিনেতা চিন্ময় রায়।

আলোচিত

আবার নবান্নেই দেখা হবে। দেখব, কত হামলা, কত বদলা নিতে পারো। বিজেপির লোককে ডিএম, চিফ সেক্রেটারি করতে হবে? কেন মানুষের ওপর ভরসা নেই? আমরা মাছের কাঁটা বাছি, আপনারা রাজনীতির উকুন বাছেন। সব চেঞ্জ করে দিন। তারপরেও বাংলার সরকার বদলাবে না।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

ধর্ষণে অভিযুক্ত ও নির্যাতিতা মামলার শুনানির জন্য দিল্লির তিস হাজারি আদালতে আসেন। আদালত চত্বরে তাঁদের মধ্যে তর্কাতর্কি হয়। অভিযুক্ত নির্যাতিতাকে চড় মারেন। হুমকি দেন, বিচারক তাঁর বন্ধু। নির্যাতিতা মোবাইলে ঘটনার ভিডিও করেন।

ভাইরাল/২

কৃষিজমিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে ভালুক! সত্যিকারের নয়, বানরের উপদ্রব রুখতে কৃষকরাই ভালুক সাজলেন। উত্তরপ্রদেশের ফিরোজপুরে বানরের উপদ্রব বাড়ছে। শেষে 'দেশি' বুদ্ধি এঁটে কৃষকরাই পালা করে ভালুকের পোশাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চাষের জমিতে। ভাইরাল ভিডিও।

জনমত

অভিভাবকহীন অবস্থায় আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিস

আলিপুরদুয়ার শহরের মানুষের কাছে আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিস শুধুমাত্র একটি ডাকঘর নয়, বরং বহু মানুষের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। হেড পোস্ট অফিসের অধীন এই পোস্ট অফিসের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, মানুষের আশা-ভরসার এই গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অফিসটি বর্তমানে নানা সমস্যায় জর্জরিত। দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে এই পোস্ট অফিসটি কার্যত অভিভাবকহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি হলেও, কার কাছে জানালে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা অনেকেরই স্পষ্ট নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের এমন বেহাল অবস্থা সত্যিই উদ্বেগজনক।

বর্তমানে এই পোস্ট অফিসে মোট চারজন কর্মী কর্মরত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, তাঁদের মধ্যে দুজন কর্মী অধিকাংশ সময়ই অফিসে অনুপস্থিত থাকেন। ছুটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়ার ফলে প্রতিদিন কার্যত দুইজন কর্মীকেই সব কাজের চাপ সামলাতে হয়। এতে গ্রাহকদেরও দীর্ঘসময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় এবং নানাভাবে হয়রান হতে হয়।

এছাড়া কর্মীদের আচরণ নিয়েও অভিযোগ রয়েছে। গ্রাহকদের সঙ্গে অযথা তর্ক-বিতর্ক হওয়ার ঘটনাও নতুন নয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই ধরনের বিষয়গুলো ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা গেলেও কার্যকর কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতায় প্রতিফলিত হয় না।

পরিকাঠামোগত সমস্যাও এখানে মারাত্মক। প্রায়শই দিনের পর দিন পোস্ট অফিসে ইন্টারনেট লিংক থাকে না। আজকের আধুনিক প্রযুক্তির যুগে এমন পরিস্থিতি একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। দ্রুত এবং স্থায়ী নেটওয়ার্ক সংযোগ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। একই সঙ্গে ক্যাশের সীমাবদ্ধতার কারণে গ্রাহকদের ভোগান্তি চরমে পৌঁছায়। গুরুত্বপূর্ণ এই পোস্ট অফিসে ক্যাশ লিমিট বাড়ানো এখন সময়ের দাবি।

অন্যদিকে, এত কাজের চাপ সামলানোর জন্য মাত্র একটি প্রিন্টিং মেশিন রয়েছে। ফলে সামান্য কাজের ক্ষেত্রেও অযথা দেরি হয় এবং সাধারণ মানুষকে সমস্যায় পড়তে হয়। অতএব পর্যাপ্ত প্রিন্টিং মেশিনের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত জরুরি। স্পিড পোস্ট পরিষেবার ক্ষেত্রেও সময়সীমা ও পরিষেবা ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করা দরকার। আধুনিক প্রযুক্তি ও পরিকাঠামো যুক্ত করে এই পোস্ট অফিসকে আধুনিকীকরণ করলে গ্রাহক পরিষেবার মান অনেকটাই উন্নত হবে।

আলিপুরদুয়ার কোর্ট পোস্ট অফিস শুধু একটি সরকারি দপ্তর নয়, এটি বহু মানুষের আস্থা ও নির্ভরতার কেন্দ্র। তাই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আন্তরিক আবেদন, এই গুরুত্বপূর্ণ পোস্ট অফিসের বর্তমান সমস্যাগুলি দ্রুত খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হোক। মানুষের ভরসার এই প্রতিষ্ঠানটিকে নতুন করে সচল ও কার্যকর করে তোলা এখন সময়ের দাবি।

উৎসেন্দু তালুকদার
আলিপুরদুয়ার কোর্ট, আলিপুরদুয়ার।

অর্থনীতি ও আধ্যাত্মিকতার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

নিছক লাভক্ষতির অঙ্ক নয়; আধ্যাত্মিক দর্শনের স্পর্শেই সম্ভব এক মানবিক ও সুষম অর্থনৈতিক সমাজ ব্যবস্থা।

নীলাচল রায়

আধুনিক বিশ্বে অর্থনীতিকে সাধারণত গাণিতিক সমীকরণ, জিডিপি এবং বাজার বিশ্লেষণের একটি শুষ্ক বিজ্ঞান হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে, আধ্যাত্মিকতাকে বিবেচনা করা হয় একান্তই ব্যক্তিগত ও মানসিক প্রশান্তির পথ হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি ক্ষেত্রকে সম্পূর্ণ আলাদা এবং বিপরীতমুখী মনে হলেও, গভীর পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, আধ্যাত্মিক ভিত্তিহীন অর্থনীতি শেষপর্যন্ত মানবজাতির জন্য টেকসই বা কল্যাণকর হতে পারে না। কেন অর্থনীতি আধ্যাত্মিকতা ছাড়া ব্যর্থ হতে বাধ্য, তা অনুধাবন করা বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বস্তুত, নৈতিকতা ও মূল্যবোধের অনুপস্থিতিতে অর্থনৈতিক প্রগতি শেষপর্যন্ত লক্ষ্যহীন এক নৌকায় পরিণত হয়।

প্রচলিত অর্থনীতি শেখায় যে মানুষের চাহিদা অসীম এবং সম্পদের সীমাবদ্ধতার মধ্যে সেই চাহিদাকে পূরণ করাই হল সাফল্যের চাবিকাঠি। কিন্তু আধ্যাত্মিকতা ছাড়া এই 'অসীম চাহিদা' কেবল লালসা বা লোভে পরিণত হয়। মানুষ যখন তার অভ্যন্তরীণ মানসিক শূন্যতা বস্তুগত সম্পদ দিয়ে পূরণ করতে চায়, তখন শুরু হয় এক অসুস্থ ও অন্ধ প্রতিযোগিতা। আধ্যাত্মিক চেতনা মানুষকে শেখায় যে, আনন্দ বস্তুর স্তূপের ওপর নয়, বরং মনের স্থিতিশীলতার ওপর নির্ভর করে। আধ্যাত্মিক বর্জিত ভোগবাদ মানুষকে তার প্রকৃত প্রয়োজন এবং অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতার মধ্যে পার্থক্য করতে ভুলিয়ে দেয়, যা শেষপর্যন্ত সামগ্রিক অর্থনীতিকেই একটি বিশৃঙ্খল ও ভারসাম্যহীন পথে চালিত করে।

অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হল শ্রম ও মেধা। কিন্তু যখন কোনও সমাজ কেবল মুনাফাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য মনে করে, তখন মানুষের ওপর প্রবল মানসিক চাপ তৈরি হয়। আধ্যাত্মিকতা মানুষকে ভেতরের স্থৈর্য ও একাগ্রতা অর্জনে সাহায্য করে, যা পরোক্ষভাবে কর্মক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করে। একজন মানসিকভাবে শান্ত ও তৃপ্ত কর্মী কেবল যান্ত্রিকভাবে কাজ করেন না, বরং সৃজনশীলতার মাধ্যমে অর্থনীতিতে অর্থবহ অবদান রাখেন। আধ্যাত্মিকতাহীন অর্থনীতি মানুষকে কেবল একটি 'সম্পদ' বা যন্ত্রের অংশ হিসেবে দেখে, যা দীর্ঘমেয়াদে সমাজে চরম অবসাদ ও ব্যাপক হতাশা সৃষ্টি করে। ফলে বাহ্যিক সমৃদ্ধি এলেও সামাজিক সুখ অধরাই থেকে যায়।

অর্থনীতির একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল সম্পদের সুষম বণ্টন। কিন্তু যখন অর্থনীতি থেকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ হারিয়ে যায়, তখন সমাজে চরম বৈষম্য তৈরি হওয়া অনিবার্য। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা ও অতি মুনাফার আকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের অধিকারকে ক্রমাগত খর্ব করে। আধ্যাত্মিকতা মানুষকে সমমর্মিতার শিক্ষা দেয়, যা সম্পদের ন্যায়সংগত বণ্টন নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা নেয়। পরার্থপরতার অভাব থাকলে অর্থনীতি কেবল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে, যা সামাজিক অস্থিরতার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একইসঙ্গে, আধ্যাত্মিক চেতনা না থাকলে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে কেবল 'কাঁচামাল' ভেবে যথেচ্ছ ব্যবহার করে, যা বর্তমানের পরিবেশগত বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ।

আধ্যাত্মিকতা ও অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে একে অপরের পরিপূরক। মানুষের অন্তরের শান্তি ও সচেতনতা যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি হয়, তখনই সমাজ থেকে দারিদ্র্য, বৈষম্য ও অস্থিরতা দূর করা সম্ভব। বর্তমানের বস্তুতান্ত্রিক বিশ্বে দাঁড়িয়ে আমাদের এটি মানতেই হবে যে, প্রকৃত সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কেবল বাহ্যিক জিডিপি বৃদ্ধি যথেষ্ট নয়; বরং অভ্যন্তরীণ চেতনার উন্নয়ন ঘটানোও সমানভাবে অপরিহার্য। আধ্যাত্মিকতার স্পর্শে অর্থনীতি যদি মানবিক হয়ে ওঠে, তবেই একটি সুন্দর ও শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

(লেখক শিক্ষক। মাটিগাড়ার বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৯৫

পাশাপাশি : ১। জাদুর মন্ত্রতন্ত্র ৩। অমঙ্গল, উৎপাত, ঝামেলা, অশুভ উক্তির খণ্ডনসূচক ৫। বাকপটু, কেবল কথা বলতেই পটু ৬। শিথিল, অপ্রত্যাশিতভাবে হাতছাড়া হওয়া ৭। ধনে ৯। হিমালয়ের কোলে গাড়োয়াল অঞ্চলের হিন্দুতীর্থবিশেষ ১২। তরল পদার্থের পরিমাপবিশেষ ১৩। চাতকপাখি, মুনিবিশেষ।

উপর-নীচ : ১। স্ফূর্তির বশে হঠাৎ তিড়িংলাফ ২। কখনও, দৈবাত কখনও ৩। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা, প্রবল সমর্থন, বলিহারি ৪। সুস্বাদু মাছবিশেষ ৫। বকবক করা, তিরস্কার করা ৭। তীর্থ, পবিত্র স্থান, গৃহ, বাসস্থান ৮। তরবারি, অসি, খড়্গ ৯। ছোট থলে, বটুয়া ১০। দুঃখিত, কাতর ক্লিষ্ট, ভারাক্রান্ত ১১। শ্রমজীবী, মজুর।

সমাধান ■ ৪৩৯৪

পাশাপাশি : ১। অসম ৪। ধুলট ৫। বকা ৭। মন্তর ৮। সওয়াল ৯। বকশিশ ১১। ফিনিক ১৩। সাকি ১৪। ভেলকি ১৫। রসদ।

উপর-নীচ : ১। অন্তিম ২। মধুর ৩। পটবাস ৬। কামাল ৯। বচসা ১০। শব্দভেদী ১১। ফিকির ১২। কণাদ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

স্পিকারেরই ‘ওয়াক-আউট’

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : ভারতের সংসদীয় ইতিহাসে এক নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল কর্ণাটক বিধানসভা। সাধারণত বিরোধী দল বা বিধায়কদের ওয়াকআউট করতে দেখা যায়, কিন্তু এবার খোদ স্পিকার ইউটি খাদর ক্ষোভে সভা ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন! কারণ? মন্ত্রীদের লাগাতার অনুপস্থিতি এবং বিধায়কদের প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া।

সোমবার বিধানসভায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীসহ একাধিক মন্ত্রীর কাছে বকেয়া প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে মেজাজ হারান স্পিকার। তিনি বলেন, ‘বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও সরকার সভাকে অবজ্ঞা করছে। এভাবে অধিবেশন চালানো আমার পক্ষে সম্ভব নয়।’ এরপরই অনির্দিষ্টকালের জন্য সভা মুলতবি করে বেরিয়ে যান তিনি। স্পিকারের এই চরম পদক্ষেপে রীতিমতো অস্বস্তিতে সিদ্দারামাইয়া সরকার।

লেবুর শরবতে গ্যাস-চার্জ

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের প্রভাবে দেশে রান্নার গ্যাসের আকাল, আর তার মাশুল গুনতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে! বেঙ্গালুরুর এক ক্যাফেতে দু-গ্লাস লেবুর শরবত বা ‘মিন্ট লেমনেড’ অর্ডার করে চক্ষু চড়কগাছ এক গ্রাহকের। বিল হাতে নিয়ে দেখেন, লেবুর শরবতের দামের ওপর আলাদা করে ৫% ‘গ্যাস ক্রাইসিস চার্জ’ চাপানো হয়েছে! সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া সেই বিলে দেখা যাচ্ছে, ১৭৯ টাকা দামের শরবতের ওপর বাড়তি ১৭ টাকা নেওয়া হয়েছে রান্নার গ্যাসের সংকটের কারণে। নেটিজেনরা মজা করে বলছেন, ‘শরবত বানাতে তো আগুন লাগে না, তবে কি লেবু চিপতেও এখন এলপিজি লাগছে?’ যদিও দেশে এলপিজি সংকটের জেরে অনেক রেস্তোরাঁই এখন হিমশিম খাচ্ছে।

নেতানিয়াহুর ভিডিওয় প্রশ্ন

জেরুজালেম, ১৬ মার্চ : ইজরায়েলি প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু কি সত্যিই বেঁচে? নিজের মৃত্যুর গুজব ওড়াতে কফি শপে বসে একটি ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। কিন্তু বিতর্ক থামার বদলে আরও বেড়েছে। এক্সের এআই চ্যাটবট 'গ্রোক' দাবি করেছে, ভিডিওটি সম্পূর্ণ ডিপফেক বা এআই-নির্মিত। যদিও কফি শপ কর্তৃপক্ষ ছবি পোস্ট করে প্রধানমন্ত্রীর সশরীরে উপস্থিতির দাবি জানিয়েছে।

রসগোল্লা আটকে মৃত্যু

জামশেদপুর, ১৬ মার্চ : বিয়ের নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়ে বিপত্তি। খেতে বসে রসগোল্লা মুখে দিতেই গলায় আটকে যায় ললিত সিংয়ের। শ্বাসকষ্টে ছটফট করতে থাকেন। আশপাশের লোকজন তাঁর গলা থেকে রসগোল্লা বের করার চেষ্টা করেন। না পেরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকরা তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন। ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুরের ঘটনা। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, রসগোল্লার টুকরো শ্বাসনালিতে ঢুকে যাওয়ায় মৃত্যু হয়েছে ললিতের। ময়নাতদন্তের পর দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

বিষ গ্যাসের বলি

অমরাবতী, ১৬ মার্চ : কার্বন মনোক্সাইড গ্যাসের বিষক্রিয়ায় ঘুমের মধ্যেই মৃত্যু হল একই পরিবারের চারজনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক বৃদ্ধ ও তিন শিশু। মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে অন্ধ্রপ্রদেশের চিত্তুরে। পুলিশ জানিয়েছে, বৃদ্ধর ছেলে বাইক সারিয়ে বাড়ি এনেছিলেন। মেকানিকের পরামর্শ মতো সারারাত বাইকের ইঞ্জিন চালু ছিল। ওই ঘরেই ঘুমোচ্ছিলেন চারজন। মশার উপদ্রবে ঘরের জানলা-দরজা বন্ধ ছিল। বাইকের ধোঁয়ায় থাকা কার্বন মনোক্সাইডে ঘর ভরে যায়। ফলে ঘুমের মধ্যেই শ্বাসকষ্টে মৃত্যু হয় সবার। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধ্বস্ত বাহন

তেল আভিভ, ১৬ মার্চ : তেহরানের মেহরাবাদ বিমানবন্দরে ইরানের প্রয়াত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের ব্যবহৃত বিমানটি ‘নিখুঁতভাবে’ ধ্বংস করার দাবি করল ইজরায়েলি সেনাবাহিনী (আইডিএফ)। সোমবার আইডিএফ মুখপাত্র এল্লা ওয়াভিয়া জানান, বিমানটি শুধু খামেনেইয়ের যাতায়াতের মাধ্যম ছিল না, বরং ইরানের আন্তর্জাতিক অস্ত্র চুক্তি ও বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে সমন্বয়ের কৌশলগত মাধ্যমও ছিল। ইজরায়েলের দাবি, এই হামলায় ইরান সরকারের শীর্ষনেতৃত্ব ও সামরিক কর্তাদের যাতায়াত ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যা তাঁদের বন্ধু দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

বরফে ঢাকা বদ্রীনাথে সতর্ক নিরাপত্তাকর্মীরা। সোমবার উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায়।

ইরানের নিশানায় দুবাই বিমানবন্দর

হরমুজে অনড় ট্রাম্প, পাশে নেই বন্ধুরা

ওয়াশিংটন ও তেহরান, ১৬ মার্চ : তিন সপ্তাহ পেরিয়ে ইরান বনাম ইজরায়েল-আমেরিকা যুদ্ধ এখন এক ভয়াবহ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে। বিশ্ব অর্থনীতির লাইফলাইন ‘হরমুজ প্রণালী’ এখন কার্যত ইরানি খাঁচায় বন্দি। আর এই সংকট কাটাতে গিয়ে নিজের বন্ধুদের ওপরই মেজাজ হারালেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। সাফ জানিয়ে দিলেন, মধ্যপ্রাচ্যের এই অভিযানে মিত্র দেশগুলো পাশে না দাঁড়ালে ‘ন্যাটো’ -র ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ট্রাম্পের এমন বিস্ফোরক মন্তব্যে পশ্চিমি দেশগুলোর অন্দরে ফাটল এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

রবিবার একটি ব্রিটিশ সংবাদপত্রকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ন্যাটো দেশগুলোর ওপর ক্ষোভ উগরে দিয়ে ট্রাম্পের অভিযোগ— ইউরোপীয় দেশগুলো হরমুজ প্রণালীর সুবিধা ভোগ করলেও বিপদের সময় কেউ এগিয়ে আসছে না। অথচ ইউক্রেন যুদ্ধ থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরে থেকেও আমেরিকা সাহায্য করে গিয়েছে। তিনি বলেন, ‘ন্যাটো নামে আমাদের একটি সংগঠন আছে। আমরা তাদের প্রতি অনেক সদয় হয়েছি। ইউক্রেন আমাদের থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে হওয়া সত্ত্বেও আমরা সাহায্য করেছি। এখন দেখার বিষয় তারা আমাদের সাহায্য করে কি না।’ ট্রাম্পের মন্তব্যে স্পষ্ট, আমেরিকার হরমুজ অভিযানে ন্যাটো দেশগুলিকে পাশে চাইছেন তিনি।

তবে ট্রাম্পের ‘টিম এফোর্ট’-এর ডাকে এখনও পর্যন্ত ইতিবাচক সাড়া মেলেনি। আমেরিকার দীর্ঘদিনের বন্ধু জাপান এবং অস্ট্রেলিয়া সাফ জানিয়ে দিয়েছে, তারা মধ্যপ্রাচ্যে কোনও যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে না। জাপানি প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাচি সেদেশের সংবিধানের দোহাই দিয়ে জানিয়েছেন, জ্বালানি তেলের ৯৫ শতাংশ এই পথ দিয়ে এলেও সরাসরি সামরিক অভিযানে অংশ নেওয়া জাপানের পক্ষে সম্ভব নয়। অন্যদিকে, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাবিনেট মন্ত্রী ক্যাথরিন কিং-ও স্পষ্ট করেছেন যে, মার্কিন-ইজরায়েলি অভিযানে অংশ নেওয়ার কোনও পরিকল্পনা ক্যানবেরার নেই।

- হরমুজ অভিযানে সাহায্য না করলে ন্যাটোর ভবিষ্যৎ ‘অন্ধকার’ বলে সদস্য দেশগুলিকে হুঁশিয়ারি ট্রাম্পের
- মার্কিন সামরিক অভিযানে অংশ নিতে অস্বীকার জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার
- দুবাই বিমানবন্দরে ইরানি ড্রোন হামলায় জ্বালানি ট্যাংকে আগুন লেগে বিমান চলাচল ব্যাহত
- আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০৪ ডলার
- তেহরানে ফের ইজরায়েলি হামলা

এমনকি চিন সফর নিয়েও বেজিংকে ব্ল্যাকমেল করতে শুরু করেছেন ট্রাম্প। যুদ্ধের আঁচ এবার পৌঁছেছে মরুদেশের বিজনেস হাব দুবাইয়ে।

সোমবার ভোরে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি জ্বালানি ট্যাংকে ইরানি ড্রোন হামলায় ভয়াবহ আগুন লাগে। আতঙ্কে সাময়িকভাবে বিমান পরিষেবা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আকাশে সারাদিন ধরে চলেছে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্রের লুকোচুরি। পালটা হিসেবে ইরানের রাজধানী তেহরানে ভারী বোমাবর্ষণ শুরু করেছে মার্কিন ও ইজরায়েলি বায়ুসেনা। লেবাননে ঢুকে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েলি ফৌজ।

এই রণক্ষেত্র পরিস্থিতির সরাসরি প্রভাব পড়েছে আন্তর্জাতিক বাজারে। তেলের দাম ব্যারেল প্রতি ১০০ ডলার ছাড়িয়ে ১০৪ ডলারে পৌঁছেছে।

দলীয় নির্দেশ উপেক্ষা, রাষ্ট্রপতির প্রাতরাশে সৌগত

সোমবার রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে আমন্ত্রিতরা।

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত প্রাতরাশ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্দরে তৈরি হল নতুন সমীকরণ। রমজান মাসে উপবাসরত মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের ভাবাবেগের কথা মাথায় রেখে এবং দলের মুসলিম সাংসদদের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে এই প্রাতঃরাশ বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল তৃণমূল সংসদীয় দল। রাজ্যসভার মুখ্য সচেতক নাদিমুল হক স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, দলের কেউ সেখানে যাবেন না। কিন্তু সেই অঘোষিত নির্দেশিকাকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সোমবার রাষ্ট্রপতির প্রাতঃরাশে যোগ দিলেন দমদমের বর্ষীয়ান সাংসদ সৌগত রায়।

দলের এই সিদ্ধান্ত অমান্য করা নিয়ে শাসকদলের ভেতরে-বাইরে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা। তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘দিদি বুঝবেন। সৌগতদা যে কাজগুলি করেন, দলের কাজের সঙ্গে কতটা যায় জানি না।’ অন্যদিকে, সুযোগ পেয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি। বিজেপি নেতা মনোজ টিগ্গা বলেন, ‘উনি তো বর্ষীয়ান সাংসদ, তারপরও দলের ঊর্ধ্বে উঠে কাজ করছেন।’

রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দেশের অন্যতম প্রবীণ সাংসদ হিসেবে সৌগত রায় হয়তো সংসদীয় শিষ্টাচার ও সৌজন্যকেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এখনই এই ঘটনাকে ‘দলবিরোধী’ আখ্যা দিতে নারাজ। সংসদীয় নেতৃত্বের সাফাই, ‘রাষ্ট্রপতির আমন্ত্রণ রক্ষা করা ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। এ বিষয়ে দলের তরফে কোনও হুইপ বা লোকসভা-রাজ্যসভার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে কোনও নির্দেশিকা জারি করা হয়নি।’ তবে নির্বাচন দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দলের বয়কট-নীতির এই প্রকাশ্য লঙ্ঘন রাজনৈতিক মহলে বেশ চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে।

চুক্তি নয়া শুল্ক কাঠামোতেই

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক কাঠামো চূড়ান্ত হওয়ার পরেই ভারতের সঙ্গে বহু প্রতীক্ষিত বাণিজ্য চুক্তিটি সই হতে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রক।

সোমবার বাণিজ্যসচিব রাজেশ আগরওয়াল জানান, ওয়াশিংটন বর্তমানে একটি বিশ্বজনীন শুল্ক কাঠামো তৈরির কাজ করছে। মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প পূর্ববর্তী কিছু শুল্কনীতি বাতিল করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। আপাতত সেখানে অস্থায়ীভাবে ১০ থেকে ১৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক কার্যকর রয়েছে। আগরওয়াল বলেন, চুক্তির খুঁটিনাটি ও কারিগরি বিষয় নিয়ে দুই দেশের আলোচনা চলছে। ভারতের লক্ষ্য, মার্কিন বাজারে ১৮ শতাংশ শুল্ক সুবিধা নিশ্চিত করা, যা চিন বা ভিয়েতনামের মতো প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির তুলনায় ভারতকে বাণিজ্যিক সুবিধা দেবে। পাশাপাশি ভারত অস্ট্রেলিয়া ও পেরু সহ হাফডজন দেশের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চালাচ্ছে।

চড়ল বাজার

মুম্বই, ১৬ মার্চ : সপ্তাহের প্রথম লেনদেনের দিনে ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় শেয়ার বাজার। এদিন সেনসেক্স ৯৩৮.৯৩ পয়েন্ট উঠে ৭৫৫০২.৮৫ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে নিফটি ২৫৭.৭ পয়েন্ট উঠে ২৩৪০৮.৮০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। বিগত সপ্তাহে ধস নামার পর সূচকের ঘুরে দাঁড়ানোর নেপথ্যে একাধিক কারণ রয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। বিগত কয়েকদিনের পতনে প্রথম সারির বহু সংস্থার শেয়ারদর অনেকটাই সস্তা হয়েছে। কম দামে শেয়ার কেনার হিড়িকে উত্থান হয়েছে সূচকের। ইরান যুদ্ধের আবহে জ্বালানি তেল ও গ্যাসের দাম বাড়লেও সম্প্রতি হরমুজ প্রণালী দিয়ে জাহাজ যাতায়াত করতে পারছে। ফলে অশোধিত তেলের দাম আর বাড়েনি।

আরএসএস ও র-কে নিষিদ্ধ করতে মার্কিন সুপারিশ

ওয়াশিংটন, ১৬ মার্চ : ভারতে ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিস্থিতির অবনতির অভিযোগ তুলে আরএসএস ও গোয়েন্দা সংস্থা ‘র’-এর ওপর সুনির্দিষ্ট নিষেধাজ্ঞার সুপারিশ করেছে মার্কিন আন্তর্জাতিক ধর্মীয় স্বাধীনতা বিষয়ক কমিশন (ইউএসসিআইআরএফ)।

কমিশন তাদের বার্ষিক প্রতিবেদনে ভারতের অবস্থাকে ‘বিশেষ উদ্বেগজনক’ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। ওয়াশিংটনকে দেওয়া সুপারিশে তারা অস্ত্র বিক্রি ও বাণিজ্যনীতিকে ধর্মীয় স্বাধীনতার শর্তের সঙ্গে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছে। প্রতিবেদনে অভিযোগ করা হয়েছে, ভারতে সংখ্যালঘু ও উপাসনালয়গুলিকে লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে। বিশেষ করে ধর্মান্তরবিরোধী কঠোর আইন, ওয়াকফ সংশোধন আইন এবং উত্তরাখণ্ড সংখ্যালঘু শিক্ষা আইনের সমালোচনা করা হয়েছে। মহারাষ্ট্র, ওড়িশা ও উত্তরপ্রদেশের সাম্প্রদায়িক হিংসার জন্য দায়ী করা হয়েছে আরএসএস-এর সহযোগী সংগঠনগুলিকে।

পূর্ববর্তী বছরগুলিতে ভারত এই ধরনের রিপোর্টকে ‘পক্ষপাতদুষ্ট’ ও ‘রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে। নয়াদিল্লির মতে, ভারতের পরিস্থিতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নেই মার্কিন সমীক্ষকদের। তাই তাঁদের রিপোর্টে ১৪০ কোটি মানুষের বৈচিত্র্যময় ও বহুত্ববাদী ভারতীয় জনসমাজকে ভুলভাবে তুলে ধরা হচ্ছে। এমনকি গত বছর ভারতের বিদেশমন্ত্রক ইউএসসিআইআরএফ-কেই ‘উদ্বেগের সংস্থা’ হিসাবে চিহ্নিত করার পালটা দাবি তুলেছিল। কমিশন ভারতের নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনেরও সমালোচনা করেছিল, যার প্রেক্ষিতে ভারত তাদের দলের ভিসা প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

আইসিইউতে আগুন, ঝলসে মৃত ১০ রোগী

ভুবনেশ্বর, ১৬ মার্চ : রোগ সারাতে এসে শেষপর্যন্ত আগুনেই শেষ হয়ে গেল ১০টি প্রাণ। সোমবার ভোররাতে ওড়িশার কটক এসসিবি হাসপাতালের আইসিইউ-তে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ১০ জন রোগীর। ১১ জন হাসপাতাল কর্মী গুরুতর অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী।

প্রাথমিকভাবে অনুমান, আইসিইউ-এর কোনও একটি ওয়ার্ডে শর্ট সার্কিট থেকেই এই আগুনের সূত্রপাত। রাত ৩টে নাগাদ শর্ট সার্কিট থেকে আইসিইউ-তে আগুন লাগে। ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে এবং আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় রোগীদের। দমকলের তিনটি ইঞ্জিন

এবং ৩০ জন কর্মীর ৩ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে এলেও ততক্ষণে সব শেষ। পুলিশ কমিশনার এস দেব দত্ত সিং জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে কোনও শিশু নেই।

এই ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি নিজে হাসপাতালে গিয়ে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং ২৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সাহায্যের ঘোষণা করেন। মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, হাসপাতালের ‘অগ্নিনিরাপত্তা প্রোটোকল’ নিয়ে কোনও গাফিলতি ধরা পড়লে কাউকেই রেয়াত করা হবে না।

সফল ফোন-কূটনীতি ■ উদ্ধার ভারতীয়রা

এলপিজি নিয়ে দেশে এল শিবালিক

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : পশ্চিম এশিয়ায় রণংদেহি ইরান-ইজরায়েল সংঘাতের মাঝেই বড়সড় কূটনৈতিক জয় ভারতের। একদিকে যেমন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরলেন ২০ হাজারের বেশি ভারতীয়, তেমনই জ্বালানির হাহাকার রুখতে হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে দেশে পৌঁছাল বিশালাকার এলপিজি ট্যাঙ্কার। সোমবার গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে ৪০ হাজার মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে নোঙর করেছে শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার জাহাজ ‘শিবালিক’। মঙ্গলবারই মুম্বইয়ে পৌঁছানোর কথা আর এক ট্যাঙ্কার ‘নন্দাদেবী’র। ভারতের এই ‘সেফ প্যাসেজ’ পাওয়ার নেপথ্যে কাজ করেছে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের তুখোড় ‘ফোন-কূটনীতি’।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরান-আমেরিকা সংঘাতের জেরে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল বিশ্ব বাণিজ্যের লাইফলাইন হরমুজ প্রণালী। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তেল ও গ্যাস আমদানি। এই সংকট মেটাতে ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাঘাচির সঙ্গে চার দফায় কথা বলেন জয়শঙ্কর। খোদ প্রধানমন্ত্রী মোদি কথা বলেন ইরানের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে। সেই বন্ধুত্বের জেরেই মিলেছে বিশেষ ছাড়। ভারতের জন্য হরমুজের দরজা খুলে দেওয়ায় প্রায় ৯২,৭১২ মেট্রিক টন গ্যাস নিয়ে দেশে ফেরার পথ পেল দুই ভারতীয় জাহাজ। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস মন্ত্রকের যুগ্মসচিব সুজাতা শর্মা জানিয়েছেন, বর্তমানে এলপিজি সরবরাহে কিছুটা কঠিন সময় চললেও, জাহাজ দুটি পৌঁছানোয় বড়সড় ঘাটতি মিটে যাবে।

গুজরাটের মুন্দ্রা বন্দরে নোঙর করেছে শিবালিক। সোমবার।

তবে কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

জ্বালানির পাশাপাশি উদ্ধারকাজেও বড় সাফল্য পেয়েছে সাউথ ব্লক। আকাশপথ বন্ধ থাকায় আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান সীমান্ত দিয়ে সড়কপথে ভারতীয়দের ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকরের কথায়, ‘এটি কোনও দেনাপাওনার বিষয় নয়। ভারত ও ইরানের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই এই সেফ প্যাসেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।’ বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ৫৫০ জনের বেশি ভারতীয়কে আর্মেনিয়া হয়ে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ২৮৪ জন তীর্থযাত্রী। তবে ওমানের সোহার শহরে হামলায় দুই ভারতীয়র মৃত্যুতে উদ্বেগ বেড়েছে দিল্লির। তেহরানের ভারতীয় দূতাবাস সাফ জানিয়েছে, অনুমতি ছাড়া কেউ যেন স্থলসীমান্ত পারাপারের চেষ্টা না করেন। বিপদে পড়া নাগরিকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে চারটি জরুরি হেল্পলাইন নম্বর। সব মিলিয়ে যুদ্ধের আগুনে যখন পশ্চিম এশিয়া জ্বলছে, তখন নাগরিকদের প্রাণ বাঁচানো আর দেশের হেঁশেল সচল রাখার চ্যালেঞ্জে আপাতত কয়েক ধাপ এগিয়ে থাকল ভারত।

> **এটি কোনও দেনাপাওনার বিষয় নয়। ভারত ও ইরানের ঐতিহাসিক সম্পর্কের ভিত্তিতেই সেফ প্যাসেজ পাওয়া সম্ভব হয়েছে।**
>
> **এস জয়শংকর**

গ্রীষ্মের প্রস্তুতি... আড়তে তরমুজের পাহাড়। সোমবার চিক্কামাগালুরুতে।

‘মিডনাইট অ্যাকশন’

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : ভোট ঘোষণার পরই বাংলার প্রশাসনিক অলিন্দে আছড়ে পড়ল নির্বাচন কমিশনের ‘মধ্যরাতের বাজ’। রবিবার গভীর রাতে আচমকাই বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে সরিয়ে দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। আর এই বেনজির পদক্ষেপ ঘিরেই সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল সংসদ। দিল্লির জিরো আওয়ারে কমিশনের এই ‘হস্তক্ষেপ’ নিয়ে কার্যত যুদ্ধ ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস।

ভোট ঘোষণার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নবান্নের দুই শীর্ষ আমলা পদ থেকে সরানো হয়েছে। কমিশনের নির্দেশে ১৯৯৩ ব্যাচের আইএএস দুষ্যন্ত নারিয়ালা হচ্ছেন বাংলার নতুন মুখ্যসচিব। স্বরাষ্ট্রসচিবের (হিল অ্যাফেয়ার্স-সহ) গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে বসানো হয়েছে ১৯৯৭ ব্যাচের আমলা সঙ্গমিত্রা ঘোষকে। কিন্তু কেন এই তড়িঘড়ি বদলি? এই প্রশ্ন তুলেই রাজ্যসভায় সরব হন তৃণমূল নেতা ডেরেক ও’ব্রায়েন। তাঁর বক্তব্য নির্বাচন কমিশনের হাতে এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক ক্ষমতা থাকলেও, যেভাবে রাতের অন্ধকারে তা কার্যকর করা হয়েছে, তা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন, 'কমিশন চাইলে হয়তো এটাও বলতে পারে যে তিনি সাদা নয়, নীল জামা পরে আছেন অর্থাৎ বাস্তবতাকেও ইচ্ছামতো বদলে দেওয়ার ক্ষমতা যেন তারা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে।' ডেরেকের কটাক্ষ, ‘কমিশন এখন নিজের ইচ্ছামতো সাদা জামাকে নীল বলার ক্ষমতা হাতে তুলে নিয়েছে।’ প্রতিবাদে দিনভর রাজ্যসভা ওয়াকআউট করেন তৃণমূল সাংসদরা।

উত্তপ্ত সংসদ

সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে কমিশনের এই পদক্ষেপকে ‘অগণতান্ত্রিক’ তকমা দিয়েছেন তৃণমূলের সাগরিকা ঘোষ। তাঁর দাবি, নির্বাচিত সরকারের কাঠামোকে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে। অন্যদিকে, বিজেপির কিরেন রিজিজু পালটা বলেন, স্বচ্ছ নির্বাচনের স্বার্থে কমিশনকে সংবিধান এই পূর্ণ ক্ষমতা দিয়েছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোট ঘোষণার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই রাজ্যের শীর্ষ দুই আধিকারিককে সরিয়ে দিয়ে কমিশন স্পষ্ট করে দিল— আগামী কয়েক মাস বাংলা থাকবে দিল্লির কড়া নজরদারিতেই।

ক্রস ভোটিংয়ের আশঙ্কায় ইন্ডিয়া

পাটনা, ১৬ মার্চ : রাজ্যসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বিহার বিধানসভায় নাটকীয় মোড়। সোমবার পাঁচটি আসনে ভোটগ্রহণ চলাকালীন কংগ্রেসের তিন বিধায়কের ‘বেপাত্তা’ হওয়ার ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জল্পনা চলছে, এই বিধায়করা ক্রস ভোটিং করে এনডিএ শিবিরে নাম লেখাতে পারেন। নিখোঁজ তিন বিধায়ক হলেন, বাল্মীকি নগরের সুরেন্দ্র কুশওয়াহা, ফরবিসগঞ্জের মনোজ বিশ্বাস এবং মণিহারীর মনোহর প্রসাদ। তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ থাকায় ‘ঘোড়া কেনাবেচা’র আশঙ্কায় রীতিমতো কাঁপছে ইন্ডিয়া জোট। বিহারে পাঁচটি আসনের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, রামনাথ ঠাকুর এবং বিজেপির নীতিন নবীন ও শিবম কুমারের জয় কার্যত নিশ্চিত। তবে পঞ্চম আসনটি ঘিরে লড়াই জমে উঠেছে। এনডিএ প্রার্থী উপেন্দ্র কুশওয়াহার বিরুদ্ধে লড়ছেন মহাজোটের অমরেন্দ্রধারী সিং। এই আসনে জয়ের জন্য আরজেডি-কংগ্রেস জোটের অন্তত ৪১ জন বিধায়কের সমর্থন প্রয়োজন। এআইএমআইএম-এর ৫ বিধায়ক তেজস্বীকে সমর্থনের কথা জানালেও, বিরোধী-অঙ্ক বিগড়ে যাওয়ার জোগাড়।

যুদ্ধের জেরে বিপর্যস্ত ওষুধ সরবরাহ

লন্ডন, ১৬ মার্চ : মধ্যপ্রাচ্যে ক্রমবর্ধমান সংঘাতের আবহে জ্বালানির পাশাপাশি ওষুধ সরবরাহেও টান পড়েছে। বিমান ও নৌপথ রুদ্ধ হওয়ায় ক্যানসার সহ বিভিন্ন জটিল রোগের ওষুধের সরবরাহ ব্যবস্থা প্রায় বন্ধ হতে বসেছে। এই ছবিটা সারা বিশ্বজুড়েই।

ইরানের বিরুদ্ধে ইজরায়েল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক সংঘাতের জেরে দুবাই, আবু ধাবি ও দোহার মতো প্রধান কার্গো হাবগুলি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক এয়ার কার্গোর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই অঞ্চলের ওপর দিয়ে যাতায়াত করে, যার বড় একটি অংশ হল জীবনদায়ী ওষুধ ও টিকা। বিশেষ করে ক্যানসার নিরোধক এবং রেফ্রিজারেটেড ওষুধের মতো তাপ-সংবেদনশীল পণ্য পরিবহণ

এখন সবচেয়ে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। ওষুধ সরবরাহকারী সংস্থাগুলি জানিয়েছে, পরিস্থিতির দ্রুত উন্নতি না হলে আগামী ৪ থেকে ৬ সপ্তাহের মধ্যে অনেক হাসপাতালে ওষুধের মজুত শেষ হয়ে যেতে পারে।

ওষুধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানগুলি জেড্ডা, রিয়াধ ও ওমান হয়ে বিকল্প সড়কপথে বা চিন ও সিঙ্গাপুর হয়ে দীর্ঘ আকাশপথে পণ্য পাঠানোর চেষ্টা করছে। তবে এই দীর্ঘ যাত্রার কারণে পরিবহণ খরচ, জ্বালানি ব্যয় এবং ওষুধের তাপমাত্রা বজায় রাখতে ড্রাই আইসের ব্যবহার কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছে। ইরান গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী বন্ধ করে দেওয়ায় সমুদ্রপথে জাহাজ চলাচল বন্ধ। এছাড়া ওষুধের পাশাপাশি ভায়াল স্টপার ও আইভি ব্যাগের মতো সরঞ্জামের ঘাটতিও বেকায়দায় ফেলে দিয়েছে চিকিৎসা পরিষেবাকে। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, সময় মতো ওষুধ না পৌঁছোলে ক্যানসার আক্রান্ত রোগীদের থেরাপি নতুন করে শুরু করতে হতে পারে, যা তাঁদের জীবনের জন্য অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

সলমনের ছবি নিয়ে ফের জট

সলমন খানের ছবি আবারও শিরোনামে। এবার গালওয়ান ছবির নাম গেল বদলে। সলমন খান ফিল্মসের পক্ষ থেকে ছবিটির নতুন পোস্টার প্রকাশ করে এই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পোস্টারের ট্যাগলাইনে লেখা হয়েছে এক বিশেষ বার্তা: 'মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস'।

২০২০ সালে গালওয়ান উপত্যকায় ভারত ও চিন সেনাবাহিনীর মধ্যে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল, সেই সত্য ঘটনা থেকেই অনুপ্রাণিত এই ছবি। তবে নির্মাতারা এটিকে কেবল একটি ঐতিহাসিক যুদ্ধের দলিল হিসেবে তুলে ধরতে চান না। ছবির টিমের মতে, 'মাতৃভূমি: মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস' নামটির মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতা ছাপিয়ে শান্তি এবং দেশপ্রেমের এক গভীর দার্শনিক বার্তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে ঠিক ছিল যে 'মাতৃভূমি' আগামী ১৭ এপ্রিল প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে। কিন্তু সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, ছবিটির কাজ শেষ করতে আরও কিছুটা সময় লাগতে পারে। শোনা যাচ্ছে, মুক্তির তারিখ পিছিয়ে নিয়ে যাওয়া হতে পারে অগাস্টের মাঝামাঝি সময়ে।

তবে সত্যিই এই কাণ্ড হলে সানি দেওল আর সলমন খানের মধ্যে যুদ্ধ লাগবে। কারণ সানির ছবি 'লাহোর ১৯৪৭' ঠিক সেই সময়েই আসবে বলে অনেক আগে থেকেই ঠিক হয়ে আছে।

মঞ্চ নিয়ে বিরক্ত শ্রেয়া?

তাহলে কি বিরতি নিতে চাইছেন শ্রেয়া ঘোষাল? তাঁর কথা শুনে আতঙ্কে আকুল ভক্তরা। অরিজিৎ সিংয়ের প্লেব্যাক থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরে গানের জগৎ অনেকটাই নড়েচড়ে বসেছে। শ্রেয়া নিজেও অন্যরকম কিছু ভাবছেন।

না, এক্ষুনি কিছু করছেন না ঠিকই, তবে তাঁরও যে এই ইঁদুর দৌড় থেকে সরে যেতে ইচ্ছে হয়, সে কথাটা স্পষ্ট করেই বলছেন শ্রেয়া। কিন্তু কেন এমন ইচ্ছে? ক্লান্তি? নাহ, গান শ্রেয়াকে ক্লান্ত করে না। বিশেষ করে মঞ্চে দর্শকদের হাততালি যখন কানে আসে, তখন তাঁর সব ক্লান্তি উবে যায়। শুধু তাই নয়, শিল্পীর ক্লান্তি যেন তাঁর শিল্পে ছাপ না ফেলে, সে কথা সাফ জানিয়েছেন শ্রেয়া। বলেছেন, দর্শকরা তাঁর কাছে অনুপ্রেরণা নিতে আসেন। তাই তাঁদের হতাশ করার কোনও অধিকার শিল্পীর নেই।

তাহলে শ্রেয়া গান ছেড়ে দিতে চাইছেন কেন? না, এখনই না ছাড়লেও নিজের ইচ্ছেমতো সুর এবং সঙ্গীত সৃষ্টির আশা তাঁর মধ্যে রয়েই গেছে। তাই হয়তো কোনও দিন নিজের স্বাধীনতাকে বেছে নিতে পারেন।

অবশ্য একটা কথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন শ্রেয়া। যদি কখনও মঞ্চে উঠে তাঁর নিজের গানের সঙ্গে লিপ দিতে হয়, সেদিনই মঞ্চ থেকে বিদায় নেবেন তিনি। যতদিন কণ্ঠে সুর আছে, জোর আছে, রেওয়াজ চালিয়ে যাবেন। আর বুক চিতিয়ে দর্শকদের সামনে লাইভ করবেন। লিপ মেলাবেন না বলে জানিয়েছেন শ্রেয়া।

একনজরে সেরা

আদিত্যর কীর্তি

ধুরন্ধর ছবিতে ঊষা উত্থুপের রাম্বা হো গানটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর জন্য ঊষার কাছ থেকে অনুমতি নেননি আদিত্য। ঊষা অনুযোগ করলেও বলেছেন শিল্পীর থেকে গান বড়। আবার ছবিতে পাকিস্তানি গায়ক হাসানের 'হাওয়া হাওয়া' গানটি ব্যবহৃত হয়েছে কয়েক সেকেন্ডের জন্য— অনুমতি নিয়ে, ৪৫ লক্ষ টাকা দিয়ে। হাসানই এ কথা বলেছেন।

প্রিয়ার বিয়ে

পরশুরাম, আজকের নায়ক-এর প্রিয়া পাল প্রবাসী আইটি কর্মীকে বিয়ে করছেন। তিনি সুপুরুষ, শিক্ষিত, প্রিয়া নিজে অবশ্য এত তথ্য দেননি, হেসে রহস্য বাড়িয়েছেন। এর আগেও তাঁর বিয়ের গুজব রটে, যখন বন্ধুর বিয়েতে হাতে মেহেন্দি লাগিয়ে ছবি তুলেছিলেন। অভিনেত্রী তনুশ্রী চক্রবর্তীও আইটি কর্মীকে বিয়ে করে আমেরিকায় থিতু। তাহলে প্রিয়াও কি...

আসছেন পরাণ

এতদিন বড়পর্দা বা সিরিজেই তাঁর অভিনয়ের সূক্ষ্মতা, রসবোধ দেখা গিয়েছিল। অনেকদিন পর পরাণ বন্দ্যোপাধ্যায় সংসারের সংকীর্তন ধারাবাহিক দিয়ে আবার ছোটপর্দায় ফিরছেন। মহরত হয়ে গিয়েছে। কবে শুরু হবে, জানা যায়নি। তাঁর সঙ্গে থাকবেন শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, মানালি দে, সব্যসাচী চৌধুরি প্রমুখ। প্রযোজনায় ক্যামেলিয়া প্রোডাকশন।

হেমার কথা

অস্কারের মঞ্চ ধর্মেন্দ্রকে শ্রদ্ধা না জানানোয় ক্ষুব্ধ হেমা মালিনী বলেছেন, খুবই লজ্জার। ওঁকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ ভালোবেসেছেন। ওঁর কাছে এসব কোনও ব্যাপার নয়। অস্কারকে কেন গুরুত্ব দেবেন, জীবদ্দশায় ক'টা পুরস্কার পেয়েছেন? আমরা আমাদের দেশে ভালোবাসা পেয়েই খুশি। আমিও কি লাল পাথর আর মীরার জন্য পুরস্কার পেয়েছি?

দুই অভিষেক

কিং-এ নেগেটিভ রোল করছেন অভিষেক বচ্চন। শোনা গিয়েছে, ছবির পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ ভারতীয় লোককথার সঙ্গে অতি প্রাকৃত উপাদান মিশিয়ে ভৌতিক ছবি করবেন অভিষেককে নিয়ে। অন্যদিকে রামগোপাল ভার্মা আবার সরকার সিরিজের ছবি সরকার ৪ নিয়ে তৈরি হচ্ছেন। অভিনয়ে আছেন অমিতাভ বচ্চন ও অভিষেক বচ্চন। এপ্রিল থেকেই শুটিং।

তিন স্ত্রীকে নিয়ে আমিরের জন্মদিন

সম্ভবত পৃথিবীতে এমন কাজ আমির খানই পারেন। সোমবার তিনি ৬১-তে পা দিলেন। তা সেলিব্রেশন করলেন প্রথম স্ত্রী রীণা দত্ত, দ্বিতীয় স্ত্রী কিরণ রাও এবং তৃতীয় জন গৌরী স্প্রাটকে নিয়ে। গৌরীর সঙ্গে এখনও সামাজিক বিয়ে হয়নি, কিন্তু তিনি নিজেই বলেছেন, 'গৌরীকে স্ত্রী বলেই মানি'। ওঁরা একসঙ্গে থাকেনও। সেই সেলিব্রেশনে ছিলেন মেয়ে আইরা খান, জামাই নূপুর শিখারে। ক্রিকেটার ইরফান সস্ত্রীক যোগ দিয়েছিলেন সেই অনুষ্ঠানে। তিনি এদিনের একটি ভিডিও শেয়ার করেছেন। দেখা যাচ্ছে, তিনি কেক খাইয়ে দিচ্ছেন আমিরকে। আর একটি ভিডিওতে, আইরা বাবাকে সাহায্য করছেন কেক কাটতে। ছিলেন জুনেইদ, আজাদ। টেবিলে ছিল বিভিন্ন পদ ও মিষ্টি। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করা হয় আমির খান ফ্যান পেজ থেকে। তিনি সেখানে বলছেন, আপনাদের কাছ থেকে অনেক ভালোবাসা পেয়েছি এতদিন ধরে, যা আমার কাছে অনেক। গত ছ মাস ধরে শুধু চিত্রনাট্য পড়ে গিয়েছি। শেষ পর্যন্ত কয়েকটি প্রজেক্ট ঠিক করেছি যা নিয়ে ছবি করব। এখন আমার প্রোডাকশন দেখবে অপর্ণা পুরোহিত, আমি শুধু অভিনয়ে মন দেব। সম্প্রতি আমিরের প্রোডাকশনসের একদিন মুক্তি পেয়েছে। জুনেইদ খান ও সাই পল্লবী ছবির অভিনেতা। মে মাসে আসছে লাহোর ১৯৪৭। শেষোক্ততে সানি দেওল, প্রীতি জিন্টাকে দেখা যাবে।

রামায়ণ-এ কুম্ভকর্ণ ফয়সল মালিক

নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণ-এ কুম্ভকর্ণ হচ্ছে ফয়সল মালিক। তিনি পঞ্চায়েত-এ কাজ করেছেন, হালের সুবেদার-এ আছেন, দর্শকদের প্রশংসাও পেয়েছেন। সূত্রের খবর, তিনি ইতিমধ্যেই শুটিং শুরু করেছেন মুম্বইয়ে। তাঁর দৃশ্য আছে রাবণ অর্থাৎ যশ-এর সঙ্গে। দৃশ্য মূলত অ্যাকশনের , এই দৃশ্যে ব্যবহার হচ্ছে বড় স্কেলের গ্রাফিক্স, যা অবতার-এর মাপেই হবে। ফয়সলের উচ্চতা ও চেহারা এই চরিত্রের জন্য একেবারে সঠিক। গোড়ায় কথা হচ্ছিল, ববি দেওল করবেন কুম্ভকর্ণের চরিত্র, কিন্তু এখন ফয়সলই পর্দায় কুম্ভকর্ণ। নির্মাতারা জানিয়েছিলেন ২৭ মার্চ ছবির অন্য অভিনেতাদের নাম জানানো হবে, তবে মধ্য প্রাচ্যের যুদ্ধর জন্য এখন তা বাতিল হয়ে গিয়েছে। ছবিতে আছেন রণবীর কাপুর, সাই পল্লবী, যশ, সানি দেওল, রবি দুবে প্রমুখ। ছবির প্রথম ভাগ মুক্তি পাবে চলতি বছর দিওয়ালিতে, পরের ভাগ আগামী বছর দিওয়ালিতে।

অস্কারে যুদ্ধবিরোধী বার্তা, মঞ্চে তখন প্রিয়াংকা

৯৮তম অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের অনুষ্ঠানে রবিবার মঞ্চে উপস্থাপকের ভূমিকায় ছিলেন ভারতীয় অভিনেত্রী প্রিয়াংকা চোপড়া। তাঁকে পাশে নিয়ে স্প্যানিশ অভিনেতা জেভিয়ার ব্রাডেম নো ওয়ার ফ্রি প্যালেস্টাইন বার্তা দিলেন বিশ্বকে। সেরা আন্তর্জাতিক ছবিকে পুরস্কার দিলেন ওঁরা দুজনে। পুরস্কার পেল নরওয়ের ছবি সেন্টিমেন্টাল ভ্যাল্যু। জেভিয়ার পরিচিত তাঁর জামন জামন, বোকা এ বোকা ছবিগুলির জন্য। তিনি তাঁর কোটে লো ওয়ার পিন লাগিয়ে এসেছিলেন। তাঁর নো ওয়ার-এর ভাষণ উপস্থিত শ্রোতাদের কাছ থেকে অনেক হাততালি পায়। রেড কার্পেটে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের জেভিয়ার বলেন, ২০০৩-এ ইরাকের যুদ্ধের সময় এরকম পিন ব্যবহার করেছিলাম, এখন ট্রাম্প আর বেঞ্জামিন মিথ্যে কথা বলে প্যালেস্টাইনের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। অনুষ্ঠানের উপস্থাপক বলেছেন, সময়টা খুবই জটিল, খুবই ভয়ের। তবু ছয়টি মহাদেশের ৩১টি দেশ এই আয়োজনে অংশ নিয়েছে। আমরা শুধু সিনেমা নয়, বিশ্বের শিল্প, একসঙ্গে পথ চলা, সাহস, ধৈর্য এবং এই সময়ের সবথেকে জরুরি জিনিস—আশাবাদকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

এ দেশে কোথায় পাবেন অস্কারের সেরা ছবি?

এবারের অস্কারের সেরা ছবি, মানে ৬টি অস্কার জেতা ছবি 'ওয়ান ব্যাটেল আফটার অ্যানাদার' ছবিটি ভারতে এখন স্ট্রিমিং হচ্ছে দুটি জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মে— জিও হটস্টার এবং অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও। ২০২৫ সালে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তির পর ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে দেখা যাচ্ছে ছবিটি। প্রায় ১৬২ মিনিটের এই কমেডি-অ্যাকশন-থ্রিলার ছবিতে রয়েছেন একঝাঁক তারকা। অভিনয়ে রয়েছেন লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও, শন পেন, বেনিসিও দেল তোরো, রেজিনা হল, তিয়ানা টেলর এবং সাজ ইনফিনিটি।

ছবিতে লিওনার্দো ডিক্যাপ্রিও অভিনয় করেছেন বব নামের এক প্রাক্তন বিপ্লবীর চরিত্রে, যিনি অতীতের অস্থির জীবন ছেড়ে নতুন পথে হাঁটার চেষ্টা করছেন। কিন্তু অতীতের ছায়া এত সহজে মুছে যায় না। সেই টানাপোড়েন, ষড়যন্ত্র এবং সংঘাত নিয়েই এগোয় ছবির তীব্র নাটকীয় কাহিনি।

পরিচালক পল থোমাস অ্যান্ডারসন শুধু ছবিটি পরিচালনাই করেননি, ছবির চিত্রনাট্য লেখা ও প্রযোজনার দায়িত্বও সামলেছেন নিজেই। তাঁর স্বতন্ত্র গল্প বলার ভঙ্গি এবং শক্তিশালী অভিনয়ের সমন্বয়েই ছবিটি দর্শক ও সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

নবগ্রাম প্রাথমিক স্কুলের ছাত্রী সুপ্রিয়া পাল পড়াশোনার পাশাপাশি নৃত্যে সকলের নজর কেড়েছে। দ্বিতীয় শ্রেণির এই খুদের প্রতিভায় খুশি শিক্ষকরা।

সোমবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় ১ নম্বর রাস্তায় বাড়ির ওপর ভেঙে পড়া গাছ। -সংবাদচিত্র

ভেঙে পড়ল গাছ, বিপর্যস্ত বিদ্যুৎ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : সোমবার রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে শহরের একাধিক জায়গায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ঝড়ের দাপটে ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড় ১ নম্বর রাস্তায় একটি বড় গাছ পাশে থাকা বাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে। সেই সময় ঘরের মধ্যে পরিবার নিয়ে ছিলেন সংগম পাল। গাছটি এমনভাবে ভেঙে পড়ে যে পরিবারের সদস্যরা ঘরের মধ্যে আটকে পড়েন। গাছটি বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে ভেঙে পড়ে। গোটা এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে দমকলকর্মীরা এসে পরিবারটিকে ঘর থেকে বের করে আনেন। তবে কেউ সেভাবে আহত হননি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই গাছ পড়ে বাড়িটির একতলার ছাদের অংশ ভেঙে যায়। এমনকি পিছনে থাকা বাড়ির এসিও ভেঙে পড়ে। খালপাড়ার গান্ধি ময়দানের কাছেও একটি গাছ ভেঙে পড়ে। ঘটনায় বরাতজোরে রক্ষা পান ওই দোকানের মালিক। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার বেগে শহরের ওপর দিয়ে ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যায়।

- ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শক্তিগড়ে একটি গাছ বাড়ির ওপর ভেঙে পড়ে
- গাছটি বিদ্যুতের খুঁটি নিয়ে ভেঙে পড়লে বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়
- ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়েও বিদ্যুতের তারে একটি গাছ ভেঙে পড়ে

এদিকে, ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ে বিদ্যুতের তারের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় ওই এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। শহরজুড়ে একাধিক এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটেছে। ঝড়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরেও একাধিক গাছ ভেঙে পড়েছে। সেখানে লাগানো বেশকিছু সিসিটিভি ক্যামেরাও ভেঙে পড়েছে। গার্লস হস্টেলের সামনের রাস্তায় একটি গাছ পড়ায় যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। খবর পেয়ে রাতেই বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। পুরকর্মীদের দ্রুততার সঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন মেয়র।

দু'দিনের লিটারারি ফেস্টিভাল শিলিগুড়িতে

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : এআই সাহিত্যে কি প্রভাব ফেলছে? এই মুহূর্তের এই জরুরি প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হবে শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির উদ্যোগে লিটারারি ফেস্টে। প্রবীণ ও নবীনদের এক মঞ্চে এনে দু'দিনের এই সাহিত্য সম্মেলন হবে শিলিগুড়িতে। এতে কবি, সাহিত্যিকদের পাশাপাশি বুদ্ধিজীবী, গবেষক এবং স্কুল ও কলেজের পড়ুয়ারা অংশ নেবেন।

আসছেন কবি অরুণ কমল, সংযুক্তা দাশগুপ্তা, কল্যাণী ঠাকুর চাড়াল, যশোধরা রায়চৌধুরী

দু'বছর আগে তৈরি শিলিগুড়ি লিটারারি সোসাইটির গত বছরের সাহিত্য সম্মেলনের সাফল্যের পর এ বছর ২০ ও ২১ মার্চ স্থানীয় এক হোটেলে এই ফেস্ট হবে। সোসাইটি-র ভাইস প্রেসিডেন্ট সেবন্তী ঘোষ বলেন, 'সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা ছাড়াও হবে প্যানেল আলোচনাও। স্কুলের পড়ুয়ারাও যাতে সাহিত্যচর্চার বিষয়ে আগ্রহী হয় সেজন্য তাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এখানে থাকবে বাংলা, হিন্দি, ইংরেজি ও নেপালি ভাষার সাহিত্যকর্ম।'

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে অতিথিরা এই সম্মেলনে অংশ নেবেন। থাকবেন প্রখ্যাত হিন্দি কবি অরুণ কমল, সংযুক্তা দাশগুপ্তা, কল্যাণী ঠাকুর চাড়াল, যশোধরা রায়চৌধুরী, বিপুল দাস, বিজয় দে প্রমুখ।

কয়লা ডিপো এলাকায় রুটমার্চ

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : ব্রিগেড ফেরত বিজেপির স্পেশাল ট্রেনে পাথর ছোড়ার ঘটনার পরদিনই শিলিগুড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কয়লা ডিপো এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী রুটমার্চ করল। সোমবার সকালে কয়লা ডিপো এলাকার অলিগলিতে ঢুকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর তরফে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রাখার আবেদন করা হয়। বিশেষ করে রেললাইন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে রুটমার্চ চলে।

রবিবার কলকাতা থেকে ডুয়ার্সগামী বিজেপির দুটি স্পেশাল ট্রেনে কয়লা ডিপো এলাকার বাসিন্দাদের একাংশের বিরুদ্ধে পাথর ছোড়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ পাথরের আঘাতে ট্রেনের জানলার কাচ ভেঙে বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন। সেই ঘটনা ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে রাজনৈতিক তর্জা চরমে ওঠে। রেলের তরফে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ির ৭ নম্বর ওয়ার্ডটি তৃণমূলের দখলে রয়েছে। ভোটের মুখে যাতে কেউ কোনও অশান্তি ঘটাতে না পারে, সেই বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কড়া নজরদারির দাবি তুলেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শংকর ঘোষ। কেন্দ্রীয় বাহিনীর টলদারি প্রসঙ্গে শংকর বলেন, 'সব জায়গায় ভয়ডরহীন পরিবেশ যাতে থাকে, সেটা নির্বাচন কমিশনকে সুনিশ্চিত করতে হবে।' এদিন, শিলিগুড়ির ৭ নম্বরের ওয়ার্ড সংলগ্ন ৪ ও ৫ নম্বর ওয়ার্ডেও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি চলে। এদিন কয়লা ডিপো এলাকায় নতুন করে কোনও উত্তেজনা ছড়ায়নি। ৭ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলার পিন্টু ঘোষ বলছেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী ওয়ার্ডের অলিগলির ভেতর দিয়ে রুটমার্চ করেছে। কয়লা ডিপো এলাকা শান্ত রয়েছে।'

নৌকাঘাটে মহানন্দা নদীতে সাঁকো দিয়ে ঝুঁকির চলাচল। ছবি : সূত্রধর

বিদ্যুতের খুঁটির গা ঘেঁষে নির্মাণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির নির্দেশ অনুযায়ী এগারোশো ভোল্টের বৈদ্যুতিক খুঁটির থেকে অন্তত চার ফুট দূরত্ব রেখে নির্মাণকাজ হওয়ার কথা। কিন্তু শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪৩ নম্বর ওয়ার্ডের চম্পাসারি সেতু সংলগ্ন প্রকাশনগরে দেখা গেল একেবারেই উলটো ছবি। সেখানে খুঁটি একেবারে নির্মাণ করা অংশের ভেতরে ঢুকিয়ে নেওয়া হয়েছে। একই দৃশ্য চতুর্থ মহানন্দা সেতু সংলগ্ন একটি নির্মাণকে ঘিরেও। ওই নির্মাণের গা ঘেঁষে রয়েছে বিদ্যুতের খুঁটি এবং বিদ্যুতের তার।

শুধু এই দুটো ঘটনাই নয়, শহরজুড়ে বিভিন্ন জায়গাতেই বিপজ্জনকভাবে গজিয়ে উঠেছে অবৈধ নির্মাণ। অভিযোগের ভিত্তিতে কিছু জায়গায় পুরনিগমের অভিযানে কাজ বন্ধ হলেও কয়েকদিন পর যে-কে-সেই! এধরনের কার্যকলাপ যে শহরের বিভিন্ন জায়গাতেই হয়েছে, সে বিষয়টা স্বীকার করছেন পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। তাঁর বক্তব্য, 'আগে তো জীবন। তারপর বাকিটা। কিছু কিছু ঘটনা নজরে এসেছে। আমরা কাউন্সিলারদের সঙ্গে কথা বলে এব্যাপারে ব্যবস্থা নেব।'

বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির শিলিগুড়ির এক কর্তার সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তিনিই জানালেন, বিদ্যুতের সাধারণ খুঁটি থেকে ন্যূনতম তিন ফুট দূরত্ব রাখতেই হবে। ট্রান্সফর্মার কিংবা এগারোশো ভোল্টের বিদ্যুতের খুঁটি থেকে কম করে হলেও চার ফুটের দূরত্ব থাকাটা প্রয়োজন। পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গর্ভমেন্ট স' মিল রোডে অবশ্য বিদ্যুতের খুঁটি ঘেঁষেই উঠে গিয়েছে নির্মাণ। আর সেই নির্মাণকে কেন্দ্র করে কম ঘটনা ঘটেনি। পুরনিগম এসে একাধিকবার ভেঙেও দিয়েছে। তারপর আবার সুযোগ বুঝে নির্মাণ তুলে দেওয়া হয়েছে। একই ছবি ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের একটি নির্মাণকে ঘিরেও। নির্মাণের একদম পাশেই রয়েছে ট্রান্সফর্মার। যদিও এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্মাণ মালিকরা মুখ খুলতে চাননি। অন্যদিকে, প্রতিবেশীদের মধ্যে ক্ষোভ চরমে উঠছে। প্রকাশনগরের ওই নির্মাণের পাশেই বাড়ি স্নেহলতা দাসের। তিনি ক্ষোভ উগরে দিয়ে বললেন, 'এভাবে নির্মাণের কোনও মানে হয় না। বিদ্যুতের খুঁটিতে কোনও সমস্যা হলে, আমরাও তো বিপদের মুখে পড়ে যেতে পারি।'

স্থানীয় ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুখদেব মাহাতো আশ্বাস দিয়ে জানালেন, ওই নির্মাণের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যেই পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের টিপ্পনী, 'এসব কে করাচ্ছে, সেগুলো দেখা প্রয়োজন। স্বাভাবিকভাবেই পেছনে কারও মদত থাকছে। পুরনিগমের তো এই ব্যাপারগুলো দেখা প্রয়োজন।'

ফোন ফেরত

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : হারিয়ে যাওয়া ফোন প্রকৃত গ্রাহকদের কাছে তুলে দিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। সোমবার ৫৪টি মোবাইল ফোন মালিকদের হাতে ফিরিয়ে দেন আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস। মাটিগাড়া থানার তরফেও এদিন ৪০টি ফোন তুলে দেওয়া হয় মালিকদের হাতে।

উধাও কালীদার লিকুইড চা

কালীদার চা বানানোর পদ্ধতি ছিল আলাদা। কেটলিতে টগবগ করে জল ফুটত। গ্লাসে দেওয়া হত চিনি আর দুধ। কিছু গ্লাসে দুধ দেওয়া হত না। একটি-দুটি গ্লাসে চিনিও থাকত না। বড় ছাঁকনিতে দেওয়া হত চা পাতা। একসঙ্গে তৈরি হত দুধ চা, চিনি ছাড়া দুধ চা, লিকার চা এবং চিনি ছাড়া লিকার চা, লিখেছেন **প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস**

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : ৬২ বছর আগের কথা। তখন বিধান মার্কেটের সবচেয়ে জমজমাট জায়গা ছিল ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড। সেই বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল কালীদার লিকুইড চা।

সব চা-ই তো লিকুইড, শুধু কালীদার চায়ের অমন নাম কেন?

আসলে ওই এলাকায় তখন সবাই সসপ্যানে জল চা চিনি দুধ একসঙ্গে দিয়ে ফুটিয়ে চা বানাতেন। কালীদার চা বানানোর পদ্ধতি ছিল আলাদা। গনগনে কয়লার উনুনে বড় কেটলিতে টগবগ করে জল ফুটত। ধোঁয়া চকচকে কাচের গ্লাসে মাপমতো দেওয়া হত চিনি আর দুধ। কিছু গ্লাসে দুধ দেওয়া হত না। একটি-দুটি গ্লাসে চিনিও থাকত না। বড় ছাঁকনিতে চামচ দিয়ে মেপে দেওয়া হত চা পাতা। সেই ছাকনি সাজানো গ্লাসের ওপরে এক হাতে ধরে অন্য হাত দিয়ে কেটলি থেকে উঁচু থেকে ঢালা হত জল। সেই জল চা পাতায় ভিজে গ্লাসে চুইয়ে পড়ত লাল লিকার। একসঙ্গে তৈরি হত দুধ চা, চিনি ছাড়া দুধ চা, লিকার চা এবং চিনি ছাড়া লিকার চা। এখন সেই ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড অন্য জায়গায় সরে গিয়েছে। কালীদাও নেই, লিকুইড চা-ও নেই। তবে দোকান আছে। লিকুইড চা-এর জায়গা নিয়েছে ডালপুরি।

বিধান রোডের অটোস্ট্যান্ড থেকে মুরগিহাটি যাওয়ার পথেই রয়েছে দত্ত ফাস্ট ফুড। স্বপন দত্ত সেখানে ডালপুরি, পরোটা বিক্রি করেন। এই স্বপন দত্ত হলেন কালীপ্রসাদ দত্ত ওরফে কালীদার ছেলে। কালীদা গত হয়েছেন অনেক বছরই হল। তবে তাঁর সম্পদ সেই দোকান এখনও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁর ছেলে।

৬২ বছর আগে কাঠের এই দোকানে লিকুইড চা বিক্রি করতেন কালীপ্রসাদ দত্ত। ছোট চায়ের দাম ছিল ৩৫ পয়সা আর বড় চায়ের দাম ছিল ৫০ পয়সা। চারপাশে তখন ছিল কাঠের দোকান। শহরের পুরোনো বাসিন্দারা তখন আসতেন এই দোকানে লিকুইড চা খেতে। চা-এর সঙ্গে বিস্কুট ঘুগনিও পাওয়া যেত দোকানে। ধীরে ধীরে কালীপ্রসাদকে সঙ্গ দিতে এবং দোকানের দায়িত্ব কাঁধে নিতে বাবার সঙ্গে দোকান সামলাতে শুরু করলেন মেজো ছেলে তরুণ দত্ত।

এরপর তরুণের বুদ্ধিতেই চায়ের পাশাপাশি ডালপুরি, পরোটা বিক্রি শুরু হয় দোকানে। তরুণ নিজের হাতেই তৈরি করতেন সেসব। রমরমিয়ে বিক্রি শুরু হয় ডালপুরি। বিধান মার্কেটে আসা পর্যটক, দেশের বিভিন্ন জায়গার মানুষও মার্কেটে এলে চেখে দেখতেন এই ডালপুরি। তরুণের মৃত্যুর পর বাবার সঙ্গে দোকান সামলাতে শুরু করেন স্বপন দত্ত।

স্বপন বলছিলেন, 'চা দিয়েই দোকানের শুরু। এখন আর চা বিক্রি হয় না। সকালে ডালপুরি, পরোটা বিক্রি হয়। বিকেলে চিকেন চপ, শিঙাড়া, ল্যাংচা, গজা বিক্রি হয়। ২০১৬ সাল নাগাদ বাবার মৃত্যুর পর দোকান পুরোপুরি আমি দেখি। দাদা যখন ডালপুরি তৈরি করত তখন মাঝেমধ্যে দোকানে আসতাম, দেখতাম। শিখেছিলাম ডালপুরি তৈরি।' তিনি জানান, এখন কারিগরদের শেখানো আছে, তাঁরাই তৈরি করেন ডালপুরি। প্রায় ৩০ বছর আগে যখন ডালপুরি বানানো শুরু হয় তখন ডালপুরির দাম ছিল এক পিস ২ টাকা, সঙ্গে সবজি দেওয়া হত। এরপর দাম বাড়তে বাড়তে এখন ২৫ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

স্বপন দত্তর দুই মেয়ে, তাঁরা দুজনেই পড়াশোনা করছেন। স্বপন দত্তর পর এই দোকান এগিয়ে যাবে কি না তা নিয়ে যদিও কিছুটা সংশয় থাকছে। তবে তা নিয়ে এই মুহূর্তে ভাবতে নারাজ তিনি। বলছিলেন এখনও বহু বছর দোকান করে যেতে পারব।

হিলকার্ট রোডে একটি দোকানে কাজ করেন শ্যামল সরকার। প্রায় ১২ বছর ধরে এই দোকানে ডালপুরি খাচ্ছেন তিনি। বলছিলেন, 'আমার এক কাকা আমাকে দোকানটি চিনিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রথম আসা। এখানকার ডালপুরি একটা খেলেই পেট অনেকটা ভরে যায়। মাঝেমধ্যে আসি খেতে। সন্ধ্যাতেও অনেক কিছু পাওয়া যায়। তবে এখানকার ডালপুরিটাই আমার কাছে হিট।'

সকাল থেকে খেটেখুটে ভ্যান রেখে দোকানে এসে ডালপুরি খেলেন অজয় দাস। মাঝেমধ্যেই তিনি আসেন। এখন তিনি বাঁধা কাস্টমার। দুপুরটা মাঝেমধ্যেই ডালপুরিতেই চলে যায় তাঁর।

বিধান মার্কেটে এসে কিছু কেনাকাটা সেরে এই দোকানে এসে দুটো ডালপুরির অর্ডার দিলেন মিলন ছেত্রী ও অসীম রাই। বলছিলেন, 'ডালপুরি অন্য সময় খাওয়া হয় না। তবে এদিকে এলে এই দোকানে মাঝেমধ্যেই খাই। এখানকার ডালপুরিটা ভীষণ ফেমাস, তাই আসা হয় বারবার। সন্ধ্যায় ওদের চপটাও খেয়েছি, সেটাও ভীষণ ভালো।'

স্বপন মুখে একগাল হাসি নিয়ে বলছিলেন, 'শুধু এই শহরের মানুষ নন। দিল্লি, মুম্বই থেকে আসা অনেকেই আমার দোকানের ডালপুরি খেয়েছেন।'

- সেই সময় ছোট চায়ের দাম ছিল ৩৫ পয়সা আর বড় চায়ের দাম ছিল ৫০ পয়সা
- বিধান মার্কেটের ডুয়ার্স বাসস্ট্যান্ড এলাকায় চারপাশে তখন ছিল কাঠের দোকান
- শহরের পুরোনো বাসিন্দারা আসতেন কালীদার দোকানে লিকুইড চা খেতে
- এখন এই দোকানে চায়ের পাট উঠে গিয়েছে, মেলে ডালপুরি, পরোটা আর চপ

কালীদার চায়ের দোকানে মেলে এখন ডালপুরি আর পরোটা।

ঘনত্ব কম গাছের, দমবন্ধ মাছের

২০ নম্বর ওয়ার্ডে সমীক্ষায় চমকপ্রদ তথ্য, নদীর জলে অক্সিজেনের অভাব

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : ইট-কাঠ-পাথরের শহুরে প্রকৃতি কীভাবে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে, তার এক অনন্য দলিল উঠে এসেছে এক স্টাডি রিপোর্টে। সম্প্রতি শিলিগুড়ির পরিবেশপ্রেমী সংস্থা সলিটারি নেচার অ্যান্ড অ্যানিমাল প্রোটেকশন ফাউন্ডেশন এবং ২০ নম্বর ওয়ার্ড কমিটির যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে জীববৈচিত্র্য নিয়ে স্টাডি রিপোর্ট। ২০২৫ সালের অগাস্ট মাস থেকে শুরু হওয়া এই সমীক্ষায় উঠে এসেছে ওয়ার্ডের প্রাকৃতিক সম্পদের এক বিস্ময়কর চিত্র। দেখা যাচ্ছে কংক্রিটের এই জঙ্গলে ঘনত্ব কম থাকলেও গাছের স্বাস্থ্য ভালো রয়েছে। ভালো রয়েছে পাখিরা। একাধিক প্রজাতির পাখি, বাদুড়েরও দেখা মিলছে এই ওয়ার্ডে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক আব্দুর রৌশন আলম, জুলজিস্ট আমিরুল হাসান এবং ফাউন্ডেশনের বিশেষজ্ঞ দলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই সমীক্ষায় আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে।

সোমবার এই সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা পড়ে পুরনিগমে। রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নগরায়ণের চাপে অনেক প্রাকৃতিক আবাসস্থল হারিয়ে

গেলেও স্থানীয় সচেতনতায় বেশকিছু বিরল প্রজাতির গাছ ও পশুপাখি এখানে টিকে আছে। প্রজাপতির সংখ্যা কিছুটা কমলেও প্রায় ২৮ প্রজাতির প্রজাপতির দেখা মিলেছে এই ওয়ার্ডে। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বড় অংশে বস্তি রয়েছে। এই ওয়ার্ডে ফাউন্ডেশনের দুই কর্মকর্তা কৌস্তভ চৌধুরী ও শিমু সাহার নেতৃত্বে এই টিম ওয়ার্ডের প্রতিটি অলিগলি ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করে। মোট ০.৩৬ স্কোয়ার কিলোমিটার এলাকাজুড়ে এই সমীক্ষা চালানো হয়েছে। এই এলাকায় ২৭১৬টি বাড়ি রয়েছে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী এই ওয়ার্ডে জনসংখ্যা ৯০০৯। সমীক্ষকদের মতে ২০২৫ সালে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৮০০।

গত প্রায় সাত মাসের সমীক্ষায় এই ওয়ার্ডে ৪৭ প্রজাতির পাখি দেখা গিয়েছে। ১০ রকমের সরীসৃপের দেখা মিলেছে। সাত প্রজাতির ব্যাং, নয় প্রজাতির স্তন্যপায়ী প্রাণী, ৩২ প্রজাতির গাছ, ২৮ প্রজাতির প্রজাপতির খোঁজ মিলেছে। এই ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে বয়ে চলা ফুলেশ্বরী নদীতে আট প্রজাতির মাছের খোঁজ মিলেছে। এর বাইরে ছয় প্রজাতির গৃহপালিত প্রাণী রয়েছে এই ওয়ার্ডে। সমীক্ষার রিপোর্ট অনুযায়ী কুকুর, বিড়াল, শুয়োরের মতো পশুদের আবর্জনার পাত্র থেকে কিংবা ফেলে দেওয়া খাবার খেতে হচ্ছে। এতে জীববৈচিত্র্য নষ্ট হচ্ছে বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে, ফুলেশ্বরী নদীর তিনটি ভিন্ন থেকে এলাকা থেকে জল সংগ্রহ করে জলের দূষণের মাত্রা দেখা হয়েছে। সমীক্ষা অনুযায়ী তিনটি স্থানে জলের পিএইচের মাত্রা এক জায়গায় ছিল ৯.১ এবং বাকি দুই জায়গায় ছিল ৮.৮ ও ৮.৯ করে। ওই জলের অক্সিজেনের মাত্রা ছিল যথাক্রমে ৫.১, ৫.৩, ৫.৭। কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ ছিল ৩৯.৬, ৪৪.৯, ৪৩.৪। রিপোর্ট অনুযায়ী এই জলে থাকা প্রাণীদের বাঁচার জন্যে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব রয়েছে।

শিলিগুড়ির মতো ক্রমবর্ধমান শহরে এই ধরনের সমীক্ষা এই প্রথম বলেই জানা গিয়েছে। পাইলট প্রকল্প হিসেবে ২০ নম্বর ওয়ার্ডকে বেছে নেওয়া হয়েছিল। এরপর শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে এই সমীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার তথা পুরনিগমের মেয়র পারিষদ অভয়া বসুর বক্তব্য, 'ম্যাপ এই সমীক্ষা করতে চায় বলে আমার কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিল। এরপরেই আলোচনা করে পুরনিগমের সহযোগিতায় এই সমীক্ষা হয়েছে। এতে শহরের প্রাণকেন্দ্রেও পরিবেশ এবং জীবেরা ভালো রয়েছে সেটার প্রমাণ মিলেছে। তবে ফুলেশ্বরী নদী বাঁচানো, গাছ লাগানো সহ কিছু কিছু ক্ষেত্রে এখনও কাজ করতে হবে। সেটা আমরা দেখব।'

বাংলার বিধায়কদের 'রিপোর্ট কার্ডে' চক্ষু চড়কগাছ

শিক্ষায় লবডঙ্কা, সম্পদে বলীয়ান

বাংলার রায়

কোটিপতিদের রমরমা

২৯১ জন বিধায়কের ঘোষিত মোট সম্পদের পরিমাণ ৮২১.৫০ কোটি টাকা। বর্তমান বিধায়কের মধ্যে ১৫২ জনই (৫২%) কোটিপতি। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের ১২৮ জন (৫৭%) এবং বিজেপির ২১ জন (৩৩%) বিধায়ক রয়েছেন।

সবচেয়ে ধনী তিন

মুর্শিদাবাদের জাকির হোসেন (৬৭ কোটি+), কলকাতার আহমেদ জাভেদ খান (৩২ কোটি+) এবং বিবেক গুপ্ত (৩১ কোটি+)। এই তিনজনই তৃণমূল বিধায়ক

সবচেয়ে গরিব তিন

বাঁকুড়ার নির্মলকুমার ধাড়া (বিজেপি, মাত্র ১,৭০০ টাকা), নদিয়ার পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা (তৃণমূল, ৩০ হাজার+) এবং বাঁকুড়ার চন্দনা বাউড়ি (বিজেপি, ৬২ হাজার+)

শীর্ষ দশ ধনী

৯ জনই তৃণমূল কংগ্রেসের এবং ১ জন বিজিপিএমের।

অপরাধের খতিয়ান

১৩৬ জন (৪৭%) বিধায়কের নামে ফৌজদারি মামলা রয়েছে, যার মধ্যে তৃণমূলের ৪১% এবং বিজেপির ৬৬% বিধায়ক অভিযুক্ত। তৃণমূলের ৭৫ জন এবং বিজেপির ৩২ জন বিধায়ক গুরুতর ফৌজদারি অপরাধে অভিযুক্ত। ২২ জন বিধায়ক নারীর বিরুদ্ধে অপরাধে অভিযুক্ত (তাদের একজনের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগও রয়েছে)

শিক্ষার হাল

২৯১ জনের মধ্যে ১ জন নিরক্ষর ও ১ জন শুধু সাক্ষর। অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ ১৬ জন, দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ ২৬ জন, দ্বাদশ উত্তীর্ণ ৬২ জন, ৭৬ জন স্নাতক, ৫৮ জন স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী, স্নাতক পেশাদার ৪০ জন, তিনজন ডিপ্লোমা প্রাপ্ত এবং ৮ জন ডক্টরেট বিধায়ক রয়েছেন

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

একসময় বাঙালির গর্ব ছিল তার শিক্ষা ও সংস্কৃতি। সেই বাংলার জনপ্রতিনিধিদের হলফনামার বিশ্লেষণ ভোটের আগে সাধারণ মানুষের মধ্যে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। সোমবার প্রকাশিত অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস (এডিআর)-এর সাম্প্রতিক বিশ্লেষণ চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, বিধানসভা এখন আর শিক্ষিতদের তপোবন নয়, তা কার্যত পরিণত হয়েছে কোটিপতিদের নিলামকেন্দ্রে। শিক্ষার আলো সেখানে ম্রিয়মাণ, আর সম্পদের আস্ফালন দৃষ্টিকটুভাবে প্রকট। রাজ্যের ২৯৪টি আসনের মধ্যে ডোমকল, কৃষ্ণনগর উত্তর এবং তেহট্ট, তিন বিধানসভায় আপাতত বিধায়ক নেই। তথ্য বলছে, বাকি ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে ১৫২ জনই কোটিপতি, যা মোট বিধায়কের অর্ধেকেরও বেশি (৫২ শতাংশ)। এই সম্পদের পাহাড়ের চূড়ায় বসে থাকা জনপ্রতিনিধিরা যখন আইন প্রণয়ন করেন, তখন সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণার কথা তাঁরা কতটা উপলব্ধি করতে পারেন, তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠাই স্বাভাবিক।

২৯১ জন বিধায়কের ঘোষিত মোট সম্পদের পরিমাণ ৮২১.৫০ কোটি টাকা। সম্পদের এই দৌড়ে শাসক ও বিরোধী, দুই পক্ষই প্রায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটছে। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের ২২৩ জন বিধায়কের মধ্যে ১২৮ জন (৫৭ শতাংশ) কোটিপতি, আর পিছনের সারিতে থাকা বিজেপির ৬৪ জনের মধ্যে ২১ জন (৩৩ শতাংশ) বিধায়কের সম্পত্তির পরিমাণ এক কোটির গণ্ডি পেরিয়েছে। অন্যদিকে, বাংলার রাজনীতিতে যে চরম বৈষম্য বিরাজ করছে, তা বোঝা যায় বাঁকুড়ার নির্মলকুমার ধাড়ার মতো বিধায়কদের দেখলে, যাঁর সম্পত্তির পরিমাণ মাত্র ১,৭০০ টাকা।

উত্তরবঙ্গের পাহাড় থেকে সমতল, সর্বত্রই এই বৈভবের ছড়াছড়ি। দার্জিলিং, কালিম্পং বা উত্তরের অন্যান্য জেলার নেতারাও পিছিয়ে নেই। কালিম্পংয়ের বিধায়ক রুদেন সাদা লেপচার সম্পত্তির পরিমাণ ১৮ কোটির বেশি। পাহাড়ের এই নেতা রাজ্যের শীর্ষ দশ ধনী বিধায়কের তালিকায় ষষ্ঠ স্থানে জ্বলজ্বল করছেন। শুধু তাই নয়, ১২ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়ে তিনি রাজ্যের সর্বাধিক দায়গ্রস্ত বিধায়কদের তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন। আবার বার্ষিক আয়ের নিরিখে রাজ্যের দ্বিতীয় স্থানে রয়েছেন রায়গঞ্জের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে আয়কর রিটার্নে তাঁর নিজস্ব আয় দেখানো হয়েছে ২ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকারও বেশি। এই তথ্যগুলি প্রমাণ করে যে, উত্তরবঙ্গের পিছিয়ে পড়া বা অনুন্নত তকমা থাকলেও, সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের ব্যাংক ব্যালেন্স যথেষ্টই পুষ্ট।

সম্পদের পাশাপাশি যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি উদ্বেগজনক, তা হল অপরাধের সঙ্গে রাজনীতির ক্রমবর্ধমান সখ্য। শিক্ষাগত যোগ্যতা যেখানে ক্রমশ গুরুত্ব হারাচ্ছে, সেখানে পেশিশক্তি এবং অপরাধের খতিয়ান যেন রাজনীতির ময়দানে টিকে থাকার নতুন মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজ্যের ১৩৬ জন বিধায়ক (৪৭ শতাংশ) নিজেদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলার কথা হলফনামায় সগর্বে ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে ১০৯ জনের বিরুদ্ধে রয়েছে খুন, খুনের চেষ্টা বা নারীর ওপর অত্যাচারের মতো গুরুতর অপরাধের অভিযোগ। অপরাধের এই কালিমালিপ্ত তালিকায় শাসকদলের ৪১ শতাংশ এবং বিজেপির ৬৬ শতাংশ বিধায়ক রয়েছেন। উত্তরবঙ্গও এই কলঙ্ক থেকে মুক্ত নয়। কোটিপতি হওয়ার পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের জনপ্রতিনিধিরা অপরাধের খাতাতেও নাম তুলেছেন। দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ ৫ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির মালিক এবং তিনি খুন ও খুনের চেষ্টার মতো গুরুতর ফৌজদারি মামলার আসামি। একইভাবে চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান ১ কোটি টাকার বেশি সম্পত্তির অধিকারী হয়েও খুন এবং ধর্ষণের মতো জঘন্য অভিযোগে অভিযুক্ত।

ঐশ্বর্যের সমান্তরালে শিক্ষার খাতাটি যেন বড়ই মলিন। আগেকার দিনে জননেতা মানেই ছিলেন এক-একজন সুপণ্ডিত, যাঁদের বাগ্মিতায় যুক্তির পিঠে যুক্তি সাজানো থাকত। বর্তমান পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, কোটিপতি বিধায়কের সংখ্যা যখন জ্যামিতিক হারে বাড়ছে, তখন উচ্চশিক্ষার হার সেখানে নিম্নমুখী। ২৯১ জন বিধায়কের মধ্যে একজন নিরক্ষর বিধায়ক রয়েছেন, যিনি তৃণমূল কংগ্রেসের। আবার শুধু স্বাক্ষর করতে পারেন এমন একজন গত পাঁচ বছর ধরে বিজেপির টিকিটে জয়ী হয়ে জনপ্রতিনিধি হিসাবে বিধানসভায় রয়েছেন। রাজ্য বিধানসভায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী বিধায়কের সংখ্যা ৫৮ হলেও, অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণ বিধায়কের সংখ্যা ১৬। শিক্ষার আলোর যখন সমাজকে পথ দেখানোর কথা, তখন আমাদের জনপ্রতিনিধিদের বড় অংশের কাছে পাঠ্যবইয়ের চেয়ে হলফনামার মামলার সংখ্যা অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে। এই নিম্নগামী শিক্ষা আর ঊর্ধ্বমুখী সম্পদের গ্রাফ আসলে এক গভীর সংকটের ইঙ্গিতবাহী। যে জাতির কান্ডারিদের অভিজ্ঞতার ঝুলিতে খুনের চেষ্টা কিংবা ধর্ষণের মতো জঘন্য মামলার কালিমালিপ্ত ইতিহাস থাকে, তাঁদের কাছ থেকে সুশাসন প্রত্যাশা করা যেন মরুভূমিতে মরীচিকার সন্ধান করা।

পেশিশক্তি আর অর্থের জোরে যখন আইন প্রণেতা হওয়া যায়, তখন সেখানে জনকল্যাণ ব্রতটি নিছকই এক আলংকারিক শব্দে পরিণত হয়। উত্তরবঙ্গের জনপদগুলোর সমস্যা সমাধানে এই বিশাল সম্পদ বা মামলার পাহাড় কতটা কার্যকর হবে, তা সময়ই বলবে। তবে এই রিপোর্ট সাধারণ পাঠকের মনে এক তীব্র বিড়ম্বনা তৈরি করেছে। শিক্ষার পীঠস্থান হিসেবে পরিচিত বাংলা বিত্ত আর বিকৃতির কাছে মাথা নোয়াচ্ছে। গণতন্ত্রের উৎসবে আমাদের দেওয়া ভোটের বিনিময়ে কি কেবল এক ঝাঁক 'ধনী ও দাগি' প্রতিনিধি পাওয়াই ছিল নিয়তি? সেই প্রশ্নই বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে।

তথ্য সূত্র : অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস-এর রিপোর্ট

মদ বাজেয়াপ্ত

কিশনগঞ্জ, ১৬ মার্চ : কিশনগঞ্জে আবার দুটি ভিন্ন অভিযানে পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের কর্মীরা তিনটি গাড়ি থেকে ১২৪৮ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেন। এই ঘটনায় দুই মাদক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সোমবার সকালে জেলার নেপাল সীমান্তের ৩২৭ই জাতীয় সড়কে গলগলিয়া আবগারি চেকপোস্টে দপ্তরের কর্মীরা নাকা চেকিং করার সময় ট্রাক থেকে ৯৪৫ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করেছেন। এই মদ পাচারের অভিযোগে শক্তিকুমার রায় ও রাজু কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গের বিধাননগর থেকে বিহারের বৈশালী জেলায় মদ পাচার করা হচ্ছিল। এদিন কিশনগঞ্জ আদালতের নির্দেশে ধৃতদের ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতে কিশনগঞ্জ জেলে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে, এদিন বাহাদুরগঞ্জ থানার পুলিশ কিশনগঞ্জ-বাহাদুরগঞ্জ রাজ্যে সড়কে ধনতোলা পুলিশ ফাঁড়ির কাছে দুটি ছোট চার চাকার গাড়ি থেকে প্রায় ৩০৩ লিটার বিদেশি মদ বাজেয়াপ্ত করেছে। এই ঘটনায় দুই গাড়িচালকই পালিয়ে যান।

ঝড়ের তাণ্ডব

নকশালবাড়ি, ১৬ মার্চ : সোমবার রাতে ব্যাপক ঝড়ে নকশালবাড়িতে জনজীবন ব্যাহত হয়। ঘরবাড়ি ভেঙে পড়ে, রাস্তাঘাট অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হয়। রথখোলা এলাকায় টুকরিয়াঝাড় বনাঞ্চল অফিসের সামনে একটি বিশাল বড় গাছ ভেঙে নকশালবাড়ি-বুড়াগঞ্জ যাতায়াতে রাজ্য সড়ক বন্ধ হয়ে যায়। রায়পাড়া সংসদে বিদ্যুতের খুঁটি ভেঙে পড়ে। বেঙ্গাইজোতে ঝড়ের তাণ্ডবে একাধিক বাড়িঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। হতাহতের কোনও খবর নেই। বিদ্যুৎকর্মীদের পাশাপাশি দমকমকর্মী ও পুলিশকর্মীরা রাস্তায় নামেন। রাস্তায় ভেঙে পড়া গাছ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সরানো হয়। অনেক রাত পর্যন্ত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবা স্বাভাবিক হয়নি।

ছিল শুধু হুমকি

প্রথম পাতার পর

বলেছেন বদলের পর হিসেব বুঝে নেওয়ার কথা। বলেছেন, 'চুন চুনকে' হিসেব নেওয়া হবে। তাঁর কথায় মনে হচ্ছে যে, তিনি ষোলোআনা নিশ্চিত, বাংলায় পরিবর্তন হচ্ছেই। তবে আগের মতো কত আসনে জিতবে বিজেপি- তার সংখ্যা আগাম বলেননি। 'অব কি বার দোশো পার' গোছের রণধ্বনি শোনা যায়নি।

বদল বলতে এটুকুই। বারবার নানারকম সংখ্যা বলে বেইজ্জত হওয়ার পর বক্তব্যে এই বদল বিজেপির থিংকট্যাংকের কাজ। তবে এবার মোদির ভাষণে ছিল না মমতাকে ব্যক্তি আক্রমণও। এর আগে 'দিদি, ও দিদি' সমালোচনা ও তাচ্ছিল্যের জেরে বিস্তর সমালোচনার মুখে পড়তে হয়েছিল তাঁকে। এবার কেবল নির্মমতার সরকার বলেই ব্রেক কষেছেন প্রধানমন্ত্রী।

এমনকি, ভাইপো বলে অভিষেকের কথাও টেনে আনেননি এবার। আগের বক্তৃতায় কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় ফিরে এলে বকলমে ভাইপোই সরকার চালাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন।

মতুয়া ভোট পদ্মের বাঁধা ভোট বলে মনে করা হয়। এবার কিন্তু এসআইআর-এর চোটে আতঙ্কে তাঁরা। অনেকের নাম কাটা গিয়েছে। নাগরিকত্ব হারানোর ভয়ে রাতের ঘুম উড়েছে তাঁদের। কমিশনের লিস্টের মতো মোদির বক্তৃতাতেও কিন্তু তাঁরা হাওয়া। কিছুই বললেন না মতুয়াদের নিয়ে। এর আগেও মতুয়াপাড়ায় গিয়ে তাঁদের সম্পর্কে মুখ বন্ধই রেখেছিলেন। ফলে মতুয়াদের বঙ্গ বিজেপি কী বলবে- তা নিয়ে এক গাদা প্রশ্ন রয়েই গেল। ভাষণে রাষ্ট্রপতিকে অপমান প্রসঙ্গে আদিবাসীদের কথা এসেছে বটে। তবে ওটুকুই। বাদ গিয়েছে আদিবাসী, তপশিলিদের নিয়ে বিস্তারিত কথা। উত্তরবঙ্গের জন্য যা খুব ভালো বার্তা নয়। ছিল না রাজ্যের জন্য আলাদা কোনও প্যাকেজের উচ্চবাচ্য, যেমনটা ক'দিন আগে বিহারে গিয়ে করেছিলেন।

তবে খানিকটা হুমকি আর সরকারি চাকরির শুকনো আশ্বাস ছাড়া আর কী-ই বলার ছিল মোদির। কেন্দ্রের হিসেবে শুধু রেলে ২ লাখ ৭২ হাজার পোস্ট খালি। খুব উঁচু গলায় দাবি করার মতো পরিসংখ্যান কী? ভিনরাজ্যে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে মারধর নিয়েও তিনি রা কাড়েননি। অথচ বাংলার অস্মিতা তৃণমূলের বড় অস্ত্র। বিরাট মঞ্চে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাঠামো তৈরি করে বাঙালিদের মন জয় করা যাবে কি?

ভোট বিধির গেরোয় কোপ পর্যটন ব্যবসায়

আলিপুরদুয়ার, ১৬ মার্চ : ভোটের গেরোয় এবার আলিপুরদুয়ার জেলায় পর্যটন ব্যবসায় ব্যাপক ক্ষতির আশঙ্কা ছড়িয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কারণে পর্যটন ব্যবসায়ীরা মরশুমে এলাকার বুকিং বাতিল হওয়ার প্রবল দুশ্চিন্তায় ভুগছেন। গত বছর ঠিক এই সময়ে ডুয়ার্সের বেশিরভাগ রিসর্ট এবং হোমস্টেগুলি কানায় কানায় ভরা ছিল। এমনকি এই সময়টিতে অনেকে পুজোর ছুটির জন্যও আগাম বুকিং সেরে রেখেছিলেন। এবছরও নিয়ম মেনে জানুয়ারি থেকেই পর্যটকদের বুকিং শুরু হয়ে যায়। কিন্তু রবিবার বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হতেই নতুন বুকিং একেবারেই থমকে গিয়েছে বলে পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি। ডুয়ার্সের জয়ন্তী থেকে লাটাগুড়ি, বক্সা থেকে শুরু করে গরুবাথান- সব পর্যটনকেন্দ্রেই এখন একই অবস্থা। এর ফলে আগামী কয়েক মাস পর্যটন ব্যবসায় বেশ ক্ষতি হবে বলে তাঁরা মনে করছেন।

জলদাপাড়া রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মিঠুন সরকারের কথায়, 'প্রতি বছর এপ্রিলে রিসর্টগুলিতে ফুল বুকিং থাকে। কিন্তু এবছর ভোটের জন্যই মাত্র ৪০ শতাংশ বুকিং আছে। অনেকেই বুকিং করেও শেষ মুহূর্তে ভোটের জন্য কোনও অসুবিধা হবে কি না বলে প্রশ্ন করছেন। ভোটের পর আবার বর্ষার জন্য জঙ্গল বন্ধ থাকবে।' এই অবস্থায় প্রায় সাড়ে চার মাস পর্যটন ব্যবসা মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে পারে বলে তাঁর আশঙ্কা। ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি পার্থসারথি রায় বললেন, 'ভোটের ডিউটির জন্য ইতিমধ্যেই প্রশাসন গাড়ি চিহ্নিত করে নিয়েছে। এই গাড়িগুলি অন্তত দু'দিন প্রশাসনের কাছে থাকবে বলে ধারণা। তাই আমরাও ওই সময় পর্যটকদের বুকিং নিচ্ছি না।' ভোটপর্ব না মিটলে পর্যটনের এই গেরো কাটবে না বলে তিনি মনে করছেন।

সুন্দরী কাশ্মীর।। *শ্রীনগরের ডাল লেকে। সোমবার। -পিটিআই*

ইডি'র হানা

প্রথম পাতার পর

কলকাতায় গিয়ে রিয়েল এস্টেটের কাজ করছিলেন ওই তরুণ। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সুজয় ঘটক বলেন, 'পুরনিগমে অস্থায়ী কাজ করত অরিন্দম। করোনার সময় কাজ ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর থেকে কলকাতাতেই থাকছিল।' ওই বাড়িতে আসা টিম দুপুরের দিকে বেরিয়ে যায়।

এদিকে, থানা মোড়ের ওই অ্যাপার্টমেন্টেও এদিন ভোর থেকে অভিযান চালানো হয়। ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভেতরে ঢোকে ইডি'র টিম। দীবাঙ্করের এক পরিচিতের কথায়, 'দীবাঙ্কর বেঁচে থাকার সময়ও ওই পরিবার খুব কমদিনের জন্যই কলকাতা থেকে এই ফ্ল্যাটে আসত। বাকি সময় বন্ধই থাকত। ওই দুটি ফ্ল্যাটে অভিযান চলাকালীন প্রচুর পরিমাণে মদ উদ্ধার হওয়ায় সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে ইডি আবগারি বিভাগের হাতে তুলে দেয়। ওই মদ কোথা থেকে এল, তদন্ত শুরু করেছে আবগারি বিভাগ। তবে তাঁর পরিবারের রামশাইয়ে থাকা রিসর্টের জন্যই ওই মদ যে মজুত করে রাখা হয়েছিল, সেটা পরিষ্কার। এদিন ওই রিসর্টেও হানা দেয় ইডি আধিকারিকরা। দুপুর বারোটা নাগাদ ৮ সদস্যের ইডি'র একটি দল রিসর্টে ঢুকে সমস্ত কর্মীর মোবাইল ফোন নিজেদের হেপাজতে নিয়ে নেন। তারপর গেট বন্ধ করে রিসর্টের বিভিন্ন নথি ও রেজিস্টার খতিয়ে দেখেন তাঁরা। ওই রিসর্টটি বছর তিনেক আগে দীবাঙ্কর তাঁর স্ত্রী সুরশ্রীর নামে কিনেছিলেন। দীবাঙ্করের মৃত্যুর পর রিসর্টের দেখভাল করছিলেন সুরশ্রীর ভাই আবির কর। আবির এদিন বলেন, 'ইডি'র আধিকারিকরা রিসর্টের বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখলেও কী কারণে এই অভিযান, সেই বিষয়ে মুখ খোলেননি।' সংবাদমাধ্যমের সামনেও মুখ খোলেননি ইডি'র আধিকারিকরা। ইডির অভিযানকে ঘিরে রামশাই বুধুরাম বনবস্তি এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। তবে, তিনটি জায়গায় অভিযানের সঙ্গে কলকাতা-যোগ স্পষ্ট। কীভাবে ওই বাড়ির সদস্যরা এই মামলার সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন, তা নিয়ে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। এদিন বিধাননগর, হাওড়ার একাধিক অফিসেও তল্লাশি চালায় ইডি।

মমতা বনাম শুভেন্দু!

প্রথম পাতার পর

বর্তমান বিধায়কদের অধিকাংশকেই মনোনয়ন দিয়েছে বিজেপি।

বাংলায় যে পাঁচ বিধায়ককে বিজেপি প্রার্থীতালিকা থেকে বাদ দিয়েছে, তাঁদের মধ্যে আছেন অর্থনীতিবিদ অশোক লাহিড়ি। যিনি বালুরঘাটের বিধায়ক ছিলেন। তাঁর জায়গায় প্রার্থী করা হয়েছে বিদ্যুৎ রায়কে। টিকিট পাননি কালিয়াগঞ্জের সৌমেন রায়। সেখানে উৎপল মহারাজ প্রার্থী হচ্ছেন।

বিজেপির প্রায় ১৫০ আসনে ইতিমধ্যে প্রার্থী চূড়ান্ত হয়েছে। দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ঠিক করা ওই তালিকা থেকে সোমবার ১৪৪ জনের নাম প্রকাশ করা হয়। আত্মবিশ্বাসী বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, 'আমি দুটি আসনেই জয়লাভ করব এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার হারাব।' তৃণমূলের শশী পাঁজা পালটা বলেন, 'উনি আগে ঠিক করুন, কোন কেন্দ্রে হারতে চান।' বিজেপির তাপস রায় আবার বলেন, 'তৃণমূল বলুক, কোন কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী হারবেন।'

বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু সাংবাদিক বৈঠকে প্রার্থীতালিকা প্রকাশের পর নদিয়ার কালীগঞ্জের সাবিনা ইয়াসমিন বলেন, 'কখনোই সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করিনি। কিন্তু দল সুযোগ দিল। জয়ী হলে শিক্ষার উন্নয়ন করতে চাই।' বামেদের প্রার্থীতালিকা প্রকাশকে কটাক্ষ করে তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ দাবি করেন, 'নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো নেতারা যাতে অন্য দলে চলে না যান, সেজন্য আগেভাগে প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে দিয়েছে বামফ্রন্ট।'

আইএসএফ এবং সিপিআই (এমএল) লিবারেশনের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে বামেদের। লিবারেশনের সঙ্গে ১০টি আসনে সমঝোতা হয়েছে। শিলিগুড়িতে বিজেপির শংকর ঘোষের বিপরীতে শরদিন্দু চক্রবর্তীকে প্রার্থী করা হয়েছে। মালদার ইংরেজবাজারে সিপিএম প্রার্থী দলের প্রাক্তন জেলা সম্পাদক অম্বর মিত্র। বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু দলের লক্ষ্য স্পষ্ট করে বলেন, 'আমাদের এবারের লড়াই দেশের নয়া-ফ্যাসিবাদী শক্তি এবং রাজ্যের স্বৈরতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে। আমরা রাজ্যে বামপন্থী রাজনীতিকে পুনরায় শক্তিশালী করতে মানুষের কাছে যাব।'

সিপিএমের তালিকায় রানিবাঁধে বাম আমলের মন্ত্রী দেবলীনা হেমব্রম, মহেশতলায় আইনজীবী সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজারহাট নিউটাউনে গৌতম দেবের পুত্র সপ্তর্ষি, দমদমে গৌতম দেবের ভ্রাতুষ্পুত্র ময়ূখ বিশ্বাস, বরানগরে সায়নদীপ মিত্র, রায়দিঘিতে প্রাক্তন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র সাম্য প্রমুখ তরুণ মুখ রয়েছে। ২৮ জন মহিলা প্রার্থী রয়েছে বামেদের। তবে প্রথম তালিকায় সুজন চক্রবর্তী, সৃজন ভট্টাচার্য, মহম্মদ সেলিম, শতরূপ ঘোষরা নেই।

উত্তরবঙ্গে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি আসনে বিজেপির আনন্দময় বর্মনের বিরুদ্ধে লড়বেন সিপিএমের ঝরেন রায়। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, অনেকের নাম এসআইআর-এর তালিকায় বিচারাধীন থাকায় প্রার্থী করা যায়নি। বিষয়টি নিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন তাঁরা। সোমবার ২৩০ আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে এসইউসিআই-ও।

অ্যাকশনে কমিশন

প্রথম পাতার পর

মমতার দৃঢ় দাবি, 'আবার নবান্নেই দেখা হবে। দেখব কত হামলা, কত বদলা নিতে পারো। বিজেপির লোককে ডিএম, চিফ সেক্রেটারি করতে হবে? মানুষের ওপর ভরসা নেই? মাথায় রাখবেন, কোনও ঘটনা ঘটলে তার দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সবক'টাকে নিতে হবে।' মমতা প্রশ্ন করেন, 'কেন সিপি সুপ্রতিম সরকারকে চেঞ্জ করলেন? টাকা ঢোকাবেন বলে? হামলা করলেও যাতে কেউ ধরা না পড়ে, সেজন্য?' নতুন পুলিশ কমিশনার ১৯৯৬ ব্যাচের দুঁদে আইপিএস অজয়কুমার নন্দা অবশ্য দুপুর ২টো ৫ মিনিটে লালবাজারে ঢুকে দায়িত্ব নিয়ে ২০ মিনিটের মধ্যে ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিংয়ে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভার নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখেন। পরে লালবাজারে ফিরে গিয়ে বাহিনীর উদ্দেশে তিনি বার্তা দেন, 'প্রত্যেকবারের মতো অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ ভোট হবে। পুলিশবাহিনী কলকাতাবাসীর নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ। সহকর্মী ও অফিসারদের আমি বলতে চাই, এখানে আমরা ব্যর্থ হতে পারি না।'

গিরিশ পার্কে শিল্পমন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির সামনে তৃণমূল-বিজেপির সংঘর্ষেও তিনি কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) এবং ডিজি (কারা) পদেও রদবদল করেছে নির্বাচন কমিশন। এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদ থেকে বিনীত গোয়েলকে সরিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অজয় মুকুন্দ রানাডেকে। কমিশনের এই রদবদলের পালটা চাল দিতে দেরি করেনি নবান্ন।

অপসারিত পুলিশকর্তাদের ভোটের আওতার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল করেছে রাজ্য সরকার। সদ্য প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকারকে এডিজি (সিআইডি) ও কলকাতার এডিজি (আইবি)-র দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। অপসারিত ডিজি পীযূষ পান্ডেকে করা হয়েছে ডিজি (নিরাপত্তা অধিকর্তা)। ডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদ থেকে অপসারিত বিনীত গোয়েলকে রাজ্য আইবি-র ডিজি এবং তাঁর জায়গায় অজয় মুকুন্দ রানাডেকে নতুন এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) করা হয়েছে।

রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলকাতায় মিছিল ও সভা করলেও আগাগোড়া নির্বাচন কমিশন ও বিজেপিকে সোমবার নিশানা করেন তৃণমূল নেত্রী। তিনি বলেন, 'রাত একটায় মেসেজ পেলাম... মাঝরাতে কখনও শুনেছেন একটা রাজনৈতিক দল চুপিচুপি বিহাইন্ড দ্য সিন তাণ্ডব করছে?' মুখ্যসচিব পদ থেকে নন্দিনী চক্রবর্তীকে সরিয়ে দেওয়ায় কমিশনকে তিনি 'নারী-বিদ্বেষী' এবং 'বাঙালি-বিদ্বেষী' তকমা দিয়েছেন।

তাঁর অভিযোগ, আগে নিয়ম মেনে কমিশন রাজ্যের কাছে তিনটি নামের তালিকা চাইত। এখন সেই সৌজন্যটুকুও নেই। মুখ্যমন্ত্রীর কটাক্ষ, 'এটা সুয়োমোটো। যেন দিল্লি কা লাড্ডু। যেন জমিদারি, মগের মুলুক!' তিনি স্পষ্ট বলেন, তাঁর লড়াই শুধু বাঙালির জন্য নয়। অপসারিত ডিজি পীযূষ পান্ডের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, 'উনি অবাঙালি। কেন বাদ দিলেন? পীযূষ পান্ডে অবাঙালি, এক কথায় বাদ? সুপ্রতিম বাঙালি...। তার মানে বাংলা নয়, অবাঙালিদেরও বাদ দিয়েছে।' মমতার ভাষায়, 'আসলে আপনারা খালি দেখেছেন বিজেপির কথায় কারা কাজ করেন।' তারপর তিনি চ্যালেঞ্জ করেন, 'কমিশন যাঁদের আনছে, তাঁরা আমাদের হয়েই কাজ করবেন। কত বদলা নেবে, দেখে নেব।' ফলে নবান্ন বনাম কমিশনের সংঘাত আরও তীব্র হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রশান্তর প্রাণভোমরা

প্রথম পাতার পর

গ্রেপ্তারি পরোয়ানা মেনে পদ্ধতিগত পদক্ষেপ করলে তাঁর নিজের নামে থাকা সম্পত্তি যে হাতছাড়া হতে পারে সেটা বুঝেই আইনজীবীর পরামর্শে সম্পত্তি হাতবদলের চেষ্টা করছেন খুনে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিডিও।

খুন হওয়া স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার শ্যালক দেবাশিস কামিল্যা প্রাশান্তর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। নানাভাবে দেবাশিস ও স্বপনের স্ত্রী মমতা কামিল্যাকে ম্যানেজ করার মরিয়া চেষ্টাও শুরু করেছেন প্রশান্ত। মামলার ট্রায়াল শুরু হলে অভিযোগকারী যাতে তাঁকে অভিযুক্ত হিসাবে শনাক্ত না করেন সেই চেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছেন প্রশান্ত এবং তাঁর সঙ্গীরা। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই আইনজীবীর মাধ্যমে ওড়িশাতে দেবাশিসের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে নানা উপায়ে ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছেন প্রশান্ত। সব কথা স্পষ্ট করে বলতে চাননি দেবাশিস। তিনি শুধু বলেন, 'আমরা খুবই ভয়ে আছি। প্রশান্ত খুবই শক্তিশালী। ও করতে পারে না এমন কাজ নেই। ভবিষ্যতে কী হবে জানি না।'

তবে প্রশাসন এবং পুলিশ মহলে 'জেসি' এবং 'জেবি' শব্দ দুটি নিয়ে বেশ চর্চা শুরু হয়েছে। আইনজীবী মহলে এবং আদালত চত্বরেও শব্দ দুটি নিয়ে নানা আলোচনা চলছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের এক আইনজীবীর কথা, 'প্রশান্তর ক্ষমতার উৎস কী, কে ওঁর গডফাদার তা প্রশাসন, পুলিশ বা আমাদের জীবীকার লোকেদের অজানা নয়। তবে পেশাগত কারণে এবং অন্য নানা বাধ্যবাধকতায় আমরা ওসব নিয়ে মুখ খুলতে পারছি না। তবে ছেলেটি যেভাবে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে তার খেসারত একদিন না একদিন দিতেই হবে।'

সূত্রের খবর, কোচবিহারের বোকালির মঠ এলাকায় তাঁর আদি বাড়িতেও মাঝেমধ্যে গিয়ে থাকছেন প্রশান্ত। স্থানীয়রা অনেকেই বেশ কয়েকদিন তাঁকে নীল বাতির গাড়ি নিয়ে রাতে যাতায়াত করতে দেখেছেন। আলিপুরদুয়ারের বারবিশা এলাকার একটি বাড়িতেও সম্প্রতি প্রশান্ত গিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে শিলিগুড়িতে জিএসটি কেলেঙ্কারিতে যুক্ত এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ীর সঙ্গেও একই গাড়িতে প্রশান্তকে দেখা গিয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রশান্ত সম্পর্কে খোঁজখবর শুরু করেছেন। প্রশান্তর সম্পত্তির খতিয়ান হাতে পেতে তৎপর হয়েছেন তাঁরা। কেন হঠাৎ কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা প্রশান্ত সম্পর্কে কৌতূহল দেখাচ্ছেন তা অবশ্য এখনও বোঝা যাচ্ছে না। তাহলে কি আরও কোনও গুরুতর অপরাধের সঙ্গে প্রশান্তর যোগসূত্রের গন্ধ পেয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারীরা? পুলিশের অন্দরে এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।

পার্সেন্টেজ-এর ধাক্কায় ম্লান উন্নয়ন

প্রথম পাতার পর

রসাখোয়ার একটি পেট্রোল পাম্পে এলাকার অবস্থা জিজ্ঞাসা করায় স্থানীয় সুদয় সরকার বললেন, 'স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের যন্ত্রণার শেষ নেই।' এ কথার হাতেগরম প্রমাণ মিলল একটু পরেই। রসাখোয়া সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বোনকে এনে জরুরি বিভাগের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন পিয়াজগাঁও এলাকার মহম্মদ উজির হুসেন। তাঁর কথায়, 'ডাক্তারই আসেননি। এমনিতে চিকিৎসক কম। তার মধ্যে সময়ে চিকিৎসক না এলে আমাদের ভোগান্তিটা অনুভব করতে পারছেন?'

রসাখোয়া বাজারে ঈশান টুডু জানালেন, এলাকায় জীবিকা চালানো কঠিন। ফলে পরিযায়ী শ্রমিক হতে বাধ্য হচ্ছেন এলাকার তরুণরা। ভুলকি এলাকায় শেখ সইফুদ্দিনের চেহারায় পরিশ্রমের ছাপ স্পষ্ট। আলাপ শুরু করতে বললেন, 'নেতারা টাকার বান্ডিল নেওয়া-দেওয়া করছেন। আর আমি বারবার চেষ্টা করেও বার্ধক্য ভাতা পেলাম না আজও।'

গোদের ওপর বিষফোড়া, সইফুদ্দিনের পরিবারের ১০ জনের মধ্যে ৮ জনের নামই বিচারাধীন। ভুলকি পিছনে ফেলে দোমোহনা পৌঁছাতে যানজটে নাভিশ্বাস ওঠার জোগাড়। টোটোয় বসা যাত্রী আবদুল গফফরের কথায়, 'কী আর দেখছেন! বছরের পর বছর এই সমস্যা। কারও কোনও হেলদোল নেই।'

পিছলা এলাকায় বড় আম গাছের তলায় ছোট্ট চায়ের দোকানে গ্রামের জটলায় কট্টর তৃণমূল কর্মী মণিরুল হকও মানলেন, 'এবারের লড়াই কঠিন। দলের গদ্দাররা সক্রিয়। কিন্তু খেলা এত সহজ ভেবে নেওয়ার কারণ নেই।' করণদিঘি বাসস্ট্যান্ডের পাশে যাত্রী প্রতীক্ষালয়ে আলাপ হল এক শিক্ষকের সঙ্গে। কিছুতেই নিজের নাম প্রকাশে রাজি নন।

তাঁর কথায়, 'আমি রাজনীতির লোক নই। একসময় এলাকায় দালালদের দৌরাত্ম্য নিয়ন্ত্রণে বড় নেতা সক্রিয় ছিলেন। কিন্তু এখন সব নিয়ন্ত্রণ তাঁরই হাতে।' করণদিঘি থেকে সাবধান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার চলছিল। কিন্তু কাজের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলে সাধারণ মানুষ কাজ আটকে দিয়েছেন। সিঙ্গিমারিতে জীর্ণ কালভার্টের পাশে বাইক নিয়ে দাঁড়ানো আশরাফ আলি বললেন, 'ভোটের জন্যই ক্ষোভ সামাল দিতে কাজ শুরু হয়েছে।'

বুধরাডাঙ্গি এলাকায় পিঁয়াজির দোকানদার মণিরুল ইসলাম সোজাসাপটা বললেন, 'কাজ নিয়ে যা খুশি, তাই হচ্ছিল। তাই কাজ আটকে দিয়েছি।' একটু এগোলে বুধরা গ্রামে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা পরিস্রুত পানীয় জলপ্রকল্পের ফাঁকা জমিতে কেউ বা কারা চাষ দিয়েছে। সাইকেলে যেতে যেতে শ্যামসুন্দর সিংহ বলে গেলেন, 'সব কাটমানিতে ডুবল। প্রকল্প মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তাই জল কারও কপালে জোটেনি।'

প্রাক বর্ষায় টুঙ্গিদিঘি বাজারের বেহাল নিকাশি ব্যবস্থা নিয়েও মানুষের ক্ষোভের অন্ত নেই। বিরোধী দলের স্থানীয় নেতারা অবশ্য স্বীকার করেন, অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্রের তুলনায় করণদিঘিতে উন্নয়ন বেশি হয়েছে। তাহলে এত ক্ষোভ কেন? আমজনতার উত্তরে উঠে এসেছে, 'যত বেশি কাজ, তত বেশি পার্সেন্টেজ।' ঠিকাদাররের বরাদ্দে ১৩ শতাংশ কাটমানির কানাঘুষো প্রায় সর্বত্র।

লোকসভা ভোটে খারাপ ফল করায় ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলাররা তাঁকে মেনে নেননি। তাঁরা প্রাক্তন চেয়ারম্যান তনয় দে-কে (পিঙ্কু) চেয়ারম্যান মনোনীত করেন। কিন্তু কয়েক মাস কেটে গেলেও তনয়কে শপথগ্রহণ করানো হয়নি। তৃণমূলের গোষ্ঠীকাজিয়ায় পুর পরিষেবা চলছে জোড়াতালি দিয়ে।

ডালখোলা শহরের কলেজ মোড়ে এক ব্যবসায়ী বলছিলেন, 'এই পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবির মজা লুটছে। আমি তৃণমূল করি। কিন্তু নেতাদের কাজিয়া দেখে মনে হয়, ভরাডুবি দেখতে হবে।' মোটাবাঁশ এলাকায় আইসক্রিম বিক্রেতা চাঁদমোহন শর্মাকে ভোটের কথা জিজ্ঞাসা করায় উত্তর এল, 'চুপচাপ ফুলে ছাপ।' কোন ফুলে? উত্তর না দিয়ে চাঁদমোহন পায়ে টানা গাড়ি নিয়ে এগিয়ে গেলেন। তাঁর ওই কথাতেই যেন করণদিঘির ভবিষ্যৎ।

মারানদের একহাত সানির

মুম্বই, ১৬ মার্চ : ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ 'দ্য হান্ড্রেড'-এ পাকিস্তানি স্পিনার আবরার আহমেদকে দলে নেওয়া নিয়ে এবার সানরাইজার্স লিডসের বিরুদ্ধে কার্যত ফুঁসে উঠলেন খোদ সুনীল গাভাসকর। দলটির মালকিন কাব্যা মারান এবং টিম ম্যানেজমেন্টের এই পদক্ষেপে দেশের জাতীয় ভাবাবেগ যে চরমভাবে আহত হয়েছে, সেই বিষয়টিই কড়া ভাষায় মনে করিয়ে দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেটের এই

আবরার-বিতর্ক

কিংবদন্তি। সানির চাঁচাছোলা যুক্তি, যে মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ভারতীয় মালিকানাধীন ফ্র্যাঞ্চাইজি ওই পাক ক্রিকেটারকে কিনেছে, সেই টাকার একটা বড় অংশ পরোক্ষভাবে ভারতেরই ক্ষতিসাধনে ব্যবহৃত হবে!

২০০৮ সালের ২৬/১১ মুম্বই হামলার পর থেকেই আইপিএল এবং ভারতীয় মালিকানাধীন বিশ্বের অন্যান্য ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগগুলি পাক ক্রিকেটারদের থেকে অলিখিতভাবে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে চলে।

> **ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক যদি ভারতীয় হন, তাহলে আক্ষরিক অর্থে তিনি টাকাটা ঢালছেন ভারতীয়দেরই ক্ষতি করার জন্য! ভারতীয় মালিকানাধীন দলের এই পদক্ষেপে আমি সত্যিই অবাক।**
>
> **-সুনীল গাভাসকার**

সেই প্রসঙ্গ টেনেই সানি বলেছেন, 'ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিক যদি ভারতীয় হন, তাহলে আক্ষরিক অর্থে তিনি টাকাটা ঢালছেন ভারতীয়দেরই ক্ষতি করার জন্য! ভারতীয় মালিকানাধীন দলের এই পদক্ষেপে আমি সত্যিই অবাক। পাক ক্রিকেটার বা শিল্পীদের আয়ের ওপর সে দেশের সরকার কর নেয়। আর সেই করের টাকা দিয়ে যে অস্ত্র কেনা হয়, তা ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং আমাদের সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এই বিনিয়োগ পরোক্ষভাবে নিজেদের দেশেরই ক্ষতি করার শামিল।'

নিলামের টেবিলে উপস্থিত থাকা সানরাইজার্স লিডসের হেড কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিকে অবশ্য এই বিতর্কে কাঠগড়ায় তুলতে নারাজ গাভাসকর। তাঁর মতে, ভেত্তোরি নিউজিল্যান্ডের মানুষ, তাই তাঁর পক্ষে ভারতীয়দের এই স্পর্শকাতর রাজনৈতিক ভাবাবেগ পুরোপুরি বোঝা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। লিটল মাস্টারের কথায়, 'ভেত্তোরি হয়তো দলের স্পিন আক্রমণের শক্তি বাড়াতেই একজন পাক ক্রিকেটারকে চেয়েছে। কিন্তু দলের মালকিন হিসেবে কাব্যা মারানের বোঝা উচিত ছিল, বিদেশের মাটিতে কোনও লিগ জেতার চেয়ে ভারতীয়দের জীবনের মূল্য অনেক অনেক বেশি।' এই চরম আবরার-বিতর্কের আঁচ আগামী দিনে আইপিএলেও পড়বে বলে মারাত্মক আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন গাভাসকর। তাঁর মতে, মেগা লিগে মাঠে নামলে এবার নিজেদের দেশের দর্শকদের প্রবল রোষ এবং বিরোধিতার মুখে পড়তে পারে খোদ সানরাইজার্স হায়দরাবাদ।

অনায়াসে দুই-তিনটি দল হয়ে যাবে : স্কাই

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : অফুরান আবেগ। বিস্তর প্রতিভা।

ক্রিকেট খেলাটা বহুদিনই ভারতীয় সমাজে বিশেষ জায়গা দখল করে নিয়েছে। আসমুদ্রহিমাচলে ক্রিকেট এখন ধর্মের মতো। জনপ্রিয়তার শীর্ষে।

আবেগের সঙ্গে প্রতিভার মিশেলে ক্রিকেট কোন জায়গায় পৌঁছে যেতে পারে, শেষ কয়েক বছরে টিম ইন্ডিয়ার ধারাবাহিক সাফল্য তার প্রমাণ। সেকথাই আজ শোনা গিয়েছে সম্প্রতি টি২০ বিশ্বকাপ জিতে নয়া ইতিহাস তৈরি করা ভারতীয় টি২০ দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবের মুখে। গতরাতে তিনি নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন। সেখানেই সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিয়েছেন স্কাই। জানিয়েছেন, প্রতিভার দিক থেকে ভারতে ক্রিকেট এখন এমন একটা জায়গায়, যেখানে অনায়াসে একসঙ্গে দুই-তিনটি জাতীয় দল হয়ে যেতে পারে। আর সব দলই বিশ্বমঞ্চে সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে। স্কাইয়ের কথায়, 'ভারতে যদি ক্রিকেট প্রতিভার কথা বলা হয়, তাহলে দেখা যাবে গোটা দেশে নিয়মিতভাবে রোজ নতুন প্রতিভা নজরে আসছে। জনপ্রিয়তা ও প্রতিভার দিক থেকে ক্রিকেট আমাদের দেশে এমন একটা জায়গায় চলে গিয়েছে, যেখানে অনায়াসে একসঙ্গে দুই-তিনটি দল হয়ে যাবে। আর সব দলই সফল হওয়ার ক্ষমতা রাখে।'

ভারতীয় ক্রিকেট আঙিনায় প্রতিভা ও সাফল্যের প্রসঙ্গে সূর্যকুমার নিজেই টেনে এনেছেন আইপিএল প্রসঙ্গ। প্রতিবারই আইপিএলের আসর থেকে একাধিক নতুন প্রতিভার জন্ম হয়। ২৮ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা প্রতিযোগিতার আসরে এবারও এমন দৃশ্য দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন স্কাই। তাঁর কথায়, 'আমাদের দেশের ঘরোয়া ক্রিকেট যেমন প্রবল শক্তিশালী, তেমনই আইপিএলও। প্রতিবারই ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে যেমন নয়া প্রতিভা উঠে আসে, আইপিএলের আসরেও জন্ম নেয় নতুন প্রতিভা।' দীর্ঘসময় ধরে ঘরোয়া ক্রিকেট ও আইপিএল খেলেছেন স্কাই। তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ অধিনায়ক বলছেন, 'সত্যিটা হল, ভারতে ক্রিকেটীয় প্রতিভার কোনও অভাব নেই। একসঙ্গে দুই-তিনটি বা তার বেশি দলও হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া আমাদের দেশের ক্রিকেট প্রতিভা অন্য অনেকের কাছেই ঈর্ষার বিষয়ও।'

২০২৪ সালে রোহিত শর্মা টিম ইন্ডিয়াকে টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়ে কুড়ির ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। কোচের ভূমিকা থেকে রাহুল দ্রাবিড়ও সরে গিয়েছিলেন। সেই অবস্থায় নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে জুটি বেঁধেছিলেন সূর্যকুমার। টি২০ অধিনায়ক হিসেবে মাঝের সময়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে

'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানে আয়ুষ মাত্রের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব।

যেমন নয়া প্রতিভা উঠে আসে, সফল। সম্প্রতি দেশকে কুড়ির বিশ্বকাপও জিতিয়েছেন। পরিসংখ্যান বলছে, সূর্যের নেতৃত্বে টি২০ ক্রিকেটে মোট ৫২টি ম্যাচ খেলে ৪২টি ম্যাচ জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। যে কোনও অধিনায়কের জন্যই দারুণ নজির। স্কাই অবশ্য এসব তথ্য নিয়ে বেশি ভাবতেই চান না। তাঁর কথায়, 'পরিসংখ্যান নিয়ে কোনওদিনও খুব বেশি ভাবার অভ্যাস নেই আমার। বিশ্বাস করি, সাজঘরে দল হিসেবে সবাই যদি একই দিকে ও লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে পারি, তাহলে সাফল্য আসবেই।' টি২০ বিশ্বকাপের আসরে ঠিক এভাবেই সাফল্য এসেছে টিম ইন্ডিয়ার। হতে পারে দলের সাফল্যে ব্যাট হাতে সূর্যকুমার বিশাল অবদান রাখতে পারেননি। কিন্তু সতীর্থদের থেকে সময়মতো সেরাটা বার করে এনে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে নয়া ইতিহাস গড়েছেন তিনি।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের অনুশীলনে মণীশ পাণ্ডে।

কলকাতায় আজ রাহানেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : অপেক্ষার আর ১২ দিন। তারপরই শুরু হয়ে যাবে উনবিংশ আইপিএলের আসর।

আইপিএলের অন্যতম সেরা ও সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি দল কলকাতা নাইট রাইডার্স। আসন্ন মরশুমের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবিরের লক্ষ্যে কাল দেশের নানা প্রান্ত থেকে কলকাতায় হাজির হচ্ছেন আজিঙ্কা রাহানেরা। বুধবার থেকে ইডেনে কেকেআরের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শিবির শুরুর কথা। তার আগে আজ রাতের দিকেই নাইট সংসারের বেশ কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ হাজির হয়ে গিয়েছেন কলকাতায়। কাল অধিনায়ক রাহানে সহ বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের হাজির হওয়ার কথা। বিদেশি ক্রিকেটারদের মধ্যে জিম্বাবোয়ের ব্লেসিং মুজারাবানিও কাল কলকাতায় পৌঁছে যাচ্ছেন। দলের সবচেয়ে দামি ক্রিকেটার অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রিনেরও পরশুর মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। সবমিলিয়ে করব-লড়ব-জিতব-রে রিংটোন ফের বাজতে শুরু করেছে।

'মানুষই ভুল করে' রোকো নিয়ে গম্ভীর

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : কারও নজরে ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপ। আবার কারও নজরে ফেলে আসা অতীত। যে অতীতে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর 'ক্ষত' এখনও দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটে।

'রোকো'-র টেস্ট থেকে অবসরের নেপথ্য কারণ কি কোচ গৌতম গম্ভীর? গতরাতে নয়াদিল্লিতে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে হাজিরা দিয়ে আজ সকালেই কলকাতায় পা রেখেছিলেন গম্ভীর। এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে টিম ইন্ডিয়ার দুই

> **আমিও মানুষ। আর মানুষ মাত্রই ভুল করে। খেলোয়াড়দেরও ভুল করার অধিকার রয়েছে। গত ১৮ মাসে আমিও অনেক ভুল করেছি। আজ সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই।**
>
> **-গৌতম গম্ভীর**

কিংবদন্তির অবসর নিয়ে মুখ খুলেছেন গুরু গম্ভীর। স্বীকার করে নিয়েছেন, মানুষ মাত্রই ভুল করে থাকে। বলেছেন, 'আমিও মানুষ। আর মানুষ মাত্রই ভুল করে। খেলোয়াড়দেরও ভুল করার অধিকার রয়েছে। গত ১৮ মাসে আমিও অনেক ভুল করেছি। আজ সেকথা স্বীকার করতে লজ্জা নেই। ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি, সঠিক মানসিকতা নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত তবু মেনে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে ভুল সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। আবার একথাও ঠিক যে, ভুল থেকে সঠিকভাবে শিক্ষা নিয়ে সামনে তাকানোর স্কিলটাও জানা চাই।'

টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ একবারও 'রোকো'-র নাম নেননি। কিন্তু তাঁর কথার মাধ্যমে এই প্রথবার কোচ গম্ভীর স্বীকার করে নিয়েছেন, বিরাট-রোহিতদের টেস্ট থেকে অবসরের সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তটা হয়তো তাঁর ভুল ছিল। রোহিতদের ছাড়া ইংল্যান্ডে গিয়ে শুভমান গিলের ভারত খারাপ করেছিল, এমন নয়। কিন্তু তারপর দেশে ফিরে প্রথমে নিউজিল্যান্ড ও পরে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা এখনও কোচ গম্ভীরকে বিঁধছে ভালোরকমই। এতটাই যে অতীত থেকে তিনি আর মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি। প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন, 'রোকো'-র সঙ্গে তিনি ভুল করেছিলেন।

বিরাট-রোহিত নিয়ে প্রথমবার তাঁর 'ভুল' স্বীকারের মাঝেই আরও চমক দিয়েছেন গম্ভীর। তাঁর সঙ্গে প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির সম্পর্কের তিক্ত রসায়নের কথা সবার জানা। তার মাঝেই সূর্যকুমার যাদবের ভারত বিশ্বকাপ জয়ের পর ধোনি সমাজমাধ্যমে গম্ভীরের হাসিমুখের প্রশংসা করেছিলেন। আজ সেই মন্তব্যের পালটা শোনা গিয়েছে শুভমান গিলদের হেডস্যরের মুখে। ধোনি কখনও ভারতীয় দলের কোচ হলে তাঁর মুখেও হাসি দেখতে চান গম্ভীর। এমন চমকপ্রদ মন্তব্য আজ শোনা গিয়েছে বর্তমান ভারতীয় কোচের গলায়। গম্ভীর বলেছেন, 'ধোনি মাঠে

শুভমানের নজরে ২০২৭ বিশ্বকাপ

আসন্ন আইপিএলের জন্য গুজরাট টাইটান্স শিবিরে যোগ দিলেন অধিনায়ক শুভমান গিল।

এসে খেলা দেখেছে। ভালো লেগেছে আমার। ও আমার হাসিমুখ দেখে প্রশংসা করেছে। সেটাও ভালো লেগেছে। আশা করব, ওকে একদিন আমার পদে দেখতে পাব। তখন আমিও ধোনির হাসিমুখের কথা বলতে পারব।'

এদিকে, গতকাল বিসিসিআইয়ের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের সম্মান নিয়ে আজই গুজরাট টাইটান্সের আইপিএল শিবিরে যোগ দিয়েছেন টেস্ট ও একদিনের দলের অধিনায়ক শুভমান। তার আগে তিনি তাঁর আগামীর লক্ষ্যও স্থির করে দিয়েছেন। শুভমান জানিয়েছেন, ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ জয় আপাতত তাঁর মূল লক্ষ্য। ২০২৩ সালে দেশের মাটিতে একদিনের বিশ্বকাপ জয়ের খুব কাছে পৌঁছেও চ্যাম্পিয়ন হতে পারিনি আমরা। এবার সেই লক্ষ্যপূরণই হল মূল লক্ষ্য আমাদের।'

সঞ্জু-বন্দনায় বরুণ, সিরাজ

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন! নিজে জিতলেন, আর গোটা দলকেও জেতালেন। সঞ্জু স্যামসনের বিশ্বকাপ-সাফারির গল্পটা আক্ষরিক অর্থেই রূপকথার মতো। সুপার এইটে ভারতীয় একাদশে তাঁর প্রত্যাবর্তন গোটা দলের ছবিটাই যেন ম্যাজিকের মতো বদলে দিয়েছিল। এবার বিশ্বজয়ের অন্যতম কারিগর, রহস্য-স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর গলাতেও শোনা গেল সেই সতীর্থের অকুণ্ঠ প্রশংসা। তাঁর সাফ দাবি, সঞ্জুকে প্রথম একাদশে ফেরানোর সিদ্ধান্তটি ছিল টিম ম্যানেজমেন্টের একটা নিখুঁত 'মাস্টারস্ট্রোক'।

লক্ষ্য আরও বিশ্বকাপ

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সঞ্জুর প্রসঙ্গ টেনে বরুণ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি মিমের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন, 'নেটমাধ্যমে একটা মিম খুব ঘুরপাক খাচ্ছে, যেখানে বলা হয়েছে-দলে একজন মালয়ালি (সঞ্জু) থাকলে ভারত কখনও বিশ্বকাপ হাতছাড়া করে না (যেমন ২০০৭ সালে শ্রীশান্ত ছিলেন)। কথাটা কিন্তু নেহাত ভুল নয়! সঞ্জুকে একাদশে ফেরানোটা সর্বদিক থেকেই মাস্টারস্ট্রোক ছিল।' তিন বছরে তিনটি আইসিসি ট্রফি এবং প্রথম দল হিসেবে টানা দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জয়-ভারতের এই স্বপ্নের

মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে বিশ্বকাপ জয়ের স্মারক হিসেবে সই করা জার্সি ও টুপি উপহার দিলেন বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

দৌড় আগামীদিনেও বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর বরুণ। তিনি বলেছেন, 'কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে আগামী ৫ বছরে নিজেকে কোথায় দেখতে চাই, উত্তরে বলব আরও বিশ্বকাপ জিততে চাই। আমাদের প্রধান লক্ষ্য এই দাপট বজায় রাখা।'

এই ধারাবাহিক সাফল্যের জন্য বিসিসিআইয়ের গড়ে তোলা মজবুত পরিকাঠামোকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন বরুণ। তাঁর মতে, দুর্দান্ত ঘরোয়া ক্রিকেটের জন্যই প্রতি মুহূর্তে নতুন প্রতিভা উঠে আসছে। বিশ্বজয়ের হ্যাংওভার এখনও কাটেনি জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'সবকিছু এখনও অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে।' অন্যদিকে, মহম্মদ সিরাজও মেতেছেন সঞ্জু-বন্দনায়। সিরাজের মতে, সুপার এইটে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হারের পর দল যখন প্রবল চাপে, তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে কার্যত কোয়ার্টার ফাইনালে রিজার্ভ বেঞ্চ থেকে সঞ্জুর ডাক পাওয়াটা ছিল টার্নিং পয়েন্ট। ওই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থেকেই সঞ্জু স্পেশাল ইনিংস খেলে সবকিছু বদলে দেন। ঈশ্বর যেন এভাবেই স্বপ্নের চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিলেন।

জয় শা-র থেকে জীবনকৃতি সম্মান পুরস্কার নিচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়।

ট্র্যাজেডি ভুলে চিন্নাস্বামীতে ফিরছে আইপিএল

বেঙ্গালুরু, ১৬ মার্চ : অবশেষে কাটল যাবতীয় আশা-আশঙ্কার কালো মেঘ। এম চিন্নাস্বামী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুঁটিয়ে দেখার পর, সেখানে আইপিএল ম্যাচ আয়োজনের চূড়ান্ত ছাড়পত্র দিয়ে দিল কর্ণাটক সরকার। এর ফলে ঘরের মাঠে, চেনা দর্শকদের গগনভেদী চিৎকারের সামনে মেগা লিগের ম্যাচ খেলতে আর কোনও আইনি বা প্রশাসনিক বাধা রইল না গতবারের চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি)।

সূচি অনুযায়ী, গ্রুপ পর্বে বিরাট কোহলিদের ৫টি ম্যাচ চিন্নাস্বামীতে খেলার কথা রয়েছে। বাকি দুটি হোম ম্যাচ তাঁরা খেলবেন রায়পুরের শহিদ বীর নারায়ণ স্টেডিয়ামে। এছাড়া ফাইনাল সহ টুর্নামেন্টের নকআউট পর্বের দুটি মেগা ম্যাচও আয়োজিত হবে বেঙ্গালুরুর এই আইকনিক স্টেডিয়ামে। সোমবার কর্ণাটক সরকারের এই চূড়ান্ত সবুজ সংকেতের ফলে ম্যাচ আয়োজন ঘিরে যে প্রবল টানাপোড়েন চলছিল, তাতে পাকাপাকিভাবে ইতি পড়ল।

উল্লেখ্য, গত বছর (২০২৫) আরসিবির প্রথম আইপিএল জয়ের পর বিজয়োৎসব কেন্দ্র করে চিন্নাস্বামীতে একটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। সেই তিক্ত স্মৃতি পিছনে ফেলে এবার নতুন শুরুর হাতছানি ফ্র্যাঞ্চাইজির সামনে। সরকারের নিযুক্ত উচ্চপর্যায়ের বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট অনুযায়ী সোমবার থেকেই এই ছাড়পত্র কার্যকর হচ্ছে। ২৮ মার্চ চিন্নাস্বামীতে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে হাইভোল্টেজ দ্বৈরথ দিয়ে আইপিএল অভিযান শুরু করবেন রজত পাতিদারের নেতৃত্বাধীন গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। অতীতের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে দর্শকদের ভিড় ও চাপ সামলাতে এবার একাধিক কড়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। মাঠে অবৈধ প্রবেশ ঠেকাতে টিকিটে ডিজিটাল কিউআর কোড বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পাশাপাশি চওড়া করা হচ্ছে স্টেডিয়ামের প্রবেশদ্বার। দর্শকদের সুষ্ঠু যাতায়াত সুনিশ্চিত করতে ম্যাচ ডে-তে অতিরিক্ত মেট্রো রেল চালানোর নির্দেশও দিয়েছে প্রশাসন।

গেইল-এবিডি-স্টার্ক, বিরাটের স্বপ্নের আরসিবি

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : দীর্ঘ আঠারো বছরের যন্ত্রণার অবসান ঘটিয়ে ২০২৫ সালে প্রথমবার আইপিএল ট্রফির স্বাদ পেয়েছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সামনে এবার খেতাব ধরে রাখার এক নতুন এবং কঠিন চ্যালেঞ্জ। আর ঠিক সেই মেগা অভিযানের প্রাক্কালেই গত ১৮ বছরের আইপিএল ইতিহাসের ভিত্তিতে ফ্র্যাঞ্চাইজির সর্বকালের সেরা একাদশ বেছে নিলেন খোদ বিরাট কোহলি। যেখানে ক্রিস গেইল থেকে এবি ডিভিলিয়ার্স, অনিল কুম্বলে থেকে মিচেল স্টার্কের মতো কিংবদন্তিরা অনায়াসে জায়গা করে নিয়েছেন।

তবে চমক রয়েছে অন্য জায়গায়। একরাশ অভিমান নিয়ে আরসিবি থেকে বিদায় নেওয়া লেগস্পিনার যুযবেন্দ্র চাহালের অবদানও ভোলেননি বিরাট। ফ্র্যাঞ্চাইজির হয়ে ১১৩ ম্যাচে ১৩৯ উইকেট নেওয়া চাহালকে বিরাট তাঁর দলের ১১ নম্বরে রেখেছেন। ফ্র্যাঞ্চাইজির পোস্ট করা একটি ভিডিওতে কোহলি মজার ছলে বলেছেন, 'এগারো নম্বরে যুজির থাকার প্রধান কারণ হল ওর অসাধারণ ব্যাটিং দক্ষতা! অনিল ভাইও থাকবে স্পিন বিভাগে। ব্যাপারটা রীতিমতো রোমাঞ্চকর হবে।' পেস আক্রমণও সমান নজরকাড়া। বিরাটের কথায়, ডেল স্টেইন এবং স্টার্কের গতির সঙ্গে ভারতীয় হর্ষল প্যাটেলের বৈচিত্র্য-এই বোলিং লাইনআপ যে কোনও প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দিতে যথেষ্ট।

আরসিবি-র সর্বকালের সেরা টপ থ্রি-তে অবিসংবাদিতভাবে রয়েছেন গেইল, কোহলি এবং ডিভিলিয়ার্স। মিডল অর্ডার নিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কোহলি যোগ করেছেন, 'চার নম্বরে আমি লোকেশ রাহুলকে রাখব। আরসিবি-র জার্সিতে বরাবরই ও সেরাটা দিয়েছে, ওকে ছাড়া কাউকে ভাবতে পারি না। পাঁচে রজত পাতিদার একদম পারফেক্ট, কারণ ও স্পিনটা দুর্দান্ত খেলে। আমার দেখা অন্যতম সেরা ভারতীয় ব্যাটার ও। আর ছয়ে ফিনিশার হিসেবে থাকবে ডিকে (দীনেশ কার্তিক)। সব মিলিয়ে এটা একটা অপ্রতিরোধ্য একাদশ।'

বিরাটের সেরা একাদশ

ক্রিস গেইল, বিরাট কোহলি, এবি ডিভিলিয়ার্স, লোকেশ রাহুল, রজত পাতিদার, দীনেশ কার্তিক, হর্ষল প্যাটেল, অনিল কুম্বলে, মিচেল স্টার্ক, ডেল স্টেইন, যুযবেন্দ্র চাহাল।

তুলোধোনা সলমন-শাহিনদের

ইসলামাবাদ, ১৬ মার্চ : টি২০ বিশ্বকাপে চরম ব্যর্থতার আগুন আগে থেকেই জ্বলছিল। সেই জ্বলন্ত আগুনে এবার কার্যত ঘি ঢেলে দিল বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে ওয়ান ডে সিরিজ হার। সলমন আলি আঘাদের এই হতশ্রী পারফরম্যান্সের পর রীতিমতো সমালোচনার ঝড় বইয়ে দিচ্ছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটাররা। কারও মতে, পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থা

বাংলাদেশের কাছে লজ্জার হার

এখন নামতে নামতে আইসিসি-র 'অ্যাসোসিয়েট' বা সহযোগী দেশগুলোর পর্যায়ে চলে গিয়েছে। আবার কারও মতে, মাঠে ক্রিকেট খেলে বিশ্বকাপ জেতা পাকিস্তানের পক্ষে আর সম্ভব নয়, একমাত্র চুরি করলেই ট্রফি আসতে পারে!

একটি টিভি শোয়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ে প্রাক্তন উইকেটকিপার কামরান আকমল বলেছেন, 'পাক ক্রিকেট আজ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে! তিন ম্যাচের ওডিআই

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ভরাডুবিতে ক্ষুব্ধ তাদের প্রাক্তনরা।

সিরিজ খেললে এখন নেদারল্যান্ডসও আমাদের হারিয়ে দেবে। সবাই মিলে পাক ক্রিকেটকে গোটা বিশ্বের কাছে উপহাসের পাত্র করে তুলেছে। যেখানে একটা দ্বিপাক্ষিক সিরিজ জিততে পারি না, সেখানে আমরা আইসিসি ট্রফির স্বপ্ন দেখি কী করে? বিশ্বকাপ কি চুরি করে আনার পরিকল্পনা রয়েছে পিসিবি-র?' সিরিজ নির্ধারণকারী শেষ ম্যাচে টিম ম্যানেজমেন্টের জঘন্য ট্যাকটিক্স নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। ব্যাটিং সহায়ক পিচে টস জিতে বোলিং নেওয়ার সিদ্ধান্তকে কাঠগড়ায় তুলে কামরানের কটাক্ষ, 'শেষ দিকে লিটন দাস স্লো না হয়ে পড়লে বাংলাদেশ তো ৩৫০ রান তুলে দিত!'

আহমেদ শেহজাদের তোপ আবার আরও ঝাঁঝালো। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে তিনি বলেছেন, 'ক্রমাগত নামতে নামতে পাকিস্তান এখন জিম্বাবোয়ের মতো একটা অ্যাসোসিয়েট দেশে পরিণত হয়েছে। টি২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতার পর বাংলাদেশ সিরিজে একঝাঁক নতুন মুখ খেলানো হল। কীসের ভিত্তিতে এই নির্বাচন? যতক্ষণ না আপনি নিজের ভুল স্বীকার করছেন, উন্নতি অসম্ভব। অথচ বোর্ড এখনও দাবি করছে রান রেটের জন্য আমরা বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়েছিলাম! এদের ন্যূনতম লজ্জাবোধ নেই।'

বোর্ডের নির্বোধ দল নির্বাচনের দিকে আঙুল তুলেছেন শাহিদ আফ্রিদিও। বাবর আজম ও ফখর জামানকে ওয়ানডে দল থেকে বাদ দেওয়ার কোনও যুক্তিই খুঁজে পাচ্ছেন না তিনি। আফ্রিদির যুক্তি, 'টি২০ ফরম্যাটের জঘন্য পারফরমেন্সের ভিত্তিতে ওডিআই দল বাছাই করা চরম বোকামি! ফখর জামান বা বাবর আজমদের ওডিআই রেকর্ড যথেষ্ট ভালো, ওদের দলে রাখা উচিত ছিল। অথচ ওদের বাদ দিয়ে এমন কয়েকজনকে নেওয়া হল, যাদের ঘরোয়া ক্রিকেটেও সেভাবে কোনও বড় অভিজ্ঞতা নেই!'

মহমেডান ম্যাচই শেষ সুযোগ ব্রুজোঁর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল ছবিটা। অস্কার ব্রুজোঁকে আরও খানিকটা সময় দিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। তবে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে ম্যাচই হয়তো স্প্যানিশ কোচের কাছে শেষ সুযোগ।

রবিবার রাতে অস্কারের বিদায় একরকম চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। শোকজও করা হয় তাঁকে। সোমবার ব্রুজোঁর সঙ্গে চুক্তি ছিন্ন করতে হলে সম্পূর্ণ বেতন সহ মোটা অঙ্কের ক্ষতিপূরণ গুনতে হবে।

এদিন দুই পক্ষের বৈঠকে অভিযোগ অনুযোগের পালা চলে বেশ কিছুক্ষণ। তারপরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট। আপাতত অস্কারেই আস্থা রাখতে বাধ্য হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। যদি তাঁকে ছাঁটাই করাও হয় তবে তা মহমেডান ম্যাচের পর। ফলে বলাই যায় ২১ মার্চের ম্যাচই এখন অস্কারের লাইফলাইন। ম্যানেজমেন্টের অন্দরে এই আলোচনাও চলছে যে, এই মুহূর্তে নতুন করে কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হলে তা কতটা কার্যকরী হবে। অস্কারও পালটা একাধিক অভিযোগ জানান লগ্নিকারী সংস্থার কর্তাদের কাছে। দলের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অনেকের হস্তক্ষেপে তিনি যে অখুশি তা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন। অবশ্য আপাতত এই বিষয়ে স্প্যানিশ কোচকে মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ম্যানেজমেন্টের তরফে।

- সোমবার দুই পক্ষের বৈঠকে অভিযোগ-অনুযোগের পালা চলে বেশ কিছুক্ষণ।
- তারপরও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেনি টিম ম্যানেজমেন্ট।
- আপাতত অস্কারেই আস্থা রাখতে বাধ্য হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।
- যদি তাঁকে ছাঁটাই করাও হয় তবে তা মহমেডান ম্যাচের পর।
- এই বিষয়ে অস্কারকে মুখ বন্ধ রাখার পরামর্শ দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট।

লাল-হলুদ ম্যানেজমেন্টের চোখের বালি এখন অস্কার ব্রুজোঁ।

আলোচনায় বসেন লাল-হলুদের লগ্নিকারী সংস্থার কর্তারা। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে দেনাপাওনা বুঝিয়ে দেওয়া। সেখানেই স্প্যানিশ কোচের কাছে ব্যর্থতার কারণ জানতে চাওয়া হয় শুরুতে। সেইসঙ্গে কেরালা ব্লাস্টার্স ম্যাচের আগে করা মন্তব্যের জন্য জবাবদিহি করতে বলা হয়। সূত্রের খবর, অস্কারের উত্তরে সন্তুষ্ট না হলেও এখনই তাঁকে ছাঁটাই করতে পারছে না ইস্টবেঙ্গল। বাদ সাধছে চুক্তি জট। এখন ব্রুজোঁর

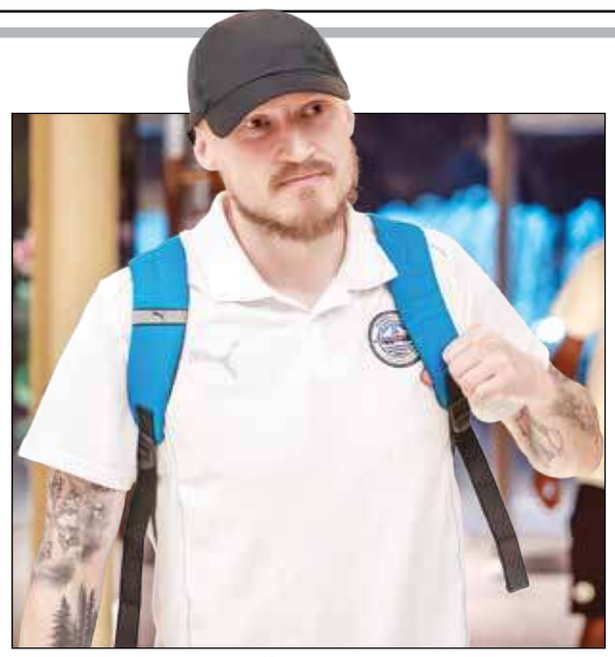

ইস্টার কাশীকে হারানোর পর জনি কাউকোর নজর এবার মোহনবাগান ম্যাচে।

'মোহন আবেগ' সরিয়ে মাঠে নামবেন কাউকো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : দুই বছর আগে তিনিই ছিলেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের পরিত্রাতা। ঘটনাচক্রে তিনি এবার সবুজ-মেরুন শিবিরের 'পথের কাঁটা' হয়ে উঠতে পারেন। পূর্বতন দল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে নিজের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছেন মুম্বই সিটি এফসি-র মিডিও জনি কাউকো।

শুক্রবার ঘরের মাঠে মোহনবাগান খেলবে মুম্বই সিটির বিরুদ্ধে। পূর্বতন দলের বিরুদ্ধে মাঠে নামার আগে কোনও বাড়তি আবেগ দেখা গেল না জনি কাউকোর চোখেমুখে। বরং বাস্তবের মাটিতে পা রেখে আর পাঁচটা ম্যাচের মতো প্রস্তুতি নেবেন তিনি। জনি বলেছেন, 'মোহনবাগানের বিরুদ্ধে আলাদা করে কোনও পরিকল্পনা নেই। আমাদের নিজস্ব ফুটবল দর্শনকেই অনুসরণ করব। কোচের পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলে ওদেরকে হারানোর চেষ্টা করব।'

২০২১ সালে আন্তোনিও লোপেজ হাবাসের হাত ধরে মোহনবাগানে যোগ দিয়েছিলেন ফিনল্যান্ডের হয়ে ইউরো কাপ খেলা কাউকো। তারপর গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ২০২৩-'২৪ মরশুমে শিল্ড জয়ের অন্যতম কারিগর হওয়া সত্ত্বেও মোহনবাগান তাঁকে পরের মরশুমে রাখেনি। তবে সেই নিয়ে বর্তমানে কোনও আক্ষেপ নেই জনির। তাঁর কথায়, 'ফুটবলে এমনটা হয়। সবসময় এক দলে খেলা যায় না। বর্তমানে আমি মুম্বই সিটির খেলোয়াড়। ওদের হয়ে নিজের সেরাটা দেওয়াই লক্ষ্য।' তবে মোহনবাগান সমর্থকদের প্রসঙ্গ উঠলে হালকা হেসে বুঝিয়ে দেন, বাগান-জনতা কাউকোর হৃদয়ে রয়েছেন।

ঘাসফুলে ফুটতে পারেন শিবশংকর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৬ মার্চ : আগে একাধিকবার প্রস্তাব এসেছিল। কিন্তু বাইশ গজের বাইরে পা রাখতে চাননি। জল্পনাও চলছিল বিস্তর, তবে তখন সাড়া দেননি। অবশেষে সমস্ত জল্পনার অবসান। ক্রিকেটের পিচ ছেড়ে এবার রাজনীতির কঠিন ময়দানে 'বাউন্সার' দিতে প্রস্তুত বাংলার প্রাক্তন জোরে বোলার শিবশংকর পাল।

বিশেষ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার সকাল ১১টায় কলকাতার তৃণমূল ভবনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জোড়াফুলের পতাকা হাতে তুলে নিয়ে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন বর্তমান বাংলা রনজি দলের এই বোলিং কোচ।

ময়দানে তিনি 'ম্যাকো' নামেই বেশি পরিচিত। সোমবার গভীর রাতে তাঁর রাজনীতিতে যোগদানের বিষয়ে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কার্যত মুখে কুলুপ আঁটেন। বিষয়টি নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে না চাইলেও, যোগদানের সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়েও দেননি প্রাক্তন পেসার। আর তাঁর এই 'মৌনতা'-কেই সম্মতির বড় লক্ষণ হিসেবে দেখছে রাজনৈতিক মহল।

তবে এই রাজনৈতিক অভিষেকের চেয়েও বেশি চর্চা শুরু হয়েছে তাঁর সম্ভাব্য কেন্দ্র নিয়ে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোচবিহারের

তুফানগঞ্জ থেকে শিবশংকর পালকে প্রার্থী করতে পারে রাজ্যের শাসকদল। উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে, বিশেষ করে কোচবিহারে গত কয়েকটি নির্বাচনে বিরোধীদের যে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয়েছে তৃণমূলকে, তা সামলাতে এবার 'ভূমিপুত্র' তাস খেলতে চাইছে ঘাসফুল শিবির। তুফানগঞ্জেরই ছেলে শিবশংকর। স্থানীয় স্তরে তাঁর জনপ্রিয়তা রয়েছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, লক্ষ্মীরতন শুক্লা বা মনোজ তিওয়ারিদের মতো তারকা ক্রীড়াবিদদের মাঠে নামিয়ে এর আগে সাফল্য পেয়েছে তৃণমূল। এবার তুফানগঞ্জের হারানো জমি পুনরুদ্ধারে এই তারকা পেসারের 'সুইং'-এর ওপরেই বাজি ধরতে চাইছেন মমতা-অভিষেক।

প্রায় এক যুগ আগে পেশাদার ক্রিকেটকে বিদায় জানিয়েছিলেন শিবশংকর। বাংলার হয়ে ৬১টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলে তাঁর ঝুলিতে রয়েছে নজরকাড়া ২২০টি উইকেট। খেলা ছাড়ার পর গত কয়েক বছর ধরে কোচিংয়ের সঙ্গেই নিজেকে যুক্ত রেখেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি বাংলা দলের বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

ক্রিকেটের বাইশ গজে তাঁর ইনসুইং আর আউটসুইংয়ে একসময় কাবু হতেন তাবড় ব্যাটাররা। এবার দেখার বিষয়, রাজনীতির অচেনা পিচে তাঁর এই 'পলিটিক্যাল সুইং' তুফানগঞ্জের ময়দানে বিরোধীদের উইকেট ছিটকে দিতে পারে কি না।

বেকহ্যামের নজির ভেঙে উচ্ছ্বসিত ব্রুনো

লন্ডন, ১৬ মার্চ : ইপিএলে ছুটছে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। মাইকেল ক্যারিক দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ভোল বদলে গিয়েছে রেড ডেভিলসের। নয়া কোচের অধীনে দলের অধিনায়ক ব্রুনো ফার্নান্ডেজও নিজের চিরাচরিত ফর্মে। রবিবার অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ৩-১ গোলে জয়ের নেপথ্য কারিগর সেই ব্রুনো। তিনটি গোলের মধ্যে দুটিই ম্যান ইউ অধিনায়কের অ্যাসিস্ট। এদিন জোড়া অ্যাসিস্ট করে একদিকে যেমন ম্যান ইউ জার্সিতে ১০০ অ্যাসিস্টের নজির গড়েছেন পর্তুগিজ মিডিও, তেমনই অপরদিকে ভেঙেছেন ম্যান ইউ কিংবদন্তি ডেভিড বেকহ্যামের রেকর্ড।

এতদিন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের হয়ে ইপিএলে এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি অ্যাসিস্টের নজির ছিল ম্যান ইউ সমর্থকদের আদরের 'বেকস'-এর। ১৯৯৯-২০০০ মরশুমে তিনি ১৫টি অ্যাসিস্ট করে এই কীর্তি গড়েছিলেন। রবিবার সেই বেকহ্যামকে টপকে গিয়েছেন ব্রুনো। অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচের পর চলতি ইপিএলে ব্রুনোর ১৬টি অ্যাসিস্ট হয়ে গেল। প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়কের রেকর্ড ভাঙার পর উচ্ছ্বসিত ব্রুনো। তাঁর কথায়, 'বেকহ্যামের মতো একজন খেলোয়াড়ের নজির ভাঙাটা আমার কেরিয়ারের বড় অর্জন। তিনি এমন একজন খেলোয়াড়, যার দুরন্ত পাস, ক্রস রাখা ফুটবলপ্রেমীদের মুগ্ধ করেছিল। সব ফুটবলারই বেকহ্যামকে অনুসরণ করে খেলার চেষ্টা করে।'

এদিকে, কোচ ক্যারিক ব্রনোর প্রশংসা করে বলেছেন, 'ব্রুনো এই ধরনের পারফরমেন্স দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। ও এমন একজন ফুটবলার যে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে। অ্যাস্টন ভিলার বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততে বড় ভূমিকা নিয়েছে ব্রুনো।' রবিবার আরও একটি নজির গড়েছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। ম্যান ইউয়ের ইতিহাসে তৃতীয় ফুটবলার হিসেবে ১০০ গোল ও ১০০ অ্যাসিস্ট করার কীর্তি অর্জন করেছেন। মরশুম শেষে তিনি কোথায় গিয়ে থামেন, সেটাই এখন দেখার।

শুরুতে অধিনায়ক হয়তো ঈশান

হায়দরাবাদ, ১৬ মার্চ : আসন্ন আইপিএলের শুরুর দিকে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের নেতৃত্বে হয়তো দেখা যাবে ঈশান কিষানকে। অধিনায়ক প্যাট কামিন্স কবে দলে যোগ দেবেন তা নিশ্চিত নয়। সেক্ষেত্রে অধিনায়ত্বের দায়িত্ব নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রাথমিক কথাবার্তা সেরে রেখেছে হায়দরাবাদ ম্যানেজমেন্ট। প্রথমে ভাসছিল অভিষেক শর্মার নাম। তবে ঈশানের অধিনায়কত্বে চলতি মরশুমে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ঝাড়খণ্ড। এমনকি অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতাও রয়েছে এই বাঁ হাতি উইকেটকিপারের। ফলে সূত্রের খবর, কামিন্সের অনুপস্থিতিতে অধিনায়কের দায়িত্ব সামলাতে ঈশাকেই যোগ্য মনে করছে ম্যানেজমেন্ট।

ক্যান্ডিডেটস থেকে সরতে পারেন হাম্পি

বিজয়ওয়াড়া, ১৬ মার্চ : ক্যান্ডিডেটস দাবা থেকে নাম তুলে নেওয়ার কথা ভাবছেন ভারতীয় দাবাড়ু কোনেরু হাম্পি। নেপথ্যে ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের যুদ্ধ এবং ইরানের প্রত্যাঘাতে পশ্চিম এশিয়ায় তৈরি হওয়া ভয়াবহ পরিস্থিতি।

২৮ মার্চ থেকে ১৬ এপ্রিল পশ্চিম এশিয়ার সাইপ্রাসে বসতে চলেছে ক্যান্ডিডেটস দাবার আসর। ভূমধ্যসাগরের মাঝে অবস্থিত এই দ্বীপরাষ্ট্রে ইতিমধ্যেই ড্রোন হামলা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সাইপ্রাসে থাকা ব্রিটিশ সামরিক বিমান ঘাঁটি। যদিও তারপর থেকে দ্বীপরাষ্ট্রে কোনও হামলার খবর পাওয়া যায়নি। তবে এরকম একটা জায়গায় দাবার এমন হাইপ্রোফাইল প্রতিযোগিতা আয়োজনের উপর ইতিমধ্যেই প্রশ্নচিহ্ন উঠেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ পরিস্থিতি

হাম্পি সংশয়ের কথা জানিয়ে বলেছেন, 'কোনও মানে হয় না। এই অনিশ্চয়তার মাঝে পশ্চিম এশিয়ায় যাওয়াটা মারাত্মক ঝুঁকির। দুই সপ্তাহ আগে শুরু হওয়া যুদ্ধ এখনও চলছে। অন্যদিকে প্রতিযোগিতা শুরু হতে সপ্তাহ দুয়েক বাকি।' তিনি সংগঠকদের সিদ্ধান্তের ওপর প্রশ্ন তুলেছেন, 'আয়োজকদের দিক থেকে এটা সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। এরকম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিযোগিতায় যেখানে মাত্র ১৬ জন প্রতিযোগী (মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে) অংশ নিচ্ছেন, সেখানের জন্য বিকল্প জায়গা এবং সূচি কেন ভাবা হবে না?' আশঙ্কার কথা মেনে নিয়েছেন আয়োজক ফিডের সিইও ইমিল সুতোভস্কি, 'হ্যাঁ দিন দশেক আগে উদ্বেগের খবর ছিল। এখন কিন্তু পরিস্থিতি শান্ত।' একইসঙ্গে তিনি আশাবাদী সুষ্ঠুভাবে প্রতিযোগিতা শেষ হবে, 'আমাদের পরিকল্পনা বদলায়নি। অবশ্যই পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছি আমরা। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সাইপ্রাস যেমন খুব একটা দূরে নয়, তেমনই এখানে যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরিও হয়নি।'

গেইলের রেকর্ড ভাঙতে চান বৈভব

নয়াদিল্লি, ১৬ মার্চ : যুব পর্যায়ের ক্রিকেটে প্রায় সব রেকর্ড তাঁর দখলে। গত বছর আইপিএলে কনিষ্ঠতম হিসেবে শতরান করেছিলেন। এবার আইপিএলে ক্রিস গেইলের সর্বাধিক ১৭৫ রানের রেকর্ড ভাঙতে চান ভারতীয় ক্রিকেটের নতুন বিস্ময়বালক বৈভব সূর্যবংশী।

আসন্ন আইপিএলের প্রস্তুতি ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন বৈভব। রবিবার নয়াদিল্লিতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের 'নমন অ্যাওয়ার্ড' অনুষ্ঠানেও হাজির ছিলেন তিনি। সেখানে বৈভব বলেছেন, 'ক্রিস গেইলের ১৭৫ রানের রেকর্ড ভাঙতে চাই।' তবে ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়ার মধ্যেও দলকে এগিয়ে রাখছেন রাজস্থান রয়্যালসের এই বিধ্বংসী ওপেনার। বৈভবের কথায়, 'মূল লক্ষ্য রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে আইপিএল জেতা। ভালো খেলতে

রাজস্থান রয়্যালসের অনুশীলনে বৈভব সূর্যবংশী।

চাই। আশা করি, আমার পারফরমেন্স দলের কাজে লাগবে।'

রাহুল দ্রাবিড়ের অধীনে আইপিএলে হাতেখড়ি বৈভবের। গত বছরের আইপিএলে বৈভবের বিস্ফোরক শতরান ক্রিকেটপ্রেমীদের চমকে দিয়েছিল। পাশে থাকার জন্য দ্রাবিড় ও রাজস্থান রয়্যালসকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বৈভব। বলেছেন, 'রাহুল স্যারের হাত ধরেই শুরু আমার। ওঁর থেকে অনেককিছু শিখেছি। দলে একাধিক সিনিয়ার ক্রিকেটার রয়েছে। এটা আমার কাছে শিক্ষণীয় অভিজ্ঞতা। ঘরোয়া ক্রিকেটে যখন আমার অভিষেক হয় তখন থেকেই রাজস্থান রয়্যালস আমার দিকে নজর রেখেছিল। আমি রাজস্থান রয়্যালসের ট্রায়ালে যাই। ট্রায়াল খুব ভালো হয়েছিল। তখন মনে হয়েছিল, হয়তো আমি রাজস্থান রয়্যালসে সুযোগ পাব। পরে সেটাই সত্যি হয়েছিল।'

সময় বাড়তে পারে বিড জমা করার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ মার্চ : বিপণন সঙ্গী চেয়ে আগেই বিজ্ঞাপন দেয় অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। ইতোমধ্যেই প্রি-বিড আলোচনায় অংশ নেয় দুই-তিনটি কোম্পানি।

এই দীর্ঘমেয়াদি টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ১৯ মার্চ। যা পরদিনই খোলার কথা। তবে এই মুহূর্তে যা খবর তাতে টেন্ডার জমা করার জন্য সময় বাড়তে পারে। কারণ আগ্রহী কিছু কোম্পানি বাড়তি সময় চেয়েছে ফেডারেশনের কাছে। তারা জানিয়েছে, এই নিয়ে কোম্পানির নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে হবে। যার জন্য সময় দরকার।

পাঁচ গোলের পরও সতর্ক বার্সা

মেসির জন্য দরজা খোলা : লাপোর্তা

বার্সেলোনা, ১৬ মার্চ : সেভিয়ার বিরুদ্ধে ৫-২ গোলে জয়ে লা লিগা পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষস্থান আরও খানিকটা মজবুত করল বার্সেলোনা। দুই নম্বরে থাকা রিয়াল মাদ্রিদের থেকে এই মুহূর্তে চার পয়েন্টে এগিয়ে কাতালান জায়েন্টরা। তারপরও সতর্কবার্তা শুনিয়ে রাখলেন বার্সা কোচ হ্যান্সি ফ্লিক।

দলের পারফরমেন্সে খুশি। তবে এখনও বেশ কিছু জায়গায় ঘাটতি রয়েছে বলে মনে করছেন ফ্লিক। বিশেষত রক্ষণভাগের ফুটবলারদের মনঃসংযোগ বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। সেভিয়াকে পাঁচ গোল দিলেও তিনটে গোল হজম করতে হয়েছে। ফ্লিক আরও বলেছেন, 'আমরা পাঁচটা গোল করেছি। তবে বেশ কিছু জায়গায় আমাদের উন্নতি করতে হবে। বলের নিয়ন্ত্রণ হারানোর পর আরও সতর্ক থাকতে হবে দলকে।'

এদিকে, বার্সেলোনার সভাপতি পদে আরও একবার পুনর্নির্বাচিত হলেন হুয়ান লাপোর্তা। ৬৮ শতাংশ ভোট পেয়েছেন তিনি। এক্ষেত্রে দলের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স বার্সার সভাপতি নির্বাচনে বড় প্রভাব ফেলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। আরও একবার পাঁচ বছরের জন্য সভাপতি পদে দায়িত্ব নিয়েই লাপোর্তা জানিয়ে দিলেন, লিওনেল মেসির জন্য বার্সেলোনার দরজা সবসময় খোলা। ভবিষ্যতে তিনি যে কোনও ভূমিকায় যুক্ত হতে চাইলে ক্লাব তাঁকে স্বাগত জানাতে তৈরি। বার্সা সভাপতির কথায়, 'মেসি বার্সেলোনার ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তিনি চাইলে যে কোনওভাবে ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারবেন।'

বাতিল মেসি-ইয়ামাল দ্বৈরথ

দোহা, ১৬ মার্চ : ২০২২ সালের দোহার লুসাইল স্টেডিয়ামে বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা। দুই বছর বাদে কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন হন মেসিরা। ইউরো কাপ ঘরে তোলে স্পেন। মেসিদের বিশ্বজয়ের মাঠেই চলতি মাসের ২৭ তারিখ ফিনালিসিমাতে মুখোমুখি হওয়ার কথা ছিল আর্জেন্টিনা ও স্পেনের। কিন্তু পশ্চিম এশিয়ায় তৈরি হওয়া যুদ্ধ পরিস্থিতির জন্য বহু প্রতিক্ষিত ম্যাচটি বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লোকাল অর্গানাইজিং কমিটি (এলওসি), উয়েফা ও কনমেবল যৌথ বিবৃতিতে এই খবর জানিয়েছে। যার ফলে মেসি বনাম লামিনে ইয়ামাল দ্বৈরথ দেখা থেকে বঞ্চিত হবেন ফুটবলপ্রেমীরা।

শিলান্যাস হচ্ছে সিএবি-র ইন্ডোর কোচিং সেন্টারের।

শিলিগুড়িতে পথচলা শুরু সিএবি-র ইন্ডোর কোচিং সেন্টারের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৬ মার্চ : জগমোহন ডালমিয়ার নামাঙ্কিত সিএবি-র ইন্ডোর কোচিং সেন্টারের পথচলা সোমবার শিলিগুড়িতে শুরু হল। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, এদিন শিলিগুড়ির বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের খুদে ক্রিকেটারদের হাত ধরে এই কোচিং সেন্টারের শিলান্যাস হয়। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনের পাঁচ নম্বর গেটে এই সেন্টারটি করা হয়েছে। অগাস্টের শুরু থেকে ক্রিকেটাররা সপ্তাহে রোজদিন অনুশীলনের সুযোগ পাবেন। কুন্তলবাবু ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, কার্যনির্বাহী সভাপতি জয়ন্ত সাহা প্রমুখ।

চ্যাম্পিয়ন অগ্রগামী সংঘ

কোচবিহার, ১৬ মার্চ : ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবের ৮ দলীয় নৈশ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি অগ্রগামী সংঘ। বৃষ্টির কারণে রবিবার ফাইনালে তারা ডাকওয়ার্থ-লুইস-স্টার্ন পদ্ধতিতে ৫ রানে আয়োজকদের হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে টসে হেরে ঘোষপাড়া ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৪২ রান তোলে। সেরা ব্যাটার সুরজ যাদব ৪১ রান করেন। ফাইনালের সেরা মোজাম্মিল রহমান ১৮ রানে ফেলে দেন ৩ উইকেট। জবাবে অগ্রগামী ১৪.৩ ওভারে ৩ উইকেটে ১০০ রান তোলার পর বৃষ্টি নামলে আর খেলা হয়নি। পরবর্তীতে অগ্রগামীকে ডিএলএস পদ্ধতিতে জয়ী ঘোষণা করা হয়। ডোনিল দত্ত ৪৩ রান করেন। ফেয়ার প্লে ট্রফি পেয়েছে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাব। প্রতিযোগিতার সেরা ও সেরা বোলার অগ্রগামীর বিজয় শর্মা। সেরা ব্যাটার আয়োজকদের সুরোজ যাদব। সেরা ফিল্ডার ও সেরা উইকেটকিপার ডিআরএসসি-র ভানু আনন্দ।

খেতাব জয়ের পর শিলিগুড়ি অগ্রগামী সংঘ। ছবি : জয়দেব দাস

জোড়া জয় ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ারের

জলপাইগুড়ি, ১৬ মার্চ : ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়-মিহির বসু জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমির পরিচালনায় শনিবার দেশবন্ধু স্কুল মাঠে দীপক দাস মেমোরিয়াল রেড অ্যান্ড গোল্ড ফুটবল প্রোজেক্টের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সোমবার দ্বিতীয় প্রদর্শনী ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল জুনিয়ার, কলকাতা ২-১ গোলে হারিয়েছে জলপাইগুড়ি ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। ইস্টবেঙ্গলের দুইটি গোল করেছে সিজোয়ান আনজামান। জলপাইগুড়ির একমাত্র গোল অজিত বিশ্বাসের।

স্মরণে

অভিরাজ কুণ্ডু (সানি)

আসা : ২২/০৭/৮৫ যাওয়া : ১৭/০৩/২৩

তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকীতে অশ্রুসিক্ত নয়নে তোমায় স্মরণ করি। যেখানেই থাকো ভালো থেকো, শান্তিতে থেকো। **শোকাহত : বাবা, মা, দাদা ও দিভ্যাংশু (পুত্র), মাস্টারদা লেন, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি।**

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়িনী হলেন
আলিপুরদুয়ার-এর এক বাসিন্দা

18.12.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 8 1 D 80215 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন, " আমি যখন জানতে পারি যে ডিয়ার লটারি থেকে আমি এক কোটি টাকা পুরস্কার জিতেছি, তখন এটা আমার জন্য অবাক করার মতো বিষয় হয়েছে। ডিয়ার লটারির এই দারুন অফার দিয়ে আমাকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার অনেক ধন্যবাদ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, আলিপুরদুয়ার - এর একজন বাসিন্দা সুনিতা লোহার - কে

* বিজ্ঞাপনটির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।